উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৮৩,৭৫৫.৮৭ (+১০০০.৩৬)

নিফটি : ২৫,৫৪৯.০০ (+৩০৪.২৫)

**ব্ল্যাক বক্স উদ্ধার, কারণ অধরাই**

দুর্ঘটনাগ্রস্ত এআই-১৭১'এর ব্ল্যাক বক্স থেকে তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে দাবি করেছে কেন্দ্র। যদিও বিমান দুর্ঘটনার আসল কারণ এখনও অধরা। » ১০

**ডিএ ঘোষণা নেই**

২৭ জুনের মধ্যে বকেয়া ডিএ'র ২৫ শতাংশ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু বৃহস্পতিবারও রাজ্যের তরফে বকেয়া মহার্ঘ ভাতা নিয়ে কোনও ঘোষণা করা হল না। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন |
|---|---|---|
| শিলিগুড়ি | ৩৩° | ২৫° |
| জলপাইগুড়ি | ৩৩° | ২৬° |
| কোচবিহার | ৩৪° | ২৬° |
| আলিপুরদুয়ার | ৩৩° | ২৬° |

**এত ক্যাচ ফেলে জেতা যায় না : সামি** » ১১

১২ আষাঢ় ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 27 June 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 40

উত্তরের খোঁজে

## বিধানসভার আভিজাত্য নষ্ট করছে দুই পার্টি

**রূপায়ণ ভট্টাচার্য**

পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় চন্দ্রমল্লিকা ও ডালিয়ার রকমারি অবস্থান দেখে ঢোকার ইচ্ছে জাগে মাঝে মাঝে। শীতের সময় তখন।

ওই যে বিশাল সাদা রঙের বাড়ি সম্মোহিত করে হাতছানি দিয়ে ডাকে, তা উপেক্ষা করা কঠিন। ইতিহাসের বাড়িটার ভেতরে না জানি কত কী রয়েছে!

এখন সেই মোহ ভেঙে খানখান বহুদিন। আর ইচ্ছে হয় না। বরং মন বলে, ওই বাড়ি বাঙালির বড় ক্ষতি করে দিচ্ছে। অনেকটা লখনউয়ের শাহ নজফ ইমামবাড়ার স্টাইলে তৈরি ওই বাড়িতে তৈরি হচ্ছে গুন্ডারাজ।

মানুষ কাদের দেখে শেখে? বড়দের দেখে তো। যে বাড়িটা নিশির ডাকের মতো রহস্যময়, সেই বিধানসভা এখন কুৎসিত কদাকার এক দুঃস্বপ্নের হদিস দিচ্ছে। বাংলার যে গভর্নরের আমলে ১৯৩১ সালে, ২১ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকায় তৈরি হয় বাড়িটা, সেই ফ্রান্সিস স্ট্যানলি জ্যাকসন কবরে নড়ে বসবেন বিরক্তিতে।

জ্যাকসন ইংল্যান্ডের হয়ে টেস্ট খেলেছেন, উইজডেনের বর্ষসেরা হয়েছেন। *এরপর আটের পাতায়*

ইতিহাস ও উল্লাস

*আন্তর্জাতিক মহাকাশকেন্দ্রে পৌঁছে ইতিহাস গড়লেন ভারতের শুভাংশু শুক্লা (বাঁয়ে)। মহাকাশে পৌঁছোতেই অভিবাদন স্ত্রী ও বাবা-মা'র। বৃহস্পতিবার।*

## শিশুকন্যাকে খুন মায়ের

**প্রসেনজিৎ সাহা**

**দিনহাটা, ২৬ জুন :** উঠোনের মাঝে পড়ে রয়েছে তিন বছরের শিশুকন্যার নিথর দেহ। মায়ের হাতে তিন বছরের কন্যা খুন হয়েছে। শ্বাসরোধ করে তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। পাঁচ বছরের ছেলেকেও মারার চেষ্টা করেন মা। ছেলে পালিয়ে গিয়ে প্রতিবেশীদের খবর দেয়। মেয়েকে খুন করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন মা। স্থানীয়দের দাবি, পারিবারিক অশান্তির জেরেই মেয়েকে খুন করেছেন মা। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দিনহাটা-২ ব্লকের চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর জায়গির বালাবাড়ি এলাকায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে বালাবাড়ি এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, উঠোনের এক কোণে মাথায় হাত দিয়ে অঝোরে কেঁদেই চলেছেন মা। তাঁকে ঘিরে রেখেছেন গ্রামের ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। পাড়ার মানুষজন তখনও বিশ্বাসই করতে পারছেন না, একজন মা হয়ে কী করে নিজের তিন বছরের ফুটফুটে সন্তানকে খুন করতে পারেন? আর এই ঘটনার পর থেকেই গোটা গ্রামজুড়েই যেন এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা।

খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় শিশুকন্যার মা মমিনা বিবিকে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এদিন দুপুর একটা নাগাদ গৃহবধূ মমিনা বিবি প্রথমে নিজের তিন বছরের মেয়েকে হত্যা করেন। তারপর পাঁচ বছরের পুত্রসন্তানকে মারতে গেলে সে পালিয়ে যায়। এরপরে নিজে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করতে গেলে স্থানীয়দের তৎপরতায় রক্ষা পান ওই মহিলা। সেসময়ই গ্রামবাসীর কাছে নিজের সন্তানকে হত্যার কথা স্বীকার করেন মমিনা।

দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র বলেন, 'ওই গৃহবধূকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। তবে প্রাথমিকভাবে পারিবারিক বিবাদের থেকে গৃহবধূ এধরনের কাণ্ড করে থাকতে পারেন বলে আমাদের ধারণা। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

মমিনা বিবির শ্বশুর নজু শেখ জানান, এদিন বাঁশতলার মাচায় তিনি বসে ছিলেন। হঠাৎই মমিনার পাঁচ বছরের ছেলে এসে চিৎকার করতে থাকে। সে জানায় তার মা ঘরে কী যেন করছে।

নজু শেখ বলেন, 'ঘরে গিয়ে দেখি গলায় ওড়না জড়িয়ে ঝুলছে মমিনা। *এরপর আটের পাতায়*

*ঘটনার তদন্তে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার।*

# বিহার বাহানা, বাংলা নিশানা

## ভোটার তালিকায় চক্রান্ত দেখছেন মমতা

**চিত্ত মাহাতো ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়**

**দিঘা ও কলকাতা, ২৬ জুন :** ভোটার তালিকার সার্বিক সংশোধনের সিদ্ধান্তে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তালিকায় বেআইনিভাবে কেউ থেকে থাকলে তাঁকে বাদ ও প্রকৃত ভোটারদের অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের পদক্ষেপকে সন্দেহের চোখে দেখছেন তিনি। বিহার বিধানসভার আসন্ন নির্বাচনের লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায়, 'বিহার বাহানা মাত্র, নিশানায় আসলে বাংলা।'

রথযাত্রার প্রস্তুতির তদারকি করতে বুধবার থেকে দিঘায় আছেন তিনি। সেই কাজের ফাঁকে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে ভোটার তালিকা প্রসঙ্গ টেনে আনায় স্পষ্ট, নির্বাচন কমিশনের পদক্ষেপকে তিনি কতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন। তাঁর অভিযোগ, মহারাষ্ট্রের স্টাইলে নির্বাচন কমিশনকে সামনে রেখে ভোটে কারচুপি করতে চাইছে বিজেপি। মমতার মতে, গরিব ও পরিযায়ী শ্রমিকদের ভোটার তালিকা থেকে সরাতে এই 'চক্রান্ত।'

নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ভোটার তালিকার সার্বিক সংশোধনের লক্ষ্যে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা করা হবে। সেই সমীক্ষায় ২০০৩ সালের ভোটার তালিকাকে ভিত্তি ধরা হচ্ছে। ওই তালিকায় যাঁদের নাম নেই, নাগরিকত্বের সপক্ষে সরকারি নথি না দিতে পারলে তাঁদের আর নথিভুক্ত করা হবে না। ওই নথি বলতে জন্মস্থানের প্রামাণ্য নথি। এছাড়া ১৯৮৭ সালের ১ জুলাইয়ের আগে জন্ম হয়ে থাকলে শুধু জন্মস্থান নয়, জন্ম তারিখেরও সরকারি প্রমাণ পেশ করতে হবে। *এরপর আটের পাতায়*

### সার্বিক সংশোধন

- ২০০৩-এর ভোটার তালিকাই ভিত্তি
- ওই তালিকায় নাম না থাকলে নাগরিকত্বের প্রমাণ দিয়ে আবেদন
- ১৯৮৭-এর ১ জুলাইয়ের আগে জন্ম হলে জন্ম তারিখ ও জন্মস্থানের প্রমাণ দাখিল
- ১৯৮৭-এর ১ জুলাই থেকে ২০০৪-র ১২ ডিসেম্বরের মধ্যে জন্ম হলে বাবা বা মায়ের ওই দুই নথি প্রয়োজন
- ২০০৪-এর ১২ ডিসেম্বরের পর জন্ম হলে বাবা ও মা-দুজনেরই নথি বাধ্যতামূলক
- ২৫ জুলাইয়ের মধ্যে ফর্ম জমা না করলে খসড়া ভোটার তালিকায় বাদ
- খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ ১ অগাস্ট। এরপর দাবি বা আপত্তি জানানোর সুযোগ

## বিদ্যুতে চলবে রাজধানী

আলিপুরদুয়ার, ২৬ জুন : ডিব্রুগড়-নয়াদিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন বৈদ্যুতিক লাইনে চলা শুরু হল। ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া, লামডিং, গুয়াহাটি রুটে বৈদ্যুতিকরণ শেষ হওয়ায় এটা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া কাজিরাঙ্গা এক্সপ্রেস, সরাইঘাট এক্সপ্রেস, ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস সম্পূর্ণ বিদ্যুতে চলাচল করছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক (সিপিআরও) কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'সম্পূর্ণ রুটের বৈদ্যুতিকরণের ফলে ট্রেন চলাচলে সময় কম লাগবে।'

# নেশামুক্তিতে নতুন ভোরের গল্প

**অনসূয়া চৌধুরী**

জলপাইগুড়ি, ২৬ জুন : একটা সময় ছিল, যখন পুলিশের ভ্যানের আওয়াজ কানে এলেই গা-ঢাকা দেওয়াটা ছিল অভ্যাস। হবেই বা না কেন, পাড়ার বাড়ি বা নিজের ঘর, নেশার টাকা জোগাড়ে তাঁর হাতসাফাই ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। এমনকি ২০-৩০ টাকার জন্য নিজের জামাকাপড় পর্যন্ত বিক্রি করেছেন। সেই শিলাজিৎ চক্রবর্তী বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবসে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের তরফে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পুলিশকর্তাদের পাশে, বিশেষ বক্তা।

মাদক বিরোধী নাটকে শিলাজিতের দল।

নেশাগ্রস্ত চোর থেকে নেশামুক্তিকেন্দ্রের কাউন্সেলার, বদলে যাওয়া জীবনের এই উত্তরণ শোনাতে গিয়ে বারবার অতীতের পথে হেঁটেছেন শিলাজিৎ। তখন বয়স মাত্র ১২। বন্ধুদের সঙ্গে গলায় ঢেলেছিলেন সামান্য মদ। নতুন ঘোর। এই ঘোরের টানেই মদ হয়ে ওঠে নিত্যদিনের সঙ্গী। কিন্তু গন্ধটাকে তাঁর নাক সহ্য করতে পারেনি। তাই হাতে তুলে নেওয়া গাঁজার কলকে। একটা সময় গাঁজাতেও নেশা ধরে না। শুরু হয়ে যায় শরীরে ড্রাগসের ইনজেকশন। এদিন তিনি বললেন, 'প্রথম ইনজেকশন নিয়ে ঘুমিয়েছিলাম। ঘুম থেকে ওঠার পর মা বলেছিলেন দেড়দিন পর উঠলাম। ব্যাস, সেই থেকে নেশার প্রতি আসক্তি বেড়েই চলল। বাবা চেয়েছিলেন তাঁর মতো আমিও ইঞ্জিনিয়ার হব। কিন্তু নেশার পথ আঁকড়ে উলটো রাস্তা ধরলাম আমি।'

১৭ বছর বয়সে নেশার টাকা না পেয়ে যন্ত্রণায় জীবনটাকে শেষ করে দিতে চেয়েছিলেন শিলাজিৎ। তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে নাইলনের একটি দড়ি। বেছে নেন আত্মহত্যার পথ। কিন্তু বরাতজোরে বেঁচে যান। বলছিলেন, 'হাসপাতালের বেডে শুয়ে অনুভব করেছিলাম নেশার জন্য কত ছেলে জীবন শেষ করেছে। সন্তান হারিয়ে কত মা দিনের পর দিন কেঁদেছেন। এই ভাবনার মাঝেই একজন বললেন নেশা ছাড়তে চাও? শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিলাম।' ওই রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারই শিলাজিতের জীবনে নতুন ভোর নিয়ে আসে। 'নিজেকে এবং অন্যকেও বাঁচাতে পারি, এই বিশ্বাসটা জন্ম নিয়েছিল মনের মধ্যে', বললেন শিলাজিৎ।

নিজেকে তো অন্য মোড়ে নিয়ে গিয়েছেন, বাঁচিয়ে তুলছেন হাজার হাজার ছেলেমেয়েকেও। ২১ বছর ধরে কাউন্সেলার হিসেবে কলকাতা তো বটেই, চষে বেড়াচ্ছেন অসম, পঞ্জাব, হায়দরাবাদে। শিলাজিতের কাউন্সেলিংয়ে জীবনের মূলস্রোতে ফিরে আসা ছেলেরা এদিন একটি নাটকও মঞ্চস্থ করেন জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রয়াস হলে। ছিলেন শিলাজিৎও।

নাটকটি দেখার সময় অনেক পুলিশ আধিকারিকের হাত চলে যাচ্ছিল চোখে। হয়তো অশ্রু সংবরণ করার জন্য। চোখের কোণ ভেজা রেখেই শিলাজিৎ বললেন, 'আমার জীবনের ভয়ংকর দিনগুলি যেন আর কোনও শিলাজিৎকে স্পর্শ না করে।'


**e-TENDER NOTICE**
Office of the Block Development Officer
Kranti Development Block
Kranti ::: Jalpaiguri

e-Tender have been invited by the undersigned for different works vide **e-NIT No WB/012/BDOKNT/25-26 (Retender-NIT-11), Dated :- 25-06-2025 WORK Sl 01**. Last date of submission of bid through online is **02-07-2025 up to 17:00 hrs.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in** from 25-06-2025 from 17:00 hrs. respectively.

Sd/-
EO & BDO,
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri



**DMMU, Siliguri & DRDC, SMP**
Haren Mukherjee Road, Hakim Para, Siliguri-734001

NIeT No.- 21/DRDC/SMP/2025 dt. 25/06/2025

On behalf of DMMU, Siliguri & DRDC, SMP, e-tender is invited by ADMD, DMMU & PD, DRDC, SMP from renowned Printing Press for printing of SHG Documents under NRLM.

Start date of submission of bid: 27.06.2025 from 11:30 a.m. (server clock)

Last date of submission of bid: 10.07.2025 up to 03:00 p.m. (server clock)

All other details will be available from Notice Board of DMMU, Siliguri & DRDC, SMP Intending tenderers may visit the website, namely - http://wbtenders.gov.in for further details.

Sd/-
ADMD, DMMU
& PD, DRDC, SMP



**৪৮ ফাইবার আর্মার্ড অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল**

ই-প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং. ০৭/২০২৫ তারিখঃ ২৪-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ০৪২৫৫০৯২। ক্রমিক সংখ্যা. ১। বিবরণঃ আরডিএসও/এসপিএন/টিসি/১১০/২০২০ (আরইভি.০) অথবা অনন্তিম অনুসারে ৪৮ ফাইবার আর্মার্ড অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল। টেন্ডারের পরিমাণঃ ১৩২ কিলোমিটার। টেন্ডার জমা হবে ১৭-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫.৩০ ঘণ্টায়।

নোটঃ টেন্ডার নোটিস এবং টেন্ডার প্র-পত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেন্ডারকর্তাগণ (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারবেন। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণ যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চায়, যদি উনারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে পঞ্জীয়নভুক্ত হয়, তাহলে উনারা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিক্যালি গুনাদের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা আইআরইপিএসে পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ভারত সরকারের আইটি অ্যাক্ট ২০০০ এর অধীনে অনুমোদিত এজেন্সী থেকে ক্লাস-III ডিজিট্যাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্যে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।

পিসিএসএসএস/সিওএন/মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"



**e-TENDER NOTICE**
Matiali Panchayat Samiti
Matiali :: Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. WB BLOCK/02/EO/MATIALI/2025-26. Last date of online bid submission : 03-07-2025 upto 16:00 hours.
For further details following site may be visited http://wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Officer
Matiali Panchayat Samity



রেলওয়ে বিজ্ঞপ্তি
**কেন্দ্রীয় চিকিৎসালয়, মালিগাঁওয়ে সাম্মানিক পরিদর্শন বিশেষজ্ঞের তালিকাভুক্ত**

নংঃ এইচ/২০৭/৬(বি)/ভিওএল III/২০২৩ তারিখ ১৬-০৬-২০২৫

নিম্নস্বাক্ষরকারীর থেকে (১) অপথালমোলজি (স্পেশালিটি), (২) রেডিওলজি (স্পেশালিটি), (৩) ইউরোলজি (সুপার স্পেশালিটি), (৪) মেডিকেল অনকোলজি (সুপার স্পেশালিটি) প্রত্যেকটি বিশেষজ্ঞের জন্য অবৈতনিক পরিদর্শন বিশেষজ্ঞ (এইচভিএস) নিয়োগের জন্য আবেদনের আহ্বান জানানো হচ্ছে।

নিয়ম ও শর্তাবলিঃ-

১। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাঃ- (ক) সুপার-স্পেশালিস্ট- ন্যূনতম যোগ্যতা পোস্ট ডক্টরাল কোয়ালিফিকেশন, ডিএম/ এমসিএইচ অথবা সমপর্যায়ের হতে হবে। (খ) স্পেশালিস্ট-পোস্ট- স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। স্নাতকোত্তর ডিগ্রির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের পেশাগত কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত ন্যূনতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ২। বয়সঃ- প্রথম নিয়োগের সময় ৩০ বছর থেকে ৬৪ বছর বয়স হলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। নিয়োগ অব্যাহত থাকলে সর্বোচ্চ বয়সের সীমা হবে ৬৫ বছর। ৩। পরিশোধ করার জন্য পারিশ্রমিকের বর্তমান হারঃ-

| ঘণ্টা | স্পেশালিস্ট (টাকা) | সুপার স্পেশালিস্ট (টাকা) |
|---|---|---|
| সপ্তাহে ৬ দিনের জন্য ২/৪ ঘণ্টা | ৫২,০০০/- প্রতিমাস<br>৭৮,০০০/- প্রতিমাস | ৬৪,০০০/- প্রতিমাস<br>৯৬,০০০/- প্রতিমাস |
| সপ্তাহে ৪ দিনের জন্য ২/৪ ঘণ্টা | ৩২,০০০/- প্রতিমাস<br>৪৮,০০০/- প্রতিমাস | ৪০,০০০/- প্রতিমাস<br>৬০,০০০/- প্রতিমাস |
| সপ্তাহে ২ দিনের জন্য ২/৪ ঘণ্টা | ১৬,০০০/- প্রতিমাস<br>২৪,০০০/- প্রতিমাস | ২০,০০০/- প্রতিমাস<br>৩০,০০০/- প্রতিমাস |

৪। রেলওয়ে বোর্ডের এল/নং. ২০১৪/এইচ-১/১২/৮/এইচভিএস/পলিসি তারিখঃ ১৯-০৬-২০১৮ অনুযায়ী বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলি চিকিৎসা সঞ্চালক, কেন্দ্রীয় চিকিৎসালয়, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও, গুয়াহাটি-৭৮১০১১-এর কার্যালয়ে পাওয়া যাবে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের www.nfr.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইটেও বিশদ নথি পাওয়া যাবে।
৫। যোগাযোগের ঠিকানা- চিকিৎসা সঞ্চালক, কেন্দ্রীয় চিকিৎসালয়, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও, গুয়াহাটি-৭৮১০১১।
৬। আবেদন প্রাপ্তির অন্তিম তারিখঃ ১৬-০৭-২০২৫, দুপুর ০১-০০ টা।

চিকিৎসা সঞ্চালক/কেন্দ্রীয় চিকিৎসালয়, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়



**রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধার বৃদ্ধি**

টেন্ডার নোটিস নং. ডিএলএস এমএলডিটি এনএফআর০৩২০২৫-২০২৬ তারিখঃ ২৩-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ বৈদ্যুতিক রেল ইঞ্জিনসমূহ রাখার জন্যে মালদা ডিজেল শেডে রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধি। টেন্ডার রাশিঃ ১৯,৩৯,২৮৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩৮,৮০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২২-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.nfr.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিএমইডি/মালদা টাউন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"


## হারানো/প্রাপ্তি

গত কয়েক মাস আগে আমার সিবিএসই বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ডটি হারিয়ে গেছে। যদি কেউ তা পেয়ে থাকেন তবে নীচের ঠিকানায় দেওয়ার অনুরোধ করছি। নিকিতা বর্মন, পিতা হরেন্দ্র বর্মন, জোড়াইমোড়, বালাকুঠি, বক্সিরহাট, কোচবিহার। ফোন : 8101502787.(S/A)

## অভিনেতা/অভিনেত্রী

এই প্রথমবার সিনেমার পর্দায় আসতে চলেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাহিনী "দেনা-পাওনা" অবলম্বনে "অবশেষে দেনা-পাওনা"। আগ্রহী সকল বয়সের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যোগাযোগ করুন। ফোন - 9735782382/8942899699. (C/116849)

## অ্যাফিডেভিট

আমি শ্রীমতী বেবী পাল স্বামী ঁসুরজিৎ পাল ঘুঘুমালী ওয়ার্ড নং ৩৬ শিলিগুড়ি ২০ জুন ২০২৫ নোটারী পাবলিক অ্যাফিডেভিট দ্বারা জানাচ্ছি আমার শ্বশুর ঁধীরেন্দ্র নাথ পাল ও শাশুরি ঁশঙ্করী পাল-এর বর্তমান লিগ্যাল হেয়ার হল- শ্রীমতী বেবী পাল (পুত্রবধূ), কুমারী সুচরিতা পাল (নাতনি) পুলক পাল (পুত্র)। (C/117223)

## কিডনি চাই

মুমূর্ষু রোগীর জন্য O+ কিডনি দাতা প্রয়োজন। যোগাযোগ নম্বর : 8972377039.

●

মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচাতে O+ কিডনিদাতা চাই। 25-40 বছরের মধ্যে বয়স হলে সঠিক পরিচয়পত্র ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। (M) 9905596811. (C/117222)


**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**E-TENDER NOTICE**

The Deputy Director of Agriculture (Admn), Malda has invited e-Tender Notice vide Notice Nos. AGRI/MLD/e-NIT-14/2025-26 dt. 26.06.2025 (2nd Call) Tender Id - 2025_DOA_870978 for rate contract for procurement of Micro-nutrient/ Bio-Fertilizer. Bid submission date starts from 26.06.2025 18:55 Hours & Bid submission End date 19.07.2025 at 14.00 Hours. Details will be available from the office of the undersigned on any working day between 11a.m. and 4 p.m. or visit e-tender portal https://wbtenders.gov.in. of Govt. of West Bengal.

Sd/- Deputy Director of Agriculture (Admn)
Malda



**পূর্ব রেলওয়ে**

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ৭৬, ৭৭ অ্যান্ড ৭৯, তারিখ ঃ ২৫.০৬.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পো.অ.ঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ ক্র.নং-১। টেন্ডার নম্বর ঃ ৭৬-এমএলডিটি-২৫-২৬। অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/I/পূর্ব রেলওয়ে, মালদার অধিক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, মালদার অধীনে এসএসই/পিডব্লুআই/মালদার শাখায় মালদা টাউন-নিউ ফারাক্কা (এক্স) (আপ ও ডাউন/এলকেএম-২৯৫/০-২৬১/০)-এ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ রেল-স্লিপার-স্যুইচ-এসইজে-ফিটিংস-এর ক্যাজুয়াল রিন্যুয়াল, ট্র্যাক-এর টাম্পিং, ডিপ স্ক্রিনিং, ট্র্যাক মেশিন অ্যাসিস্টিং ইত্যাদি জাতীয় বিভিন্ন ধরনের ট্র্যাক কার্যকলাপের জন্য ওপেন লাইন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যমান ঃ ১,০৫,১০,৮০৫.৩০ টাকা [illegible]। ক্র.নং-২। টেন্ডার নম্বর ঃ ৭৭-এমএলডিটি-২৫-২৬। অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/I/পূর্ব রেলওয়ে, মালদার অধিক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, নিউ ফারাক্কার অধীনে এসএসই/পিডব্লুআই/বারহারোয়ার শাখায় বনিডাঙ্গা লিঙ্ক কেবিন-বারহারোয়া-কর্ণপুরহাট ডাবল লাইন (আপ ও ডাউন/এলকেএম-১৭২/২০০-২১৫/২০০) এবং তিনপাহাড়-রাজমহল (০/০-১১/৫৭৬) সিঙ্গল লাইন শাখায় অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ রেল-স্লিপার-স্যুইচ-এসইজে-ফিটিংস-এর ক্যাজুয়াল রিন্যুয়াল, ট্র্যাক-এর টাম্পিং, ডিপ স্ক্রিনিং, ট্র্যাক মেশিন অ্যাসিস্টিং ইত্যাদি জাতীয় বিভিন্ন ধরনের ট্র্যাক কার্যকলাপের জন্য ওপেন লাইন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যমান ঃ ১,৮২,৩০০ টাকা। ক্র.নং-৩। টেন্ডার নম্বর ঃ ৭৯-এমএলডিটি-২৫-২৬। অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/I/মালদার অধিক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, মালদার শাখায় অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ ইলেকট্রিক সাবস্টেশন, ইলেকট্রিক্যাল অ্যাসেম্বলেজের স্থানান্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত সিভিল কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যমান ঃ ১,২৫,৩০০ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১৭.০৭.২০২৫ তারিখে দুপুর ৩.৩০ মিনিট (ক্র.নং. ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য)। ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ডঃ www.ireps.gov.in/ডি আর এম অফিস/মালদা। (MLD-95/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter


## আজ টিভিতে

জগন্নাথ দেবের পবিত্র **রথযাত্রা** সকাল ৮.৩০ মিনিট থেকে সরাসরি দেখুন
**ডিডি ভারতী, ডিডি বাংলা চ্যানেলে**

### সিনেমা

**জলসা মুভিজ** : দুপুর ১২.৩০ জয় শ্রীকৃষ্ণ, বিকেল ৩.৪৫ ম্যাডাম গীতা রানি, সন্ধে ৬.৩০ শ্রীকৃষ্ণ লীলা, রাত ১০.১৫ হারজিৎ

**কালার্স বাংলা সিনেমা** : সকাল ৮.০০ নাগপঞ্চমী, বেলা ১১.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল, বিকেল ৪.০০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, সন্ধে ৭.০০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, রাত ১০.০০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে, ১.০০ রোগা হওয়ার সহজ উপায়

**জি বাংলা সিনেমা** : বেলা ১১.০০ টক্কর, দুপুর ২.০০ বউরানি, বিকেল ৫.০০ পুতুলের প্রতিশোধ, রাত ১২.৩০ আবার বছর কুড়ি পরে

**কালার্স বাংলা** : দুপুর ২.০০ মান সম্মান

**আকাশ আট** : বিকেল ৩.০৫ কামব্যাক

**স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি** : বেলা ১১.৪৫ এক অলবেলা, দুপুর ১.৩০ সিদ্দত, বিকেল ৪.০০ হমরাজ, সন্ধে ৬.৩০ বরফি, রাত ৯.০০ তড়প, ১১.১৫ তুম মিলে

**জি সিনেমা এইচডি** : দুপুর ১.১৫ জওয়ান, বিকেল ৪.৪৮ ভালিমাই, রাত ৮.০০ রথনম, ১১.০৩ ৯০ এমএল

**অ্যান্ড পিকচার্স** : বেলা ১১.০২ কৃশ, দুপুর ২.২৮ রিয়েল টেভর, বিকেল ৫.১০ ১০০, সন্ধে ৭.৩০ ধমাল, রাত ১০.০২ রাবণাসুরা

**দ্য রিয়েল ব্ল্যাক প্যান্থার** রাত ৯.২৯
**ন্যাট জিও ওয়াইল্ড এইচডি**

**শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ** সন্ধে ৭.০০
কালার্স **বাংলা সিনেমা**

জওয়ান দুপুর ১.১৫
**জি সিনেমা এইচডি**

**অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি** : দুপুর ১২.২৫ বঙ্গিস্তান, ২.৪৩ বাওয়াল, বিকেল ৫.০১ ডক্টর জি, সন্ধে ৭.০০ আলিগড়, রাত ৯.০০ মিশন মজনু, ১১.১২ গুডবাই

**রথযাত্রা বিশেষ পর্ব**। দীপা কি সোনাকে রক্ষা করতে পারবে?
**অনুরাগের ছোঁয়া** রাত ৯.৩০ **স্টার জলসা**


**সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা, সম্পাদনের কাজ**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ডিভিশনাল/ইলেক/এমএলডিটি-১২-২০২৫-২৬। তারিখ: ২৪-০৬-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; কাজের নাম: মালদা ডিজেল শেডে ... ওয়ার্কশপে আধার সক্ষম বায়োমেট্রিক অ্যাটেনডেন্স ব্যবস্থার সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা, সম্পাদন এবং ৩ বছরের সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। কাজের অনুমানিক খরচ: ১২,০৮,৯৮৮/- টাকা; বায়না মূল্য: ২৪,২০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়: ১৬-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায় এবং খোলা হবে ১৬-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ১৬-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই, মালদা
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়



**কাটিহার মণ্ডলে নির্মাণ কাজ**

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইঞ্জিনিয়ারিং/৫২ অফ ২০২৫ তারিখ ২৩-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: কাটিহার-কাটিহার- ১৪০ টি কেন্দ্রের জন্যে ৫৫ মিটার দৈর্ঘ্যের কভার্ড শেড এবং সেবা ভবনের নির্মাণ ও অন্যান্য সংযুক্ত কাজ। টেন্ডার রাশি: ২,৩৩,৮১,৪২২.২১/- টাকা। বায়না রাশি: ২,৬৬,৯০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: কাটিহার-তেজনারায়ণপুর-আবাইয়াই নং. কেবি-৭, ১৩/৭-৮ কিলোমিটারে বক্সার শেড, গার্ড ওয়াল, সাপেস্ট ব্যবস্থা করা সহিতে সমীপবর্তী পথের উভয় দিকের মেরামত। টেন্ডার রাশি: ২,১৯,২৪,১৩৩.৬৪/- টাকা। বায়না রাশি: ২,১৯,৬০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: কাটিহার মণ্ডলের আলিগঞ্জ, ওল্ড মালদা, বুনিয়াদপুর, গঙ্গারামপুর স্টেশনের ফ্ল্যাটফর্ম হাইট উঁচিকরণ। টেন্ডার রাশি: ৬,৪৪,১৩,৭২৮.১৯/- টাকা। বায়না রাশি: ৪,৭২,১০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. ৪। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ডিজেল লোকো শেড, মালদা টাউনে বৈদ্যুতিক রেল ইঞ্জিনসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধা বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব। টেন্ডার রাশি: ৩,৩৩,৮৪,১২৮.১৯/- টাকা। বায়না রাশি: ৩,৩১,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২২-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ২২-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ২২-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"



**কাটিহার ডিভিশনে স্টেশন টিকেট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ)**

বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ সি/৪/১/এমআইএসসি/কেআইআর/এসটিবিএ/টেন্ডার/এনএসজি-৬/২৫।
তারিখ ঃ ২৫-০৬-২০২৫;

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে কাটিহার ডিভিশনে তিন বছরের জন্য সুধানি, একলাখি, সালমারি, আররিয়া, তেলতা, সোনাইলি, মনিহারি, রাধিকাপুর, কসবা, তেজনারায়ণপুর, গড়বনাইলি, আদিনা, বিন্নি দেওয়ান গঞ্জ, ওল্ড মালদা, বেলাকোবা, সাহজা হল্ট, মালাহর, কলকি, মিলনগড়, রৌতারা, মনিহা, দালান, আমবাড়ী ফালাকাটা, শিলিগুড়ি টাউন, পাঞ্জীপাড়া, তিন মাইল হাট, রাঙাপানী, রাণীনগর জলপাইগুড়ি, মাগুরজান, চটের হাট, ধুমডাঙ্গী, হাটটোলা, গাইসাল এবং গুঞ্জরিয়া এনএসজি-৬ ক্যাটাগরি স্টেশনের রেলওয়ে স্টেশনগুলোতে স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ) নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

এই আবেদনপত্রের ফর্মাটটি ডাউনলোড করা যেতে পারে অথবা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, কাটিহার এবং এরিয়া ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি -এর অফিস থেকে, প্রতিটি আবেদনপত্রের (অ-ফেরতযোগ্য) মূল্য হিসেবে ডিভিশনাল ক্যাশিয়ার/কাটিহার অথবা নিউ জলপাইগুড়ি, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে -এর কর্তৃক জারি করা শুধুমাত্র ₹ ১,০০০/- (এক হাজার টাকা) মূল্যের রসিদ দাখিলের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যেতে পারে। এছাড়া নির্দিষ্ট স্টেশনের জন্য একজন ব্যক্তি কেবল একটি আবেদনপত্র জমা দিতে পারবেন।

আবেদনপত্র বিক্রির তারিখঃ- ০৭/০৭/২০২৫ তারিখের ১০:৩০ টা এবং ১৯/০৮/২০২৫ তারিখের ১২:০০ টা পর্যন্ত সকল কর্মদিবসে। আবেদনপত্র বাক্সে ফেলা/জমা দেওয়ার তারিখ (মোম দিয়ে সিল করা অবস্থায়):- ০৭/০৭/২০২৫ তারিখের ১০:৩০ টা থেকে ১৯/০৮/২০২৫ তারিখের ১৩:০০ টা পর্যন্ত। আবেদনপত্রের বাক্স খোলা হবে :- শুধুমাত্র কাটিহারে ২০/০৮/২০২৫ তারিখে ১১:৩০ টায় অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ম্যানেজার, কাটিহারের চেম্বারে।

উল্লিখিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/আবেদনপত্র উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.nfr.indianrailways.gov.in/ তেও পাওয়া যাবে এবং অফার জমা দেওয়ার জন্য এটি ডাউনলোড করে নথি/আবেদনপত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রণয় চিত্তে মানুষের সেবায়



**রঙ্গিয়া মণ্ডলে যার্ড উন্নীতকরণের কাজ**

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ২৬-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬ তারিখঃ ২৪-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এই কাজের বিপরীতে প্রজেক্ট অ্যাডভেন্চারের পুনর্নিমাণ (ইন সিটু)- (১) যার্ড উন্নীতকরণঃ পথশ্রু, গোয়ালপাড়া, কৃষ্ণাই, দুধনৈ, আমজঙ্গা, রাংজুলি, ধুপধরা, সিংরা, বকো, বামুনীগাঁও, ছয়গাঁও, মির্জা এবং আজারা। (২) যার্ড উন্নীতকরণ বদরীর্গাঁও, মালবাড়ি, অভয়াপুরী এবং যোগীঘোপা। টেন্ডার রাশিঃ ১,০৯,৬৬,৬৫২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,০৪,৮০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৬-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৬-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"


## সোনা ও রুপোর দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৯৭৪০০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৯৭৮৫০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৯৩০০০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ১০৭০৫০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ১০৭১৫০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর


CINEMA
**সিনেমা**

Now showing at
**BISWADEEP**
**KANNAPPA**
*ing : Akshay Kumar & Others
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M.

Now showing at
**রবীন্দ্র মঞ্চ**
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
**MAA**
(Hindi)
*ing: Kajol, Ronit Roy, Indranil Sengupta
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M.
AC with Dolby Digital

**PREMISES REQUIRE**

| Sr. No | Works | The deadline for submission of tender | Contact Number for bidders |
|---|---|---|---|
| 01. | Searching of alternate permises of 07 branches named Haldibari, Birpara, Mekliganj, Madarihat, Jateshwar, Jaigaon, Kathalbari | 11.07.2025 | 9304906885 (Mr. Santosh Kumar) 6289216801(Mr. Aranya Biswas) |

The said information is also available in our bank's website http://www.centralbankofindia.co.in/en/active-tender.
The final date for submission will be fixed on 11.07.2025 upto 5:00 P.M. at through our website. http://www.centralbankofindia.co.in/en/active-tender and

Sd/-
(Ashok Kumar) Chief Manager (BSD)
Central Bank of India
Regional Office Coochbeher



**APPOINTMENT ON AD HOC CONTRACT BASIS, EARLY INTERVENTION CENTRE 158 BASE HOSPITAL, BENGDUBI MILITARY STATION**

Walk-in-Interview will be held for the following posts at 158 Base Hospital, Bengdubi Station on Date and Time as mentioned against each post :-

1. Interview will be held at Dhanwantri Hall, 158 Base Hospital, Bengdubi Military Station.

| Sl. no. | Name of Post | No. of Posts | Qualifications | Proposed remuneration per month | Date and time of interview |
|---|---|---|---|---|---|
| (a) | Ocupational Therapist cum physiotherapist | 01 | Bechelor's Degree in Occupational Therapy/ physiotherapy from recognised University. | Rs. 30,000/- pm | 07 Jul 25 At 1000 hrs |

2. Applicants must bring their original educational certificates, applicants for posts a should preferably be registered with RCI (Rehabilitation Council of India Equivalent). Experience in dealing with children with special needs will be given due weightage.

Commandant
158 Base Hospital

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

**হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন**
**৯০৬৪৮৪৯০৯৬**
**এই নম্বরে**

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
**উত্তরবঙ্গ সংবাদ**


## আজকের দিনটি

**শ্রীদেবাচার্য্য**
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

**মেষ** : ব্যবসার কারণে দূরস্থানে যেতে হতে পারে। বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তিলাভ। **বৃষ** : মায়ের পরামর্শে সংসারের কোনও সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। গবেষক ও চিকিৎসকের জন্য শুভ। **মিথুন** : দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় চাকরিক্ষেত্রে উন্নতি। ক্রীড়াজগতের ব্যক্তিরা নতুন সুযোগ পাবেন। **কর্কট** : সন্তানের কৃতিত্বে গর্ববোধ। বাবার সঙ্গে সামান্য ব্যাপারে মতানৈক্য। **সিংহ** : অন্যায়কারীকে সমর্থন করে সমস্যায়। প্রিয় কোনও ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। **কন্যা** : কর্মক্ষেত্রের কারণে আইনি পরামর্শ গ্রহণ করতে হতে পারে। অযথা কথা বলে সমস্যায়। শিক্ষার্থীরা সফল হবে। **তুলা** : পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের মীমাংসা হতে পারে। শত্রুরা পরাজিত হবে। সংক্রমণে ভোগান্তি। **বৃশ্চিক** : সঞ্চয়ের উপযোগিতা বুঝতে পারবেন। দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। কন্যার বিবাহ স্থির হতে পারে। **ধনু** : জনকল্যাণে অংশগ্রহণ করে আনন্দলাভ। কোনও নতুন কাজের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। **মকর** : কর্মসূত্রে দূরে যাত্রা। সংসারে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দলাভ। সাহিত্যিকদের শুভ দিন। **কুম্ভ** : হঠাৎ কোনও নতুন কাজে যোগ দিতে পারেন। একাধিক সূত্রে আয় হতে পারে। **মীন** : বিদ্যার্থীরা উচ্চশিক্ষায় সুযোগ পাবেন। ব্যবসায় মন্দাভাব থাকবে। নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকুন।

## দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১২ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ৬ আষাঢ়, ২৭ জুন ২০২৫, ১২ আহার, সংবৎ ২ আষাঢ় সুদি, ১ মহরম। সূঃ উঃ ৪।৫৭, অঃ ৬।২৪। শুক্রবার, দ্বিতীয়া দিবা ১।২০। পুনর্বসুনক্ষত্র দিবা ৯।৪৫। ব্যাঘাতযোগ রাত্রি ১২।২৪। কৌলবকরণ দিবা ১।২০ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৭।৫১ গতে গরকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ৯।৪৫ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, দিবা ৯।৪৫ গতে একপাদদোষ, দিবা ১।২০ গতে দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ১।২০ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ৮।১৯ গতে ১১।৪০ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।২ গতে ১০।২১ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১।২০ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ১২।২৪ গতে পুনঃ যাত্রা নাই, শেষরাত্রি ৪।০ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ মাত্র পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- পঞ্চামৃত সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ মুখ্যান্নপ্রাশন নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবহ বীজবপন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১১।৪০ গতে বিপণ্যারম্ভ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট এবং তৃতীয়ার সপিণ্ডন। দিবা ১।২০ মধ্যে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৬ গতে ৬।৪৯ মধ্যে ও ৯।২৯ গতে ১০।২২ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ১২।৯ গতে ২।৪৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৩০ মধ্যে ও ১২।৪৬ গতে ২।৫৫ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৪।৫৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

শুভ রথযাত্রায়
অঞ্জলি জুয়েলার্স
25 জুন থেকে 5 জুলাই, 2025
গ্রহরত্নে 10%** ছাড়!
রুপোর গয়নায় ফ্ল্যাট 10% ছাড়!
কস্টিউম গয়নায় 20%* ছাড়!
গ্রাম প্রতি সোনার গয়নায় ₹300 + ₹75* ছাড়! মজুরিতে
হিরের গয়নায় 50%# পর্যন্ত ছাড়! মজুরিতে
লাকি ড্রয়ে জিতে পুরী ও মায়াপুরে ছুটি কাটান প্রভুর চরণে
*শর্তাবলী প্রযোজ্য । **হিরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় । #৫০,০০০ টাকা মূল্যের একটি হিরের গয়না কেনার উপর প্রযোজ্য
Gifty Gift Voucher
উপহার দেওয়ার সেরা ও সহজ মাধ্যম
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
অঞ্জলি জুয়েলার্স অ্যাপ ইনস্টল করুন ও সহজেই অনলাইনে কেনাকাটা করুন
QR কোড স্ক্যান করে Website থেকে গয়না কিনুন
অঞ্জলি জুয়েলার্স
সবার জন্য
আমাদের সব শোরুমই নিজস্ব। কোনও ফ্রাঞ্চাইজি আউটলেট নেই!
UP TO ₹2,500 EXTRA CASHBACK#
SBI card
#Min. Trxn.: ₹30,000; Max. Cashback: ₹2,500 per card account; Validity: 25 Jun - 01 Jul 2025. T&C Apply.
নতুন ঠিকানা: বহরমপুর - ১৩১, নেতাজি রোড, খাগড়া, রাধার ঘাট, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ - ৭৪২১০৩ (বি. টি. কলেজের নিকটে), ফোন:৭৫৯৬০ ৩২৩১৫
নতুন শোরুম (৩০তম নিজস্ব শাখা): তমলুক - পদুমবসান, ওয়ার্ড ০১১, মেচেদা-হলদিয়া রাজ্য সড়ক, (পদুমবসান বাসস্ট্যান্ড এর নিকটে), পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৬৩৬, ফোন: ৬২৯২৩ ৩৪২৭২
গোলপার্ক - ০৩৩ ২৪৬০ ০৫৮১/২৪৪০ ৮৬৩৬ শোভাবাজার - ৮৩৩৭০ ৩৭৬৭৭, ৭৮৯০০ ১৭৭৬৫ সল্টলেক বি ই - ০৩৩ ২৩২১ ২৭৮৬/২০৫৭ সল্টলেক এইচ এ - ০৩৩ ২৩২১ ৮৩১০/১১ বেহালা - ০৩৩ ২৪৪৫ ৫৭৮৪/৮৫ হাওড়া পঞ্চাননতলা - ০৩৩ ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১ বারাসাত ডাকবাংলো মোড় - ০৩৩ ২৫৮৪ ৭১৩৯/৪২ শিলিগুড়ি আশ্রম পাড়া - ৯৮৩৬০ ০১০১৮, ৯৮৩৬৪ ৩৫৩৫৪ বৌবাজার - ০৩৩ ২২৬৪ ১১৯৫ গড়িয়া - ০৩৩ ২৪৩০ ০৪৩৮ হালিশহর কাঁচরাপাড়া বাগ মোড় - ৬২৯২২ ৬৪৮০৫ চুঁচুড়া খড়ুয়া বাজার ঘড়ির মোড় - ০৩৩ ২৬৮০ ০৬০৪ বড়িশা (শীলপাড়া) - ০৩৩ ২৪৯৬ ১০২৯/৩৩ বর্ধমান - ০৩৪২ ২৬৬৫৫৫৬, ৯০৮৩৪ ৭২৮৪২ হাবড়া - ০৩২১৬ ২৩৮ ৬২৪/২৬ সোদপুর - ০৩৩ ২৫৬৫ ৫৩৫৩/৫৪, ৭৫৯৬০ ৩২৩২০ শ্রীরামপুর - ০৩৩ ২৬৫২ ০৩৬০, ৯৮৩০৩ ৫৭৪৫০ মালদা - ০৩৫১২ ২২১১০৮, ৬২৯২২ ৬৮৬৫৫ দুর্গাপুর - ৮০১৭০ ১২২৮৬/৮৭ তেঘরিয়া (বাগুইআটি) - ৬২৯২২ ১০২০৮ মেদিনীপুর (পশ্চিম) - ০৩২২২ ২৬৫৩৩৪/২৬৪৭৩৪ কৃষ্ণনগর - ৯৮৩০৬ ১১৯৯৭, ৯০৭৩৯ ৩৪৩৬৪ কাঁথি - ০৩২২০ ২৫৮০০১, ০৩২২০ ২৫৮০০২ আসানসোল - ৬২৯২২ ৯৭৫১১ আরামবাগ - ৬২৯২২ ৬৪৮৪৪ কাটোয়া - ৬২৯২৩ ৩৪২৭৩ শিয়ালদহ স্টেশন - ৬২৯২২ ৬৮৬৫৪ নয়াদিল্লি - ৯৩১১২ ৩০৬৭১ এছাড়া আমাদের আর কোনও শাখা নেই।
গয়না কিনুন অনলাইনে, www.anjalijewellers.in - এ | anjalijewellerskolkata anjalijewellersbharat anjalijewellers@anjalijewellers | আমাদের ফলো করুন:
Page29/AJ/0625

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

নৈসর্গিক।। ভুটানঘাটের ছবিটি তুলেছেন আলিপুরদুয়ারের অনুপম চৌধুরী।

## ব্লক নেতাদের বার্তা তৃণমূলের জেলা সভাপতির
# নিষ্ক্রিয়দের সরানোর ইঙ্গিত

**গৌরহরি দাস**

**কোচবিহার, ২৬ জুন :** আসন্ন বিধানসভা ভোটের কথা মাথায় রেখে ফের ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে নেতৃত্বের পরিবর্তন আনতে চাইছে তৃণমূল। বৃহস্পতিবার তৃণমূলের যুব, শ্রমিক ও মূল সংগঠনের ব্লক সভাপতিদের নিয়ে বৈঠক করে শাসকদল। সেখান থেকে বার্তা দেওয়া হয়েছে, যাঁরা দলে নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে কোনও কাজই করছেন না কিংবা যাঁদের কাজকর্ম দল ঠিক বলে মনে করছে না তাঁদের সরিয়ে এবার অন্যদের দায়িত্ব দেওয়া হবে। এই ঘোষণার পরেই ব্লক ও অঞ্চল নেতৃত্ব থেকে কাদের সরানো হবে তা নিয়ে জেলায় তৃণমূলের অন্দরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এনিয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, 'দলে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়া দুই-একজন নেতাকে সরানো হবে। তবে তাঁরা জেলা কমিটিতে থাকবেন।'

বৃহস্পতিবার কোচবিহারে তৃণমূলের জেলা কার্যালয়ে ব্লক স্তরের নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠক করে জেলা নেতৃত্ব। বৈঠকে ব্লকের নেতাদের পাশাপাশি জেলা সভাপতি

কোচবিহার তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কার্যালয়ে বৈঠক। ছবি : জয়দেব দাস।

সহ তৃণমূল মহিলা সংগঠনের জেলা সভানেত্রী শুচিস্মিতা দেবশর্মা, শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি রাজেন্দ্রকুমার বৈদ, তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জেলা সভাপতি স্বপন বর্মন, সহ সভাপতি সায়নদীপ গোস্বামী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে দল ব্লক স্তরের নেতৃত্বের কাছ থেকে কী চায়, কীভাবে নিজেদের এলাকায় নির্বাচনের কাজ এখন থেকেই শুরু করতে হবে সেসব নিয়ে কথা বলেছেন অভিজিৎ। একইসঙ্গে পদে থেকেও যাঁরা দলের স্বার্থে সঠিকভাবে কাজ করছেন না, মিটিং-মিছিলে উপস্থিত থাকছেন না তাঁদের দল যে চিহ্নিত করছে তাও স্পষ্ট করেন তিনি। এক্ষেত্রে ব্লক সভাপতিরাই যে প্রাথমিক টার্গেট সেই ইঙ্গিতও মিলেছে।

ইতিমধ্যেই দলের শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি পরিমল বর্মন ও যুব সভাপতি কমলেশ অধিকারীকে তাঁদের পদ থেকে সরানো হয়েছে। সে নিয়ে দলের অন্দরে এখন জোর গুঞ্জন। রাজনৈতিক মহলের মতে, পরিমল রবীন্দ্রনাথ ঘোষের এবং কমলেশ পার্থপ্রতিম রায়ের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। আর এঁদের দুজনের সঙ্গেই হিপ্পির সম্পর্ক তেমন ভালো ছিল না। পরিমলের বিভিন্ন কাজকর্ম নিয়েও একাধিকবার বিরোধ বেধেছে। সেটাই ওই দুজনকে পদ থেকে সরানোর মূল কারণ বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। এরপর সংগঠনে কোন কোন নিষ্ক্রিয় ব্লক সভাপতিকে সরানোর জন্য চিহ্নিত করা হচ্ছে তা নিয়ে চর্চা তুঙ্গে পৌঁছোবে।

অপরদিকে, শাখা সংগঠনগুলির পাশাপাশি দলের মূল সংগঠনেও কোচবিহার-২ ব্লকের সভাপতি সজল সরকারের সঙ্গে হিপ্পির সম্পর্ক আদায়-কাঁচকলায়। ব্লকের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে জেলা সভাপতির সঙ্গে একাধিকবার তাঁর বিরোধ দেখা গিয়েছে। দলীয় কাজে দেখা যায় না বলে অভিযোগ রয়েছে। ফলে ব্লক স্তরের যে দুই-একজন নেতাকে সরানোর ইঙ্গিত এদিন হিপ্পি দিয়েছেন, তার মধ্যে সজল রয়েছেন কি না সেটাই প্রশ্নই উঠছে জেলার রাজনীতিতে। অন্যদিকে যে সমস্ত এলাকায় আগে বিরোধীরা শক্তিশালী ছিল, সেইসব জায়গায় তৃণমূল বর্তমানে লাগাতার মিটিং, মিছিল শুরু করেছে। পাশাপাশি প্রতিটি বিধানসভা এলাকাতেও বাইক মিছিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শাসক শিবির। ফলে নির্বাচনের প্রায় দশ মাস আগে থেকে যে তৃণমূল কোমর বাঁধছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

**জোর জল্পনা**

- বৃহস্পতিবার কোচবিহারে তৃণমূলের জেলা কার্যালয়ে ব্লক স্তরের নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠক করে জেলা নেতৃত্ব
- যাঁরা দলে দীর্ঘদিন ধরে কোনও কাজ করছেন না কিংবা যাঁদের কাজকর্ম দল ঠিক বলে মনে করছে না তাঁদের সরিয়ে দেওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে
- এক্ষেত্রে ব্লক সভাপতিরাই যে প্রাথমিক টার্গেট সেই ইঙ্গিতও মিলেছে
- ইতিমধ্যেই দলের শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি পরিমল বর্মন ও যুব সভাপতি কমলেশ অধিকারীকে তাঁদের পদ থেকে সরানো হয়েছে

## টুকরো খবর

### প্রতিষ্ঠা দিবস

**জামালদহ, ২৬ জুন :** মেখলিগঞ্জ ব্লকের জামালদহে বৃহস্পতিবার যুব সংগঠন অল ইন্ডিয়া ডিওয়াইও'র ৬০তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। পাশাপাশি যোগ্য শিক্ষকদের অবিলম্বে কাজে ফেরানো, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের সমস্ত শূন্যপদে দ্রুত নিয়োগ, রাজ্যে মদ নিষিদ্ধ করা এবং দ্রুত এসএসসি পরীক্ষা নেওয়ার দাবিতে একটি মিছিল বাজার পরিক্রমা করে।

### মনোজের খোঁজ

**কোচবিহার, ২৬ জুন :** কোচবিহার-১ ব্লকের খারিজা ফুলেশ্বরী গ্রামে তৃণমূল নেতা মনোজ মোদকের বাড়িতে বোমাবাজির ঘটনায় এলাকায় গেলেন দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। বৃহস্পতিবার তিনি আক্রান্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। অভিজিৎ বলেছেন, 'দল কোনও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় না। এখানে দলের কেউ যুক্ত থাকলে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে।'

### ক্লাস সাসপেন্ড

**নিশিগঞ্জ, ২৬ জুন :** স্কুল ক্যাম্পাসে দুই পড়ুয়ার মদ্যপানের ঘটনায় বৃহস্পতিবার পরিচালন সমিতির বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। নিশিগঞ্জ নিশিময়ী উচ্চবিদ্যালয়ের অভিযুক্ত দুই পড়ুয়াকে আগামী দুই মাসের জন্য ক্লাস থেকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত ২০ জুন স্কুলের মিড-ডে মিল খাওয়ার টেবিলে বসে ঠান্ডা পানীয়ের বোতলে ভরে মদ্যপানের অভিযোগ ওঠে দুই পড়ুয়ার বিরুদ্ধে।

### প্রশিক্ষণ

**ফেশ্যাবাড়ি, ২৬ জুন :** গোট ব্যাংক প্রকল্পে মহিলাদের স্বনির্ভর করে তুলতে একটি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল। বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ভোগমারায় গ্রামের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ব্লক প্রাণীসম্পদ বিকাশ আধিকারিক এসকে বিশ্বাস, ওরিয়েন্টাল ইনসুরেন্স কোম্পানির প্রবীরকুমার দে, সাতমাইল সতীশ ক্লাবের সম্পাদক অমল রায় প্রমুখ।

### কুমারীপুজো

**পারডুবি, ২৬ জুন :** বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব পারডুবির দোলাপাড়া সংলগ্ন এলাকায় স্থানীয়দের উদ্যোগে নিয়ম মেনে কামাখ্যাদেবীর পুজো ও কুমারীপুজো অনুষ্ঠিত হয়। এবার পুজো ৫৩ বছরে পা দিল। স্থানীয় বাসিন্দা তথা আয়োজকদের তরফে সন্তোষ বর্মন জানান, নিয়ম মেনে অম্বুবাচি শেষের পরের দিন এই পুজো হয়। পাশাপাশি পাঁচজন কুমারীকে নিয়ম মেনে পুজোও করা হয়। অনেকে মানত করে পুজোতে শামিল হন।

### কর্মীসভা

**জামালদহ, ২৬ জুন :** বৃহস্পতিবার বিকেলে রানিরহাটে গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রানিরহাট বন্দরে সন্তানদলের একটি কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হল। কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি ও উত্তরবঙ্গ কমিটির আহ্বায়ক সঞ্জিত দাস জানান, বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের নির্বিকল্প সমাধির উপর আক্রমণ ও তথাকথিত অপারেশন সৎকারের প্রতিবাদে এই কর্মীসভা।

### মেলা স্থগিত

**নিশিগঞ্জ, ২৬ জুন :** এবার হচ্ছে না ৭৫ বছরের পুরোনো নিশিগঞ্জের রথের মেলা। শুক্রবার হাটবার পড়ায় নতুন বাজার প্রাঙ্গণে মেলা বসবে না। উলটোরথের দিন একদিনের মেলা হবে। কোচবিহারের রাজ ঐতিহ্য অনুসরণ করে নিশিগঞ্জে মদনমোহন দেবের রথযাত্রা ও মেলায় প্রতিবারই প্রচুর ভিড় হয়।

# বন্ধ বাড়িতে মহিলার কঙ্কাল
## নিখোঁজ স্বামী, রহস্য

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ২৬ জুন :** শিলিগুড়িতে ফের হাড়হিম কাণ্ড। বন্ধ বাড়িতে মিলল মহিলার কঙ্কাল। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, কঙ্কালটি বাড়ির মালকিন পাসাং ডোমা শেরপার (৫৭)। তবে তা নিশ্চিত হতে কঙ্কালটি ডিএনএ পরীক্ষার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার দেবীডাঙ্গার হিমকোর্স ভবন এলাকার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। কঙ্কালটি কতদিন ধরে বাড়িতে পড়ে রয়েছে, সেটাও নিশ্চিত নয়। বাড়িটিতে পাসাংয়ের পাশাপাশি থাকতেন তাঁর দ্বিতীয় স্বামী ধনঞ্জয়কুমার ভগৎ। বাড়িটিও এখন তাঁর নামে। রহস্য বেড়েছে, ধনঞ্জয়ের হদিস না মেলায়।

প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলছেন, 'আমরা খুনের মামলা রুজু করেই তদন্ত শুরু করেছি। ডিএনএ রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।'

পাসাং নিখোঁজ হয়েছিলেন প্রায় ১০ মাস আগে। সেসময় সিকিমের টেমি থানায় মিসিং ডায়েরিও করেছিলেন প্রথম পক্ষের ছেলে অশোক লিম্বু। কিন্তু তন্নতন্ন করে খুঁজেও হদিস মিলছিল না পাসাংয়ের। পরে অশোক জানতে পারেন, প্রধাননগর থানা এলাকার দেবীডাঙ্গায় পাসাংয়ের একটি বাড়ি রয়েছে। সেই কারণে চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে প্রধাননগর থানাতেও একটি মিসিং ডায়েরি লেখান অশোক। যদিও বাড়ি ঠিক কোনটা, না চেনায় বিপদে পড়তে হয় তাঁকে। শেষমেশ বাড়িটি চিহ্নিত করে বৃহস্পতিবার ম্যাজিস্ট্রেটের ওয়ারেন্ট নিয়ে সিকিম পুলিশের সঙ্গে এখানে আসেন অশোক। প্রধাননগর থানার পুলিশও যৌথভাবে বাড়িটি চিহ্নিত করে।

বাড়িটির সামনে পৌঁছোতেই মেইন গেটে তালা দেখতে পায় পুলিশ। সেই তালা ভেঙে দ্বিতীয় তলায় ওঠার পরই বিছানায় নজরে আসে নরকঙ্কাল। গোটা ঘরটাই লন্ডভন্ড। প্রায় ২৫ বছর ধরে মায়ের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ ছিল না অশোকের। যদিও ওই কঙ্কালের গায়ে জড়ানো পোশাকের ধরন দেখে অশোকের অনুমান, সেটা তাঁর মায়েরই। এদিন হাড়হিম দৃশ্য দেখে নিজেকে ঠিক রাখতে পারছিলেন না অশোক। কাঁদতে কাঁদতেই বারবার বলছিলেন, 'মায়ের মৃত্যুর তদন্ত হোক।'

টেমিতে পাসাংয়ের প্রথমপক্ষের স্বামীর বাড়ি। পরবর্তীতে পাসাংকে বিয়ে করেন ধনঞ্জয়। তাঁদের ১৩ বছরের এক সন্তানও রয়েছে। পাসাং নামচির একটি প্রাথমিক স্কুলে পড়াতেন। স্কুলে যাওয়া বন্ধ করার পাশাপাশি ফোনে তাঁকে না পাওয়া যাওয়ায় অগাস্টের মাঝামাঝিতে প্রথমপক্ষের বাড়িতে চিঠি পাঠায় স্কুল কর্তৃপক্ষ। বারবার চিঠি আসতে থাকায় সন্দেহ হয় অশোকের।

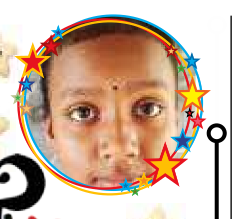

**ছোট্ট তারা**

মেঘনা বর্মন
তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের খাসবস স্পেশাল ক্যাডার প্রাইমারি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী। স্কুলের পড়াশোনা তো আছেই। তার সঙ্গে আবৃত্তি করে এলাকার সকলের নজর কেড়েছে এই খুদে।

### মাদকবিরোধী দিবস পালন

**কোচবিহার ব্যুরো**

**২৬ জুন :** বৃহস্পতিবার কোচবিহার জেলাজুড়ে পুলিশের তরফে মাদকবিরোধী দিবস পালন করা হল। এ নিয়ে রবীন্দ্র ভবনে একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তার আগে কোতোয়ালি ও পুণ্ডিবাড়ি থানার উদ্যোগে পৃথকভাবে সাইকেল র‍্যালি আয়োজিত হয়। তুফানগঞ্জ থানা ও তুফানগঞ্জ কলেজের যৌথ উদ্যোগেও অপর একটি র‍্যালি হয়েছে। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে সাধারণ মানুষকে মাদক নিয়ে সচেতন করেন পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। ঘোকসাডাঙ্গাতেও মাদকবিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে র‍্যালি বের করে পুলিশ। পাশাপাশি থানায় বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। শীতলকুচি থানার তরফে নগর ডাকালিগঞ্জ হাইস্কুলে মাদকের কুফল নিয়ে সচেতনতা শিবির ও অঙ্কন প্রতিযোগিতা করা হয়েছে। আবগারি ও মাথাভাঙ্গা পুলিশের উদ্যোগেও মাথাভাঙ্গা শহরের বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি শিবির আয়োজিত হয়। এদিকে, মাদকবিরোধী দিবসে পুলিশের তরফে মাদক সংক্রান্ত অভিযানের বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। চলতি বছরে জেলায় মাদক আইনে ১৯২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মোট ১২৮টি মামলা করা হয়েছে। এছাড়া ৮৮০০ কেজি গাঁজা, ২ লক্ষ ১০ হাজার ১০৫টি ইয়াবা ট্যাবলেট সহ বহু কিছু বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

### বৃক্ষরোপণ

**ফেশ্যাবাড়ি, ২৬ জুন :** বৃহস্পতিবার কোচবিহার-১ ব্লকের মোয়ামারিতে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালিত হল। একটি গাছ একটি মায়ের জন্য এই স্লোগানকে সামনে রেখে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী ফরিদা পারভিন পড়ুয়া ও মহিলাদের নিয়ে বৃক্ষরোপণ করে এলাকায় সচেতনতার বার্তা দেন।

### রথমেলা

**ঘোকসাডাঙ্গা, ২৬ জুন :** রথযাত্রা উপলক্ষ্যে এবার প্রথম মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের কুশিয়ারবাড়িতে নয়দিনব্যাপী রথমেলা বসতে চলছে। ইতিমধ্যে বিদ্যালয়ের মাঠে নাগরদোলা, ড্রাগন ট্রেন সহ নানা রকমারি দোকান বসতে শুরু করেছে।

# জটিলতায় থমকে রাস্তা তৈরির কাজ

**সায়নদীপ ভট্টাচার্য**

**বক্সিরহাট, ২৬ জুন :** ১০০ মিটার কংক্রিটের রাস্তা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিল বিজেপি পরিচালিত বারকোদালি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত। স্থানীয় ২ জন গ্রামবাসীর বাধায় ওই সরকারি কাজ আটকে রয়েছে। পাকা রাস্তার কাজ না হওয়ায় সামান্য বৃষ্টিতেই যাতায়াতে এই একমাত্র রাস্তা নিয়ে বিপাকে পড়ছেন ২৫টি পরিবারের শতাধিক বাসিন্দা। যদিও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুদর্শন রায়ের দাবি ওই জমিটি খাসজমি। প্রশাসন উদ্যোগ না নিলে আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছেন বাসিন্দারা।

বটতলা এলাকায় ২৫টি পরিবারের যাতায়াতের এই রাস্তা তাঁদের জন্মলগ্ন থেকেই কাঁচা। বৃষ্টিতে রাস্তায় কাদায় সাইকেলের চাকা আটকে যায়। ছোট থেকে বড় কেউ বেহাল রাস্তার কারণে স্কুলমুখী হতে চায় না। এই পরিস্থিতিতে অসুস্থ রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চরম অসুবিধায় পড়তে হয়। সম্প্রতি তাঁদের দাবি মতো ১০০ মিটার কংক্রিটের রাস্তা তৈরির উদ্যোগ নেয় গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ।

জলকাদায় রাস্তা পেরোচ্ছে পড়ুয়ারা। - সংবাদচিত্র

স্থানীয় পরিমল বর্মনের বক্তব্য, 'সরকারিভাবে ওই রাস্তার কাজ শুরু হতেই তাতে বাধা দেন হরিষ বর্মন ও হংস বর্মন নামে দুই ভাই।' সমস্যা মেটাতে সুদর্শন আলোচনায় বসলেও সমস্যা মেটেনি বলে জানিয়েছেন গ্রামের অপর এক বাসিন্দা গোপীনাথ সরকার। হংসরা রাস্তাটি তাঁদের বলে দাবি করে নানানভাবে সমস্যা তৈরি করছেন বলে তাঁর অভিযোগ।

যদিও ওই জায়গাটি তাঁদেরই বলে দাবি করেছেন হংস বর্মনের ছেলে সৌভাগ্য বর্মন। তাঁর দাবি, 'সরকার দেখাক রাস্তাটি আমাদের সম্পত্তি না, সরকারি সম্পত্তি। আমরা নিজেদের সম্পত্তিতে পাকা রাস্তা করতে দেব না।'

সমস্যা সমাধান না হওয়ায় সুদর্শন বিডিওর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কিন্তু প্রশাসনের তরফে কোনওরকম সহযোগিতা পাননি বলে অভিযোগ তুলেছেন সুদর্শন। সুদর্শন অভিযোগ তুলে জানিয়েছেন, তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত হলে এই সমস্যা হত না।

### ট্রাক ওনার্স-এর সাধারণ সভা

**চ্যাংরাবান্ধা, ২৬ জুন :** চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের ভবনে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল। যা কার্যত বিক্ষোভে পরিণত হয়। ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক আবদুল সামাদ বলেন, 'আগে ভুটান থেকে আমাদের ট্রাক মালিকদের ১২ চাকার ট্রাকে পণ্য এনে বাংলাদেশে রপ্তানি করা হত। কিন্তু বর্তমানে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী বাইরের গাড়িতে পণ্য রপ্তানি করছে। ফলে স্থানীয় ট্রাকচালকরা বঞ্চিত হচ্ছেন। বাইরের থেকে আসা ট্রেলারের কাগজপত্র ঠিক নেই বলে আমরা জানতে পেরেছি।' বিষয়টি নিয়ে অবিলম্বে চ্যাংরাবান্ধার সুবিধা পোর্টাল থেকে শুরু করে মেখলিগঞ্জের এসডিও এবং কোচবিহারের জেলা শাসকের দ্বারস্থ হওয়ার কথাও এদিন জানানো হয়েছে।

# শ্রমিক স্বার্থে চার দল একজোট

**চ্যাংরাবান্ধা, ২৬ জুন :** সম্প্রতি দু'দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের অবনতি হওয়ার পর স্থলবন্দরের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে ভারতবর্ষে প্রায় ১৯ রকমের পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করেছে ভারত সরকার। এই কারণেই চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরে ব্যবসা-বাণিজ্যে ভাটা দেখা দিয়েছে। এই স্থলবন্দরের ওপর যাঁরা নির্ভর করেন, সেইসব সাধারণ মানুষের রুজিরোজগার কার্যত বন্ধ। কর্মহীন হয়ে পড়েছেন বহু শ্রমিক। তাঁদের স্বার্থ রক্ষায় কংগ্রেস, ফব, তৃণমূল, সিপিএম সব দলের শ্রমিক সংগঠন একজোট হল। বৃহস্পতিবার চ্যাংরাবান্ধায় আইএনটিইউসি, টিইউসিসি, আইএনটিটিইউসি ও সিটু-এই চারটি শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্ব বৈঠকে বসে।

এদিন সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আইএনটিইউসির রাজ্য সভাপতি মহম্মদ কামারুজ্জামান কামাল সহ অন্য নেতারা, টিইউসিসির পক্ষ থেকে অরবিন্দ রায়, আইএনটিটিইউসির রহিম মহম্মদ, সিটুর তোফিয়ার রহমানের মতো নেতারা।

মহম্মদ কামারুজ্জামান বলেন, 'চ্যাংরাবান্ধার শ্রমিকদের রুজিরোজগার বন্ধ। তাঁরা কী করবেন, বুঝতে পারছেন না। কী করে সংসার চালাবেন তাঁরা? এই অবস্থায় সব শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হবে যাতে পুনরায় চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরের কার্যক্রম আগের মতো ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়।'

সেই সুরে সুর মিলিয়ে টিইউসিসির অরবিন্দ বলেন, 'রাজনীতির রং দেখে নয় শ্রমিকের পেটে ভাতের জন্য আমরা একজোট হয়ে লড়াই করব। ভারত সরকার অবিলম্বে যাতে এ বিষয়ে পদক্ষেপ করে সেটাই দেখা হবে।'

নদীর জল বাড়ায় এভাবেই পার হচ্ছেন বাসিন্দারা। - সংবাদচিত্র

# সুটুঙ্গা পারাপারে চরম ভোগান্তি

**বুল নমদাস**

**নয়ারহাট, ২৬ জুন :** স্থানীয় প্রশাসনের চরম উদাসীনতার খেসারত দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। স্থানীয় মরা সুটুঙ্গা নদী পারাপারের কোনও মাধ্যম না থাকায় বাধ্য হয়ে এক কোমর জল ভেঙে এপার-ওপার করতে হচ্ছে এলাকার মানুষকে। বৃহস্পতিবার এমন ছবিই নজরে পড়ল মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়দোলায়। স্থানীয়দের একাংশের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে নদীর ওপর পাকা সেতু নির্মাণের দাবি উঠছে। কিন্তু দাবিপূরণ দূরের কথা, নদী পারাপারে সাঁকো তৈরিতেও স্থানীয় প্রশাসনের কোনও সদিচ্ছা নেই। বর্তমানে জল ভেঙে যাতায়াত চললেও জলস্তর আরও বেড়ে গেলে ওই পথে যাতায়াত পুরোপুরি বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা করছেন বাসিন্দারা। তবে দ্রুত সাঁকো তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপিকা বর্মন জানিয়েছেন।

বড়দোলা, গাদলেরকুঠি সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার বেশিরভাগ বাসিন্দা ওই পথেই শিকারপুর, প্রেমচাঁদেরহাট, বিডিও অফিস সহ অন্যত্র যাতায়াত করেন। এলাকার পড়ুয়ারাও ওই পথে যাতায়াত করে। শুখা মরশুমে কোনওরকম যাতায়াত চললেও বর্ষায় নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় ভোগান্তি চরমে ওঠে। বাধ্য হয়ে অনেকেই ঘুরপথে যাতায়াত করছেন। কেউ আবার জল ভেঙে নদী পার হচ্ছেন। স্থানীয় বাসিন্দা চন্দন বর্মন বললেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে আগে নদীর ওপর সাঁকো নির্মাণ করা হত। দুই বছর হল সাঁকো নেই। ফলে নদী পারাপারে এলাকার মানুষকে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে।' স্বদেশ বর্মন, দেবারু বর্মনদেরও একই সুর। স্বদেশের বক্তব্য, 'বৃহত্তর স্বার্থেই সাঁকো তৈরি করা প্রশাসনের উচিত।' তবে তৃণমূলের সংশ্লিষ্ট অঞ্চল সভাপতি নিত্যজিৎ বর্মনের প্রতিক্রিয়া, 'গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত সেখানে সাঁকোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

ভোট আসে ভোট যায়। রাজনীতির রং পালটায়। কিন্তু এলাকার মানুষের নদী পারাপারের যন্ত্রণা ঘোচে না বলে অভিযোগ। দীর্ঘদিন ধরে দাবি উঠলেও সেখানে পাকা সেতুর দাবি আজও অধরা। নিদেনপক্ষে সাঁকো তৈরিতেও স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগ না থাকায় এলাকায় ক্রমশ ক্ষোভ বাড়ছে। তৃণমূল নেতা শাহিন আলম বলেন, 'বিশেষ করে পড়ুয়াদের স্বার্থেই দ্রুত সেখানে সাঁকো তৈরি করা উচিত।'

# নতুন কায়দায় মোবাইল অ্যাপে প্রতরণা

**সপ্তর্ষি সরকার**

**ধূপগুড়ি, ২৬ জুন :** নতুন কায়দায় মোবাইল অ্যাপে চিটফান্ডের নয়া ফাঁদ। বিনিয়োগের ওপর দৈনিক রিটার্নের মোটা অঙ্কের টোপ নিয়ে হাজির হয়েছে মোবাইল অ্যাপ নির্ভর পনজি স্কিমের চিটফান্ড। এ যাত্রায় দ্রুত টাকা উপার্জনের টোপের মোড়কে রয়েছে শেয়ার ট্রেডিং। যদিও ওই অ্যাপ থেকে ট্রেডিং করা অসম্ভব। ওপরের মোড়ক আধুনিক হলেও ভেতরের গল্পটা সেই পুরোনো। সেই জয়েনিং, ইনভেস্ট, আরও লোককে একই কায়দায় জয়েন করানো, তাঁদের ইনভেস্ট করানো এবং তার থেকে নিজের ইনকাম এবং টিমের ইনকাম। এক্ষেত্রে নতুন টোপ বলতে একেবারে বিনিয়োগের পরদিন থেকেই হাতেগরম মুনাফা।

মেরেকেটে মাস পাঁচেক হল উত্তরবঙ্গে জাল বিছিয়েছে মোবাইল নির্ভর নতুন এই চিটফান্ডের কারবার। ইতিমধ্যেই এতে জড়িয়ে পড়েছেন সমাজের নানা ক্ষেত্রের নানা পেশার মানুষ। জলপাইগুড়ি জেলায় শিক্ষক থেকে সরকারি কর্মীদের একাংশও অ্যাপ নির্ভর নতুন এই বিনিয়োগ চক্রের মূল পান্ডা হিসেবে কাজ করছেন বলে অভিযোগ। গোটা স্কিম বুঝিয়ে যিনি নতুন লোক দলে যোগ করছেন তিনি পাচ্ছেন সরাসরি নীচের লোকেদের বিনিয়োগের ওপর ১০ শতাংশ কমিশন। তার ওপরের লোকেরা যথাক্রমে ৩ ও ২ শতাংশ হারে কমিশন পাচ্ছেন। এভাবে দলে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যায় লোক জড়ো হয়ে গেলে মিলছে ১০০০ টাকা থেকে ১০০০০০ টাকা পর্যন্ত মাসিক বেতন। এর বাইরে রয়েছে বিশেষ পারফরমেন্স বোনাস। প্রত্যক্ষ এই তিন আয়ের বাইরে সরাসরি বিনিয়োগে আয়ের টোপ রীতিমতো চোখধাঁধানো। এজন্য অ্যাপে রয়েছে হরেক রকমের স্কিম। অনলাইন অ্যাপের মাধ্যমে যেমন সেইসব স্কিমে বিনিয়োগ করা যাচ্ছে তেমনি প্রতিদিনের মুনাফাও ঢুকছে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। এভাবেই প্রতিদিন উত্তরবঙ্গের একেকটি জেলা থেকে লাখ লাখ টাকা বিনিয়োগ হচ্ছে নতুন এই বিনিয়োগ ফাঁদে।

জলপাইগুড়ি জেলার বহু মানুষ এখনও পর্যন্ত এই অ্যাপের ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছেন। লগ্নি করা এক ব্যক্তির কথায়, 'মাসখানেক হল আমি ৬০০০ টাকা লগ্নি করি। রোজ আমার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকে।'

সর্বনিম্ন দু'দিন থেকে সর্বাধিক ৩৬৫ দিনের জন্য দৈনিক নিশ্চিত লাভের বিনিময়ে টাকা লগ্নি করা যাচ্ছে ওই অ্যাপে। একেবারে ন্যূনতম স্কিমে দু'দিনের জন্যে ৩০০ টাকা লগ্নি করলে দৈনিক ৩০ টাকা মুনাফা মিলছে। অ্যাপে বলা "লক আপ পিরিয়ড" শেষে ফেরত মিলছে লগ্নির অঙ্কও। একইভাবে ৫ দিনের জন্য ৯৯০ টাকা লগ্নিতে রোজ মিলছে ৪০ টাকা। একই কায়দায় ৯০ দিনের জন্য ২০ হাজার টাকা লগ্নিতে দৈনিক মিলছে ৬৬০ থেকে ৬৮০ টাকা। ৫০ হাজার টাকা ১২০ দিনের জন্য লগ্নিতে মিলছে দৈনিক ১২০০ টাকা। আবার একই পরিমাণ টাকা ১৫০ দিনের জন্য রাখলে দৈনিক মিলছে ১৭০০ টাকা। ছয় হাজার টাকা ৪০ দিনের জন্য জমা রাখলে দৈনিক মিলছে ১৭৪ টাকা। ১০০০০০ টাকা ১৬০ দিনের জন্য বিনিয়োগে রোজ মিলছে ৩৩০০ টাকা। একইভাবে ওই স্কিমে এক কোটি টাকা ৩৬৫ দিন বা এক বছরের জন্যে বিনিয়োগ করলে রোজ মিলছে এক ১০০০০০ টাকা। সব মিলে যা হিসেব দাঁড়ায় তাতে গড়ে ২৬ থেকে ২৯ দিনে লগ্নি দ্বিগুণ করার টোপ দিয়েই দেদারে টাকা তুলছে ওই অ্যাপ স্কিমের পান্ডারা।

সম্প্রতি এমনই এক বাজারচলতি অ্যাপে টাকা লগ্নির টোপ পাওয়া ধূপগুড়ির এক ব্যবসায়ী বলেন, 'প্রথমে পরিচিত একজন আমার মোবাইল ফোন থেকে আমাকে বিষয়টি দেখায়। কম সময়ে এত মুনাফা দেখে আমিও মৌখিক আগ্রহ দেখাই। পরদিনই দুজন স্কুল শিক্ষক সহ এক টিম আমার বাড়িতে পৌঁছে যায়। তাদের বক্তব্য অনুসারে পুরোটাই নাকি শেয়ার বাজারের খেলা। তাই এত কম সময়ে এত মুনাফা। আমার প্রথম সন্দেহ হয় যখন আইফোন অ্যাপটি খুলতে দিচ্ছিল না।

**লোভের ফাঁদ**

- দৈনিক রিটার্নের মোটা অঙ্কের টোপ নিয়ে হাজির মোবাইল অ্যাপ নির্ভর পনজি স্কিমের চিটফান্ড
- দ্রুত টাকা উপার্জনের টোপের মোড়কে রয়েছে শেয়ার ট্রেডিং
- সরাসরি বিনিয়োগে আয়ের টোপ রীতিমতো চোখধাঁধানো

আলিপুরদুয়ারে সুইমিং পুলের শিলান্যাসে উদয়ন গুহ।

# টেন্ডার না করেই শিলান্যাস

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

**২৬ জুন :** আলিপুরদুয়ারে সুইমিং পুল নিয়ে এত হইচই। বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ সেই সুইমিং পুলের কাজের সূচনা করতে আসবেন বলে আগে থেকেই কত তোড়জোড়। অথচ এদিন সেই কাজের 'শুভ সূচনা' অনুষ্ঠানে জানা গেল, সেই কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়াই এখনও শেষ হয়নি। তার আগেই দিব্যি হয়ে গেল কাজের সূচনা!

এই নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ করার আগেই কীভাবে কোনও কাজের শিলান্যাস হতে পারে সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের ভূমিকা নিয়েও। যদিও জনপ্রতিনিধিরা আশ্বাস দিচ্ছেন, দ্রুত টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ করে সুইমিং পুলের কাজ শুরু করা হবে।

এদিন ওই দপ্তরের পক্ষ থেকেই আলিপুরদুয়ার জেলায় বিভিন্ন কাজের শিলান্যাস ও উদ্বোধন হয়। সেইসঙ্গে জেলার বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে প্রায় ২৫ কোটি টাকার কাজের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করেন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন। এদিন যেসব কাজের উদ্বোধন হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম বড় কাজ আলিপুরদুয়ার শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের এই সুইমিং পুলের শিলান্যাস। মায়া টকিজ মাঠে ওই সুইমিং পুল তৈরি হবে।

সেই মাঠেই এদিন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদয়ন ছাড়াও রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক, বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর সহ তৃণমূলের জেলার প্রায় সব শীর্ষ স্তরের জনপ্রতিনিধিরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু টেন্ডার শেষ না করেই কেন কাজের সূচনা হল? উদয়ন বলেন, 'এখন খালি সূচনা হল। টেন্ডার প্রক্রিয়া চলছে। জুলাই মাসের শেষের দিকে সেটা শেষ হবে। আর অগাস্ট মাস থেকে কাজ শুরু হবে।' মন্ত্রী জানিয়েছেন, সুইমিং পুলের জন্য ৫ কোটি ২১ লক্ষ টাকার একটি টেন্ডার হয়েছিল। তবে শেষের দিকে কিছু টেকনিকাল ত্রুটির জন্য সেই টেন্ডার বাতিল করতে হয়। দ্বিতীয়বার টেন্ডার করার জন্য বাড়তি সময় লাগছে। এদিন আলিপুরদুয়ার শহরের বিধানপল্লি এলাকায় ছয়টি ওয়ার্ডে রাস্তার কাজের শিলান্যাসও করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী।

এদিন আবার শামুকতলা হাটে ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ২২টি হাটশেডের উদ্বোধনও করেন উদয়ন। মন্ত্রী এদিন আলিপুরদুয়ার জেলাজুড়ে তাঁর দপ্তরের ব্যাপক উন্নয়নের কাজের কথা তুলে ধরে জানান, গত তিন বছরে আলিপুরদুয়ার জেলাজুড়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ২৪৫ কোটি টাকা খরচ করেছে তাঁর দপ্তর। কুমারগ্রাম বিধানসভা এলাকায় গত তিন বছরে ৫২ কোটি টাকার উন্নয়নের কাজ হয়েছে। এদিন প্রায়

**সুইমিং পুল নিয়ে বিতর্ক**

আট কোটি টাকা খরচ করে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প নির্মিত কাজের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী। শামুকতলা হাটের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ ছাড়াও খোয়ারডাঙ্গা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে সাইনবোর্ড চৌপথি থেকে সিএনআই চার্চ পর্যন্ত ২.৫ কিমি দীর্ঘ একটি পেভার্স ব্লকের রাস্তা, তুরতুরি ও রায়ডাক গ্রাম পঞ্চায়েত দুটো রাস্তার উদ্বোধন করেন তিনি।

নানা জায়গায় উন্নয়নমূলক কাজের শিডিউল চাইছে সাধারণ মানুষ। কাজে অনিয়মের অভিযোগ উঠছে। এতে বিরক্ত উদয়ন সন্ধ্যায় বীরপাড়ায় তিনটি রাস্তার কাজের সূচনার অনুষ্ঠানে বলেন, 'যিনি দু'লাইন ইংরেজি পড়তে পারেন না তিনিও ইঞ্জিনিয়ার সাজছেন। শিডিউল চাইছেন। সমস্যা থাকলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ইঞ্জিনিয়ার তদন্ত করবেন।'

# প্লাস্টিকমুক্ত কাশিয়াবাড়ি বাজার

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

**বক্সিরহাট, ২৬ জুন :** যে কোনওভাবে প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। একেই যেন ধ্যানজ্ঞান বানিয়ে নিয়েছে বারকোদালি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যে কাশিয়াবাড়ি বাজারকে প্লাস্টিকমুক্ত বাজার ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন। তাতেই খান্ত থাকেনি তারা। এবার এলাকাতেই প্লাস্টিকের বিকল্প এনে পরিবেশ রক্ষায় ভিন্ন দৃষ্টান্ত গড়ল তারা। গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরে খোলা হল পরিবেশবান্ধব ইকো মার্ট। প্লাস্টিকের তৈরি জিনিসের পরিবর্তে সেখানে মিলছে মাটির ভাঁড়, সুপারি, শালপাতার প্লেট, কাগজের থালা, বাটি, কাগজের ঠোঙা, কাপড়ের ব্যাগ সহ আরও অনেক কিছু। অর্থাৎ বিয়েবাড়ি হোক কিংবা কোনও সামাজিক অনুষ্ঠান কোথাও যে আর প্লাস্টিকের ব্যবহার চলবে না সেটা সুনিশ্চিত করা হচ্ছে। এলাকার ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সকলে প্রয়োজনমতো স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তৈরি করা ওইসব পরিবেশবান্ধব সামগ্রীগুলি কিনছেন ওই ইকো মার্ট থেকে। ব্যাগ ছাড়া যাঁরা বাজারে আসছেন তাঁদের কুড়ি টাকা দিয়ে বাজার সাথী নামে কাপড়ের ব্যাগ কিনতে হচ্ছে। এতে একদিকে যেমন স্বল্পমূল্যে ব্যবসায়ীরা সেই পরিবেশবান্ধব জিনিসপত্র ইকো মার্ট থেকে সংগ্রহ করতে পারছেন তেমনি আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। পরিবেশ রক্ষায় গ্রাম পঞ্চায়েতের এমন উদ্যোগ সাড়া ফেলে দিয়েছে ব্লকজুড়ে।

আর ওই কাজে সর্বতোভাবে সাহায্য করছেন এলাকাবাসী বলে জানিয়েছেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুদর্শন রায়। তাঁর কথায়, 'এলাকাবাসীর সাহায্য ছাড়া আমরা এই কাজ করতে পরাতাম না। প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করতে প্রতিনিয়ত সচেতনতামূলক প্রচার, র‍্যালি চলছে। ইতিমধ্যে গ্রাম পঞ্চায়তের এক আধিকারিক সচেতনতামূলক একটি গান তৈরি করে রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রীর তরফে পুরস্কার পেয়েছেন।'

কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে ক্রেতা। কাশিয়াবাড়ি বাজারে।

**ইকো মার্টে দিশা**

**বারকোদালি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরে খোলা হল পরিবেশবান্ধব ইকো মার্ট**

**সেখানে মিলছে মাটির ভাঁড়, কাগজের থালা, বাটি, কাগজের ঠোঙা, কাপড়ের ব্যাগ**

**স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা সেসব তৈরি করছেন**

তুফানগঞ্জ মহকুমার অনেক জায়গায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প যখন গতি হারিয়েছে, তখন জেলায় প্রথম প্লাস্টিকমুক্ত বাজারের স্বীকৃতি পেয়েছে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের বারকোদালি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই বাজার। প্রশাসন সূত্রে খবর, প্লাস্টিকের ব্যবহার রুখতে রূপশ্রীতে আবেদন করা তরুণী, কেটারিং ও ডেকোরেটার ব্যবসায়ীদের নিয়েও বৈঠক সেরেছে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। সাধারণত যে কোনও অনুষ্ঠানে মশলার প্যাকেট থেকে শুরু করে প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ, থালা-বাটি-গ্লাস সহ নানা ধরনের অপচনশীল আবর্জনা থাকে। অনুষ্ঠানের শেষে অনেকেই তাতে আগুন ধরিয়ে দেন। তাতে মারাত্মকভাবে ক্ষতি হয় পরিবেশের। তাই রূপশ্রীতে আবেদন করা

তরুণীদের বিয়ের সময় আবর্জনা পরিবহণের জন্য ইকো টোটো রাখতে সচেতন করা হচ্ছে। সেইমতো আগ্রহী থাকলে অগ্রিম ৫০০ টাকা বুকিং নেওয়া হয়। এছাড়া বছরভর মেলা, খেলা, নানা ধরনের অনুষ্ঠান, নামকীর্তন অনুষ্ঠান থেকে আবর্জনা পরিবহণের ভ্যানের জন্য প্রতিদিনই বুকিং আসছে বলে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। পঞ্চায়েতের নির্বাহী সহায়ক অমলপ্রসাদ ভট্টাচার্য বলেন, 'জেলা ও ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট করা হয়েছে ঝিঙ্গাপূর্ণিতে। প্রতিদিন টোটো আবর্জনা সংগ্রহ করে তা নিয়ে আসে সেই ইউনিটে। পচনশীল আবর্জনা থেকে তৈরি হচ্ছে জৈব সার। তা অর্গানিক ভেজিটেবল গার্ডেনে ব্যবহার করা হচ্ছে। আর প্লাস্টিকের সামগ্রী আলাদা করে চলে যাচ্ছে নাটাবাড়িতে। তা রিসাইকল করে রাস্তা তৈরিতে ব্যবহার হচ্ছে।'

# নমশূদ্র লোকসংস্কৃতি উৎসবের উদ্বোধন

**হলদিবাড়ি, ২৬ জুন :** বৃহস্পতিবার হলদিবাড়ি ব্লকের আঙ্গুলদেখা কমলাকান্ত হাইস্কুল ময়দানে নমশূদ্র লোকসংস্কৃতি উৎসবের উদ্বোধন করা হয়। প্রদীপ জ্বেলে উৎসবের উদ্বোধন করেন মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী ও পশ্চিমবঙ্গ নমশূদ্র উন্নয়ন বোর্ডের সভাপতি মুকুলচন্দ্র বৈরাগ্য। এদিন বৈরাতি নৃত্যের মাধ্যমে অতিথিদের বরণ করা হয়। এরপর ডঃ বিআর আম্বেদকর, গুরুচাঁদ ঠাকুর, যোগেন মণ্ডল ও পঞ্চানন বর্মার প্রতিকৃতিতে উপস্থিত অতিথিরা মাল্যদান করেন। নমশূদ্র ব্লক নেতা প্রদীপ সরকার জানিয়েছেন, 'এই উৎসবে নমশূদ্র সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গান ও অন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে।'অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুকুল চন্দ্র বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের নমশূদ্র সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কাজ করছেন। এর আগে নমশূদ্র উন্নয়নের কথা কোনও রাজ্য সরকার ভাবেনি। নমশূদ্র ঘরের ছেলেমেয়েরা যাতে পড়াশোনা করে ও তাঁদের সংস্কৃতি ধরে রাখতে পারে সেই উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ নমশূদ্র উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেছেন। তারই অঙ্গ হিসেবে এখানে নমশূদ্র লোকসংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে।'

# বাইক উঠলেই দুলছে সেতু

## যে কোনও সময় ভেঙে পড়ার শঙ্কা, উদাসীন প্রশাসন

অমিতকুমার রায়

**হলদিবাড়ি, ২৬ জুন :** ওপর থেকে সেতুটা দেখলে বোঝার উপায় নেই যে, পরিকাঠামোগত দিক থেকে কতটা দুর্বল। তবে কেউ যদি সেতুর নীচের অংশ দেখেন তাহলে আঁতকে উঠবেন। যে লোহার খুঁটিগুলোর ওপর সেতুটি দাঁড়িয়ে রয়েছে তার অধিকাংশই মরচে ধরে ফুটো হয়ে গিয়েছে। এমন পরিস্থিতি যে টোটো বা বাইক সেতুটির ওপর দিয়ে যাতায়াত করলেই কেঁপে ওঠে। যে কোনও সময় সাতমুখা এলাকায় গিরিয়া নদীর ওপর লোহার সেতুটি ভেঙে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, সেতুটি ভেঙে পড়লে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এছাড়া, দেওয়ানগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েকটি গ্রাম সহ হেমকুমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবে। সেক্ষেত্রে এলাকার বাসিন্দাদের যাতায়াতের জন্য প্রায় দুই থেকে আড়াই কিলোমিটার পথ ঘুরে গিরিয়ার মোড় হয়ে যেতে হবে।

এ ব্যাপারে হলদিবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি রাহুল প্রামাণিক বলেন, 'আমি ওই সেতুর সমস্যার কথা শুনেছি। দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের বলেছি সেতুর বর্তমান অবস্থা ভালোভাবে খতিয়ে দেখে জেলা পরিষদকে একটি রিপোর্ট পাঠানোর জন্য। আমি নিজেও জেলা পরিষদের সভাধিপতির সঙ্গে কথা বলব।'

প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বেহাল সেতু দিয়ে গাড়ি যাতায়াত করছে।

দেওয়ানগঞ্জ বাজারের সঙ্গে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা সাতমুখা গ্রামকে যুক্ত করেছে গিরিয়া নদীর ওপর বহু বছর আগে তৈরি লোহার সেতুটি। ওই দুর্বল সেতু দিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স, ছোট গাড়ি থেকে শুরু করে টোটো এবং বাইক যাতায়াত করে। যে কোনও যানবাহন সেতুর ওপর উঠতেই দুলতে শুরু করে। এছাড়া, হেমকুমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দারা দেওয়ানগঞ্জ বাজারে আসার জন্য এই সেতুটি ব্যবহার করে থাকেন। সেক্ষেত্রে সেতু ভেঙে পড়লে প্রাণহানি পর্যন্ত হতে পারে।

স্থানীয় বাসিন্দা কাঞ্চন রায়ের কথায়, 'ওপর থেকে ঝাঁ চকচকে মনে হলেও আদতে বেহাল অবস্থা ওই সেতুর। কিন্তু সেতুর নীচের অংশ দেখলেই বোঝা যাবে যে, তা দিনে দিনে কতটা দুর্বল হয়ে পড়ছে। কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায় কে নেবে?'

এদিকে, দুর্বল ওই সেতুটি দিয়ে ভারী গাড়ি যাতায়াত করলেও প্রশাসনের তরফে কোনও পদক্ষেপ না করায় এলাকায় ক্ষোভ বাড়ছে।

দেওয়ানগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নুর আলম সরকার বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যে বিষয়টি পঞ্চায়েত সমিতির নজরে এনেছি। আমরাও এই সেতুর দ্রুত সংস্কার চাই।'

> দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের বলেছি সেতুর বর্তমান অবস্থা ভালোভাবে খতিয়ে দেখে জেলা পরিষদকে একটি রিপোর্ট পাঠানোর জন্য। আমি নিজেও জেলা পরিষদের সভাধিপতির সঙ্গে কথা বলব।
>
> **রাহুল প্রামাণিক**
> সহ সভাপতি, হলদিবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতি

# বামনহাটে ভোগান্তির রাস্তা

**সাহেবগঞ্জ, ২৬ জুন :** দিনহাটা-২ ব্লকের বামনহাটের একেবারে প্রাণকেন্দ্রের ওপর দিয়ে গিয়েছে রেললাইন। আর রেলপথ ও সড়কের সংযোগকারী স্থানে বেশ কয়েকবছর হল তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই খবর প্রকাশিত হতেই গর্ত মেরামতে উদ্যোগী হল রেল। ভাঙা অংশে বসানো হচ্ছে ব্লক। যদিও স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সেই ব্লকগুলি আজও যথাস্থানে বসানো হয়নি। আর তার জেরে সাধারণ মানুষের হয়রানি অব্যাহত রয়েছে। যা নিয়ে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যেও।

বামনহাট-চৌধুরীহাট যাওয়ার অন্যতন মূল রাস্তা হওয়ায় এই রাস্তায় ভিড় লেগেই থাকে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, বামনহাট মেইন রোডে থাকা ৬২ নম্বর রেলগেটের সংযোগকারী রাস্তাটি বেহাল হওয়ায় যাতায়াতে ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হয়। বিশেষ করে টোটোগুলি যাত্রী নিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে প্রায়ই দুর্ঘটনার শিকার হয়। বৃহস্পতিবার বামনহাটে গিয়ে দেখা গেল একটি যাত্রীবাহী টোটোকে অপর টোটোচালক ঠেলে রেললাইন পার করাচ্ছেন। টোটোচালক রেজাউল মিয়াঁর কথায়, 'রেললাইন সংযোগকারী রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ, বিশেষ করে বর্ষাকালে দুর্ভোগের শেষ থাকে না। তাই দ্রুত সংস্কার করা প্রয়োজন এই গুরুত্বপূর্ণ অংশের।'

যদিও বামনহাট রেল উন্নয়ন দাবি সমিতির পক্ষে শুভংকর ভাদুড়ি বলেন, 'এর আগেও একাধিকবার এবিষয়ে সরব হয়েছি সংগঠনের তরফে। মাঝে ব্লকগুলি বসানোর জন্য আনা হলেও আজ পর্যন্ত সেগুলি ঠিকমতো কেন বসানো গেল না তা বুঝতে পারছি না। আর তার ফল ভুগতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।'

# চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে আন্দোলন

গৌরহরি দাস

**কোচবিহার, ২৬ জুন :** যোগ্য শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে এসএসসি ২০১৬ প্যানেলের যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মী, যোগ্য ওয়েটিং ও নট কলড ফর ভেরিফিকেশন এবং অনশনকারী মঞ্চের তরফে বিক্ষোভ করা হল কোচবিহারে। বৃহস্পতিবার বিকালে রাজবাড়ি সংলগ্ন কোচবিহার স্টেডিয়াম থেকে সংগঠনের তরফে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলে সংগঠনের কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলার পাশাপাশি কলকাতা থেকে আসা কয়েকজন প্রতিনিধিও ছিল। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন জায়গা পরিক্রমা করে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক দপ্তরে পৌঁছায়। কার্যত দপ্তর ঘেরাও করে তাঁরা বিক্ষোভ দেখান।

এরপর স্মারকলিপি জমা দেন তাঁরা। পরবর্তীতে জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে জমায়েত করেন তাঁরা।

আন্দোলনকারী প্রেমেরডাঙ্গা দেওয়ান বর্মন হাইস্কুলের চাকরিহারা শিক্ষক সরিফুল মিয়াঁ বলেন, 'আমাদের দাবি যোগ্য-অযোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের সার্টিফায়েড তালিকা সুপ্রিম কোর্টে জমা দিয়ে সমস্ত যোগ্যদের চাকরিতে পুনর্বহাল করা হোক। প্রয়োজনে বিধানসভায় জরুরি অধিবেশন ডেকে এই সমস্যা সমাধান করতে হবে। এছাড়া সুপ্রিম কোর্টের ভার্ডিক্ট না মেনে এসএসসি যে আইনি নোটিফিকেশন প্রকাশ করেছে তা প্রত্যাহার করতে হবে।' এ ব্যাপারে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক সমরচন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দাবিপত্র আমরা পেয়েছি। সেটা আমরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাব।'

কোচবিহারে চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের মিছিল।

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের রায়ে রাজ্যে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি গিয়েছে। যার মধ্যে কোচবিহারের ৬৭৮ জন রয়েছেন। এই অবস্থায় বৃহস্পতিবার যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীদের চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে কোচবিহারে শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা আন্দোলনে নামেন। তল্লিগুড়ি হাইস্কুলের আন্দোলনকারী শিক্ষক ফণীভূষণ সাহা বলেন, 'আমাদের দাবি ২০১৬ সালে যে ২২ লক্ষ পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছিল। তাদের সকলের ওএমআর ও মিরর ইমেজ প্রকাশ করতে হবে। যেভাবে হোক যোগ্যদের বাঁচাতে হবে। না হলে এই ক্ষোভ কিন্তু দাবানলে পরিণত হবে।'

# রেলের মক ড্রিল

**কোচবিহার ২৬ জুন :** ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্সের (এনডিআরএফ) সঙ্গে যৌথভাবে মক ড্রিল বা আপৎকালীন মহড়া দিল উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে। কোচবিহারের রেল ইয়ার্ডে এই মক ড্রিল হয়।

আপৎকালীন পরিস্থিতির জন্য কতটা তৈরি উত্তর-পূর্ব রেল, সেটি দেখার জন্যই ওই মক ড্রিলের ব্যবস্থা বলে জানালেন আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়ার ডিসিএম অভয় সানপ। একটি দুর্ঘটনা ঘটলে ঠিক যা করা হয়, এদিনের মহড়ায় সেটাই দেখানো হয়েছে। এনডিআরএফ-এর ডেপুটি কমান্ডান্ট বিবেক কুমার বলেন, 'ওই মক ড্রিলে রেলওয়ে অথরিটি আরপিএফ, জিআরপিএফ, জেলা ও রাজ্যের প্রশাসন, পুলিশ, দমকল, এনসিসি, সিভিল ডিফেন্স, স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে শুরু করে স্থানীয় লোকজন সকলেই অংশ নেয়। দুর্ঘটনা ঘটলে কম সময়ে কীভাবে মানুষকে বাঁচানো সম্ভব সেটাই মহড়ায় দেখানো হল।'

ইন্ডিয়ান অয়েল
CIN-L23201MH1959GOI011388
পাইপলাইন বিভাগ
দরখাস্ত আহ্বান (EOI)
পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়িতে "শিলিগুড়ি ঝাপা পাইপলাইন প্রকল্পের অফিস স্পেস"এর জন্য ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেডের (পাইপলাইন বিভাগ) কে বাণিজ্যিক স্থান লিজ ভিত্তিতে দেওয়ার জন্য প্রকৃত মালিকদের কাছ থেকে আগ্রহ প্রকাশের (EOI) আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।
ডাউনলোডের সময়কাল : এই দরখাস্ত আহ্বান প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে।
বিড জমা দেওয়ার সময় : এই দরখাস্ত আহ্বান প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে।
যোগাযোগ : সিনিয়র কনস্ট্রাকশন ম্যানেজার, শিলিগুড়ি, মোবাইল : 9250991965
ই-মেল: uahmad@indianoil.in
আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন https://www.iocl.com/suppliers-notices
এই বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যে কোনো প্রকার শুদ্ধিপত্র / সংযুক্তিকরণ / বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত বিষয় একমাত্র www.iocl.com ওয়েবসাইটে দেখা যাবে।

নাও ছাড়িয়া দে

কোচবিহার ফাঁসিরঘাটে বৃহস্পতিবার অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

# মলের গাড়িতে গ্যাঁড়াকল, শেষে এল দমকল

খোকন সাহা

**বাগডোগরা, ২৬ জুন :** সাইরেন বাজিয়ে দমকলের ইঞ্জিন যখন ছুটছিল দ্রুতগতিতে, তখন তীক্ষ্ণ শব্দ কানে গিয়েছিল অনেকেরই। সকলেরই একটা প্রশ্ন, 'আগুন লাগল কোথায়?' উত্তরের খোঁজে অনেকেই মোটরবাইক নিয়ে দমকল ইঞ্জিনের পিছু নিয়েছিল। কৌতূহলী অনেকে আবার মুঠোফোনে খবরাখবর নেওয়া শুরু করলেন। উত্তর পেয়ে সকলেই বলছেন, 'এমনটাও সম্ভব!'

'মশা মারতে কামান দাগা', বাগধারাটি বাঙালির অতিপরিচিত। বঙ্গজীবনে অতিব্যবহারে শব্দটির মধ্যে এখন আর সেই অর্থে নতুনত্ব কিছু খুঁজে পায় না বাঙালি। ফলে দমকলের যে কারণে নকশালবাড়ি থেকে বাগডোগরায় ছুটে যাওয়া, তার তুলনা কীসের সঙ্গে করা উচিত, তা ভাবতে গিয়ে অনেককেই মাথা চুলকোতে হয়েছে।

হবেই বা না কেন, রাস্তায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মল বা বিষ্ঠা পরিষ্কারের জন্য যদি ডাক পড়ে দমকলকর্মীদের, তবে তার মধ্যে অবাক হওয়ার মতো ঘটনা থাকার পাশাপাশি নতুনত্ব তো কিছু থাকেই। অতীতে এমন ঘটনার জন্য তাঁদের তলব করা হয়নি কখনও, স্বীকারোক্তি কয়েকজন দমকলকর্মীরও। তাঁদের কাছে ঘটনাটি অঘটনই বটে।

কেন এবং কীভাবে এমন অঘটন ঘটল? সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারের জন্য একটি বেসরকারি সংস্থাকে তলব করেছিলেন বাগডোগরার ক্ষুদিরামপল্লির বাসিন্দা রঞ্জিত দেবনাথ। বুধবার বিকেলে তাঁর বাড়ি থেকে বিষ্ঠা নিয়ে যখন একটি সেসপুল

নকশালবাড়ির দিকে রওনা দিয়েছিল, সে সময়ই সেসপুলের ভালভ কেটে গিয়ে বিপত্তি ঘটে। ক্ষুদিরামপল্লির কানা গলি থেকে এশিয়ান হাইওয়ে-টু, ছড়িয়ে পড়ে রঞ্জিতের বাড়ির বিষ্ঠা। বুঝতে না পেরে চলতে গিয়ে পিছলে এক তরুণের আছাড় খাওয়ার ঘটনাও ঘটে। তবে তাঁর উদ্দেশে কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেননি। বরং বিষ্ঠা মাখা ওই তরুণকে যাঁরাই দেখেছেন, তাঁরাই ঘেন্নায় তফাতে চলে গিয়েছেন।

সময়ের সঙ্গে বাগডোগরার বাতাস হয়ে ওঠে দুর্গন্ধ। সন্ধ্যার টিফিন বা রাতের খাবার, কার্যত ইচ্ছেটুকু মরে যায় রাস্তার ধারের বাসিন্দাদের। ক্ষুদিরামপল্লির বাসিন্দা প্রশান্ত দত্ত বললেন, 'বাড়ির ট্যাংকের জল দিয়ে রাস্তা ধুয়েও লাভ হয়নি। রাস্তায় বিষ্ঠা থেকেই গিয়েছে, দূর হয়নি দুর্গন্ধও। মানুষ ঘেন্নায় যাতায়াত বন্ধ করে দেন। অনেকেই বাধ্য হয়ে বিকল্প রাস্তা খুঁজে নেন।' এমন পরিস্থিতি এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য বনানী দাস বিডিওর দ্বারস্থ হন। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে সমস্যার সমাধানে বিডিও দমকলকে তলব করেন। এরপরেই দমকলের জলে রাস্তা হয় পরিষ্কার। চিত্তরঞ্জন স্কুল মাঠে শুক্রবার বসবে রথের মেলা। এলাকা পরিক্রমা করবে রথ। যা উল্লেখ করে লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলছেন, 'ভাগ্যিস বিডিও উদ্যোগ নিয়েছিলেন। অন্যথায় বড় কেলেঙ্কারি হয়ে যেত।' স্থানীয় দীপঙ্কর ঘোষ অবশ্য এমন কেলেঙ্কারির জন্য কাঠগড়ায় তুলেছেন বিষ্ঠা পরিষ্কারের সঙ্গে যুক্ত বেসরকারি সংস্থাকেই। তবে সেসপুলের চালক অর্জুন বাসফোর বলছেন, 'দুর্ঘটনা তো দুর্ঘটনাই।'

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন
দক্ষিণ ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা কুমার হালদার - কে 05.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 68K 35238 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "বয়স, লিঙ্গ, প্রেক্ষাপট বা পটভূমি নির্বিশেষে সমস্ত সাধারণ মানুষকে সমান সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা অসংখ্য কোটিপতি তৈরি করেছে এবং আমি গর্বের সাথে বলতে পারি আমিও এখন তাদের মধ্যে একজন।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৪০ সংখ্যা, শুক্রবার, ১২ আষাঢ় ১৪৩২

# নোবেলের লক্ষ্যে

যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা! একসময় বাচ্চাদের অন্যতম পছন্দের খেলা ছিল। বেশ কয়েকজন শিশু জড়ো হলেই লুকোচুরি, চোর-পুলিশ, আইস-বাইশের পাশাপাশি কখনো-সখনো 'যুদ্ধ যুদ্ধ' খেলায় মেতে উঠত। সৈনিক, সেনাপতি সেজে দু'পক্ষের মিছিমিছি যুদ্ধে উত্তেজনা কম ছিল না। যুদ্ধ মানে মুখ দিয়ে উঃ, আঃ, ঢিসুম ঢিসুম, গুড়ুম গুড়ুম প্রভৃতি শব্দ সৃষ্টি আর দু-একটা স্বরচিত সংলাপ।

এখন সেই 'যুদ্ধ যুদ্ধ' বড়দেরও খেলা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুদের খেলা। দুই রাষ্ট্রনেতার ভাবখানা এমন যেন দুনিয়ার নিরাপত্তার দায়ভার তাঁদের কাঁধে। কারণে-অকারণে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দিচ্ছেন, কখনও আবার থামিয়ে দিলাম বলে বাহাদুরি নেওয়ার চেষ্টা করছেন। তারপর নিজেকে নোবেল শান্তি সম্মানের দাবিদার বলে ঘোষণাও করছেন।

পুরোপুরি হাস্যকর হলেও এটা এখন বাস্তব। দ্বিতীয়বার মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে পূর্বসূরি জো বাইডেনের নিন্দা লেগে থাকত ট্রাম্পের মুখে। বাইডেনের গাজা-নীতির কড়া সমালোচনা করতেন। গাজায় নেতানিয়াহুর নিয়মিত সামরিক অভিযানের তীব্র নিন্দা করতেন। জানুয়ারিতে তাঁর ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ইজরায়েল-হামাসের যুদ্ধবিরতি চলে এক মাস। তারপর ট্রাম্প হয়ে গেলেন ইজরায়েলি অভিযানের ঘোর সমর্থক।

আবার একথাও বললেন যে, গাজার মঙ্গলের জন্যই পুরো গাজা দখল করে নিতে চান তিনি। প্রশ্ন ওঠে, গাজার মঙ্গলই যদি চান, ত্রাণকেন্দ্রে প্রতিদিনই ইজরায়েলি গুলিগোলায় বুভুক্ষু মানুষের মৃত্যু ঠেকাচ্ছেন না কেন? স্বভাবতই এসব কথার উত্তর দেন না যুদ্ধের স্বঘোষিত সেনাপতিরা। ইরানের বিরুদ্ধে নেতানিয়াহুকে সারাক্ষণ তাতিয়ে যুদ্ধটা লাগিয়েই ছাড়লেন ট্রাম্প।

অথচ যুদ্ধটা হওয়ার কথাই ছিল না। বরং ঠিক ছিল, আমেরিকা শিগগির পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে ইরানের সঙ্গে বৈঠক করবে। কিন্তু বৈঠকের নির্ধারিত দিনের আগে গত ১১ জুন ইজরায়েল হঠাৎ ইরানে ক্ষেপণাস্ত্র হানা শুরু করে দিল। প্রথম দিনই ইরানের ছয় পরমাণু বিজ্ঞানী, সেনাপ্রধান সহ বেশ কয়েকজন সামরিক কর্তা নিহত হলেন সেই অভিযানে। পরে আমেরিকাও হামলা চালাল ইরানের তিন পরমাণুকেন্দ্রে।

সরকারি হিসেবেই ইরানে নিহতের সংখ্যা হাজার। আহত কয়েক হাজার। নিহতের তালিকায় চোদ্দোজন পরমাণু বিজ্ঞানী। ইরানও ছেড়ে দেয়নি। তেল আভিভ সহ ইজরায়েলের বেশ কয়েকটি শহরের বিস্তীর্ণ এলাকা ইরানি ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হানায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। নিহত হয়েছেন কয়েকশো ইজরায়েলি। গুপ্তচর সংস্থা মোসাদের দপ্তরও বিধ্বস্ত।

তিন পরমাণুকেন্দ্রে মার্কিন হামলার পালটা ইরান কাতারে আমেরিকার সেনাঘাঁটিতে আক্রমণ করার পর ট্রাম্প হঠাৎ ইজরায়েল-ইরান সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণা করে দিলেন। পুরো ব্যাপারটাই পূর্বপরিকল্পিত, সাজানো মনে হয় না কি! যেন বিশ্ববাসীকে দেখানো যে, ট্রাম্প চাইলে যুদ্ধ লাগিয়ে দিতে পারেন, আবার থামিয়ে দিতেও পারেন। যেন পুরোটাই খেলা এবং তিনি সেই ম্যাচের রেফারি।

ভারত-পাক সংঘর্ষ বিরতির পরিপ্রেক্ষিতে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য ট্রাম্পের নাম সুপারিশ করেছিলেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ও সেনাপ্রধান আসিম মুনির। তবে ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষে ট্রাম্প মধ্যস্থতা করেছিলেন কি না, তা নিয়ে সংশয় কাটেনি। মোদির দাবি, পাকিস্তানের প্রস্তাবে সাড়া দিয়েছিল ভারত। ট্রাম্পের দাবি, যুদ্ধ তিনিই থামিয়েছেন। এর আগে থামিয়েছেন কঙ্গো-রোয়ান্ডা, কসোভো যুদ্ধও।

ভাবটা এমন যেন এতদিনে তিন-চারটে নোবেল তাঁর ঝুলিতে এসে যাওয়ার কথা। যদিও নিজেই মনে করছেন, নোবেল তাঁকে দেওয়া হবে না। আবার নোবেলের জন্য ট্রাম্পের তরও সইছে না। পেন্টাগন ইতিমধ্যে নোবেল কমিটির কাছে ট্রাম্পের নাম সুপারিশ করেছে। সত্যিই ট্রাম্পের ভাগ্যে সেই সম্মান জুটলে নোবেল শান্তি পুরস্কার নিশ্চিতভাবে গুরুত্ব হারাবে। না জুটলে আবার যুদ্ধ বাধানোর খেলা না শুরু হয়ে যায় বিশ্বে!

## অমৃতধারা

মানুষের ইচ্ছা বজায় থাকে এক মিনিট, দু'মিনিট, দশ মিনিট, বড় জোর এক ঘণ্টা। সে চায় ভগবানে অভিনিবিষ্ট হতে, ব্যাস। তারপর সে চায় আরও অনেক কিছু। মানুষ ভগবানের চিন্তা করে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর হয়ে গেল। তার চিন্তা তখন হাজারো অন্য বিষয়ে চলে গেল। অবশ্য তেমনটা হলে স্বভাবতই তোমার অনন্তকাল লাগতে পারে। কারণ মানুষ বস্তুসমূহকে বিন্দু বিন্দু করে যোগ করে বাড়াতে পারে না, যদি সেগুলোকে বালির কণার মতো জড়ো করা যেত, যদি ভাগবতমুখী প্রতিটি চিন্তার দরুন তুমি একটি বালিকণা কোথা জমা করে রাখতে পারতে, তাহলে কিছুকাল পরে সেটা একটা পর্বতপ্রমাণ হয়ে দাঁড়াত।

-শ্রীমা

# শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে জগন্নাথ ও রথ

বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে আজও পালিত হয় রথ উৎসব। সেখানে জগন্নাথের সঙ্গে রথে ওঠেন শ্রীরামকৃষ্ণ!

পূর্বা সেনগুপ্ত

অবতার এসে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করেন, গুপ্ততীর্থ জাগ্রত করেন, আবার নূতন তীর্থ তৈরি করেন। (শ্রীম দর্শন, ১৪শ ভাগ, পৃ৮০)।

মাস্টারমশাই শ্রী মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের এই বিখ্যাত উক্তি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকে কেন্দ্র করে উচ্চারিত হয়েছিল। আর নূতন তীর্থ কথাটি উচ্চারিত হয়েছিল বাগবাজারের বলরাম বসুর গৃহ সম্বন্ধে। এখন এই গৃহ সত্যই বলরাম মন্দির রূপে চিহ্নিত। রামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলনে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্ত বলরাম বসু এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। যাঁর গৃহকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'এ হল আমার দ্বিতীয় কেল্লা'। রানি রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের মন্দির তাঁর প্রথম কেল্লা।

যেখানে তিনি বাস করেছেন, সাধনা করেছেন, সাধন লব্ধ ফল প্রকাশ করেছেন। সে-ও ছিল নূতন তীর্থ প্রতিষ্ঠার এক অধ্যায়। কিন্তু দ্বিতীয় কেল্লা রূপে বলরামের গৃহ বিখ্যাত হয়ে রয়েছে তাঁর রথ উৎসবে যোগদানের জন্য। কলকাতায় এসে তরুণ ভক্তদের কাছে নিজেকে মেলে ধরার শ্রেষ্ঠ স্থান ছিল বলরামের গৃহ।

কারণ বলরাম নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ওড়িশার কোঠার অঞ্চলে তাঁদের জমিদারি ছিল। সেখানে প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণ বিগ্রহ আজও পূজিত হয়ে আসছেন সমমর্যাদায়। এছাড়া বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে তাঁদের গৃহটিতে শ্রীমা সারদা দেবী সহ সকল ত্যাগী সন্তানেরা বাস ও তপস্যা করেছেন।

কোঠার কটকের কাছে একটি গঞ্জ অঞ্চল। পুরী থেকে খুব বেশি দূরে নয়। পুরীতেও এই পরিবারের বাসস্থান শশী নিকেতন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য গৃহ রূপে চিহ্নিত। পরম বৈষ্ণব এই পরিবার বাগবাজারে বাড়ি কেনেন এবং বলরাম সেখানে বসবাস করতে থাকলে গৃহে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। আর জগন্নাথের সঙ্গে রথ উৎসব অঙ্গাঙ্গি জড়িত। তাই রথের দিন এই গৃহে ছোট করেই একটি উৎসবের আয়োজন হত।

শ্রীরামকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত ও রসদদার বলরাম সেই উৎসবে একাধিকবার শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। এই রথ উপলক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ বসুগৃহে রাত্রিবাসও করেছিলেন, এমন আমরা দেখতে পাই। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শুদ্ধ দেহ ও মনের কারণে খাদ্যগ্রহণে বিশেষ সাবধানতা গ্রহণ করতেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে বাসকালে মা জগদম্বার গঙ্গাজলে প্রস্তুত ভোগাদি গ্রহণ করতেন। কখনও তা দুষ্পাচ্য হলে তিনি স্বপাক করতেন। বা ভাগ্নে হৃদয় বা শ্রীমা সারদা দেবী তাঁর জন্য রান্না করে দিতেন।

দক্ষিণেশ্বরের বাইরে গেলে কোনও ব্রাহ্মণের হাতে প্রস্তুত অন্ন খুব অল্প গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু বলরামের গৃহে জগন্নাথের সেবা থাকায় এবং জগন্নাথের ভোগ শুদ্ধ হওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ তা অনায়াসে গ্রহণ করতেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'বলরামের অন্ন শুদ্ধ'। এমনিতে আমরা দেখি, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিদিন জগন্নাথের প্রসাদ গঙ্গাজলের সঙ্গে গ্রহণ করতেন। তাঁর জগন্নাথের প্রতি ভক্তি এমনই ছিল।

**একই চাঁদ রোজ রোজ**

হিন্দু ভাবনায় অবতার তত্ত্ব একটি বিশেষ মাত্রা গ্রহণ করে। ভগবান নেমে আসেন ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য এবং ভক্তের সঙ্গে লীলা করার জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে আমরা দেখেছি তিনি কখনও শ্রীক্ষেত্র পুরী যাননি। কারণ তিনি বলেছিলেন, 'ওখানে গেলে এ দেহ থাকবে না'। কারণ যে সত্তা আসলে অবতারের উৎস, সেই সত্তার কাছে গেলে মন-প্রাণের সঙ্গে দেহও লীন হয়ে যায়।

ঠিক এই কারণে গয়াতেও কখনও শ্রীরামকৃষ্ণের যাওয়া হয়নি। কারণ তাঁর পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় গয়ার বিষ্ণু পাদপদ্ম থেকেই তাঁকে ধরায় এনেছিলেন। পুরীর জগন্নাথের কাছে তিনি যাননি ঠিকই, কিন্তু তাঁর ফোটো আঁচলের তলায় নিয়ে জগন্নাথের দর্শন করিয়ে নিয়ে এসেছিলেন শ্রীমা সারদা দেবী স্বয়ং। জগন্নাথ দর্শনে যাওয়ার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ আদেশ করেছিলেন শ্রীম বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে। তিনি বলেছিলেন, 'জগন্নাথের কাছে গিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করবে'। শ্রীম তাইই করেছিলেন।

সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে আমরা জগন্নাথ প্রীতি দেখি। কিন্তু বলরাম তাঁকে নিজ গৃহে জগন্নাথের উল্লেখযোগ্য উৎসব রথে নিয়ে গিয়ে রথ উৎসবকে শুধু মহিমান্বিত করেননি, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অবতার মূর্তিটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সকলের মনের জগতে। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই লীলা দেখে সকলের মনে হয়েছিল আবার শ্রীবাস অঙ্গনে নিমাই নৃত্য করছেন এবং ভাবে বিহ্বল হয়ে ভাবস্থ হচ্ছেন।

সেই লীলাকাহিনী পাঠ করলে সত্যই শ্রীরামকৃষ্ণ উচ্চারিত অবতারের লীলার কথা স্মরণে আসে। তিনি বলছেন, 'ভগবান সকলেরই, যেমন চাঁদ সকলেরই মামা। তিনি ভক্তদের হৃদয়ে বাস করেন, ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা! তিনি ভক্তদের জন্যই অবতীর্ণ হন! একই চাঁদ রোজ রোজ!' সত্যই তাই, যিনি জগন্নাথ তিনিই নবদ্বীপনাথ, তিনিই ভক্তের নাথ শ্রীরামকৃষ্ণ।'

**রথে ভক্তের মেলা**

বলরাম বসুর গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনের দুটি দিনের বর্ণনা আমরা বিস্তারিত পাই। একটি ১৮৮৪, অন্যটি ১৮৮৫। অক্ষয়কুমার সেনের বিখ্যাত গ্রন্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথিতে একটি সন্ধ্যার সুন্দর বর্ণনা পাই যেখানে নিপুণ বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে,

'অতিশয় ক্ষুদ্র রথ কাঠের নির্মিত।
দ্বিতলের বারান্ডায় টানিবোর মত।।
শোভে রথ বিবিধ বর্ণের পতাকায়।
পাশের চোওদিকে প্রতি ধ্বজায় ধ্বজায়।।
সুন্দর ফুলের মালা দিলা মাঝে মাঝে
সেখানে তেমন ধারা যেখানে যা সাজে'।

রথ সজ্জিত হয়ে প্রস্তুত। পুরোহিত জলের ধারা দিয়ে গৃহের জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা বিগ্রহকে রথের মধ্যে অধিষ্ঠিত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে জয়ধ্বনিতে সেই গৃহের প্রাঙ্গণ মুখরিত হল। শ্রীরামকৃষ্ণ রথের রজ্জু ধরে টান দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি বলছে,

'শ্রীকরে ধরিয়া রজ্জু টান দিলা রথে।
সঙ্কীর্তন- সহ প্রভু নাচিতে নাচিতে।।'

রথের দড়ি ধরে টানার থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল সংকীর্তন। নৃত্য ও গীত। শ্রীরামকৃষ্ণ গান গাইছেন ভক্তেরা আখর দিচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ গাইছেন, 'আমার গোরা নাচে রে। আমার প্রাণের গোরা নাচে রে।।' ভক্তরাও গাইছেন। কখনও শ্রীরামকৃষ্ণ রথের দড়ি ছেড়ে দিয়ে কীর্তনে মাতোয়ারা। কেমন করে কীর্তন করছেন যেন 'প্রমত্ত কীর্ত্তনে।'

ঈশ্বরের নামে, ঈশ্বরের সঙ্গে এই মাতোয়ারা হয়ে যাওয়ার অপূর্ব দৃশ্য বর্ণনা করেছেন অক্ষয়কুমার সেন। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ নয়, তাঁর সঙ্গে প্রতিটি ভক্তেরও রূপচ্ছবি ধরা পড়ে। সেদিন রথ টানায় যোগ দিতে বেদান্ত কেশরী নিরাকারবাদী যুবক নরেন্দ্রনাথকেও ডেকে এনেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু প্রেমের জোয়ারে নরেন্দ্রনাথও আপ্লুত! তিনিও কীর্তনে যোগ দিয়েছেন। আমরা সেই সুন্দর দৃশ্যটি প্রত্যক্ষদর্শীর আলোকেই বর্ণনা করব।

'ভক্তবসু বলরাম মাথায় পাগড়ি।
নাচেন প্রভুর পাশে দোলাইয়া দাড়ি।।
কৃষ্ণকায় তেজচন্দ্র বসু চুনিলাল।
শ্রীমনমোহন রাম দেবেন্দ্র রাখাল।।
কৃতদার হরিপদ হরিণনয়ন।
সুন্দর শরৎ শশী কুমার দুজন।
বারান্ডা কাঁপায়ে অভিমানিবর।
বিশ্বাসী গিরিশ ঘোষ গুরু কলেবর।।
নাচেন নরেন্দ্রনাথ ভক্তের প্রধান।
সাকার হৃদয়ে যাঁর নাহি পায় স্থান।'

সন্ধ্যা নেমে আসে। বিগ্রহের আরতি সমারোহে সম্পন্ন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ গান ধরেন
'যাঁদের হরি বলতে নয়ন ঝরে,
তারা, দুভাই এসেছে রে!'

মাস্টারমশাই অনবদ্য ভাষায় সেই চিত্র বর্ণনা করে বলেন, 'আজ বলরামের বাড়ি যেন নবদ্বীপে পরিণত হইয়াছে। বাহিরে নবদ্বীপ, ভিতরে শ্রীবৃন্দাবন।' কিংবা বোধ হইল যেন শ্রীবাস-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছেন। কীর্তন চলিতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রামাণ্য জীবনী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ লিখছেন, 'সে আনন্দ, সে ভগবদ্ভক্তির ছড়াছড়ি, সে মাতোয়ারা ভাব, ঠাকুরের সে মধুর নৃত্য – সে আর অন্যত্র কোথা পাওয়া যাইবে? সাত্ত্বিক পরিবারের বিশুদ্ধ ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া সাক্ষাত্ জগন্নাথদেব রথের বিগ্রহে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ শরীরে আবির্ভূত - সে অপূর্ব দর্শন আর কোথাও মিলিবে?' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ, গুরুভাব উত্তরার্ধ, পৃঃ ২৮৫)

সেদিন বলরাম গৃহে এমনভাবে রথ উৎসব পালিত হয়েছিল যে, গৃহ ছাড়িয়ে রাস্তায় তার সমারোহের শব্দ পৌঁছায়নি। আর আজ বাগবাজারে সেই গৃহে সমারোহে পালিত হয় রথ উৎসব। সেখানে জগন্নাথের সঙ্গে রথে ওঠেন শ্রীরামকৃষ্ণ! একই চাঁদ রোজ রোজ! ভক্ত ও সন্ন্যাসীরা আনন্দে কীর্তন করেন, 'যাঁদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, তাঁরা দু-ভাই এসেছে রে।' নিরাভিমান ভক্ত বলরাম গৃহের সন্ধ্যা আজ আলোকিত, উৎসবমুখর।

*(লেখক প্রবন্ধকার।)*

ছবি ফেসবুক থেকে নেওয়া

## আজ

**১৯৩৯**

সুরকার ও গায়ক রাহুল দেববর্মনের জন্ম আজকের দিনে।

**১৯৬৪**

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন বিশিষ্ট অ্যাথলিট পিটি উষা।

## আলোচিত

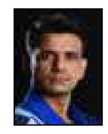

শিশুর মতো হাঁটতে শিখছি। শিখছি কীভাবে হাঁটতে হয়, খেতে হয়। সফর বেশ ভালো ছিল। মহাকাশে পৌঁছোতেই একটু অস্বস্তি ছিল। শুনলাম, আমি গতকাল পড়ে পড়ে ঘুমিয়েছি।

- শুভাংশু শর্মা

মহাকাশ এখন বিশেষ কারও নয়। সব দেশের জন্য। আমাদের ট্রেনিং হয়েছিল ১৮ মাস। আমায় কিন্তু দু'মাসে রাশিয়ান ভাষা শিখতে হয়েছিল। কথাবার্তা সব হত রাশিয়ান ভাষায়।

- রাকেশ শর্মা

## ভাইরাল/১

হায়দরাবাদের শংকরপল্লিতে রেললাইনের ওপর চারচাকার গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যান এক মহিলা। প্রায় ৮ কিলোমিটার চালান। গাড়িটি আটকালে পুলিশের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেন তিনি। মানসিক বিপর্যস্ত মহিলার কীর্তিতে কিছুক্ষণ ব্যাহত হয় ট্রেন চলাচল।

## ভাইরাল/২

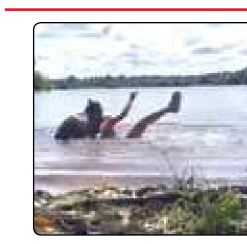

কলম্বিয়ায় লেকে সাঁতার কাটতে নামেন এক মহিলা। হঠাৎ একটি ক্যাপিবারা (বিশাল ইঁদুর) আক্রমণ করে। ছাড়ানোর চেষ্টা করেন মহিলা। প্রাণীটি তাঁর মাথা কামড়ে ধরে। চ্যাঁচানিতে এক ব্যক্তি লাঠি নিয়ে তাড়া করেন ক্যাপিবারাকে। কাঁদতে কাঁদতে মহিলাটি লেক থেকে ওঠেন।

জনমন
জনমত

## চা শ্রমিকদের জীবন হোক চা ফুলের মতো সুন্দর

১৫ জুন উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'দুর্দশার আরেক নাম দলসিংপাড়া' শীর্ষক প্রতিবেদনটি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শুধু দলসিংপাড়া নয়, বিভিন্ন সময়ে চা শ্রমিকদের দুর্দশার কাহিনী এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রায়ই দেখা যায়, বাগানে কাজ না থাকায় পুরুষ শ্রমিকরা ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করছেন। চা বাগানের মহিলা ও পুরুষ শ্রমিকরা ছাদ ঢালাইয়ের কাজ করেন।

দলসিংপাড়া চা বাগান আড়াই বছর ধরে বন্ধ থাকলেও সরকারি নথিতে খোলা থাকার বিষয়টি অবাক করছে। ফলে অপুষ্টি ও অনাহারে চা ফুলকেই খাবার হিসাবে গ্রহণ করছে তারা, যা খুবই লজ্জার। শ্রম দপ্তরের এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

পরিশেষে বলব, চা বাগিচার আসল সম্পদ হলেন শ্রমিকরা। তাঁদের ছাড়া বাগান অচল। সুতরাং তাঁদের রুটিরুজি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয় নিয়ে অবশ্যই ভাবতে হবে, যাতে তাঁরা চা ফুলের মতো সুন্দর জীবন কাটাতে পারেন। এটাই প্রত্যাশা।

**অশোক সূত্রধর**
**সাতপুকুরিয়া, পাঁচ মাইল, ফালাকাটা।**

## শিলিগুড়িতে এত বহিরাগত কেন

এ কী হচ্ছে শিলিগুড়িতে! চারদিকে অরাজকতা, কোথাও পাড়ায় পাড়ায় মারপিট, রাতদুপুরে এটিএম ভেঙে টাকা লুট, দিনদুপুরে হিলকার্ট রোডের মতো জনবহুল এলাকায় সোনার দোকানে ডাকাতি। দেখা যাচ্ছে, শিলিগুড়ির পুলিশ প্রশাসনের শাসন ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছে। আর যারা ধরা পড়ছে তারা সবাই বাইরের রাজ্য থেকে আসা দুষ্কৃতী। তাহলে কি শিলিগুড়ি চোর, ডাকাত, গুন্ডাদের কাছে সফট টার্গেট?

আমার মনে হয়, শিলিগুড়িতে এখন এত বেশি বহিরাগত মানুষের বাস যে, কে কখন কী করছে, কোথায় যাচ্ছে, তাদের উদ্দেশ্যই বা কী, কিছুই খবর রাখা গোয়েন্দাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এই বহিরাগতদের মধ্যেই আছে রেইকি ইনফর্মার। না হলে একেবারে মসৃণভাবে অপারেশন চালিয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যে শহর ছেড়ে দুষ্কৃতীরা কীভাবে পালিয়ে যাচ্ছে?

তাছাড়া বেশিরভাগ বাড়ির মালিক বাড়ি ভাড়া দেন ঠিকই, কিন্তু ভাড়াটিয়াকে কোনও বৈধ রসিদ দেন না। এতে পুরনিগমের যেমন কর ধার্য করার ক্ষেত্রে ক্ষতি হচ্ছে, সেইসঙ্গে ভাড়াটিয়াদের সম্পর্কে যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে না।

শিলিগুড়িতে যদি বহিরাগতদের উপর নিয়ন্ত্রণ করা না হয়, তাহলে শিলিগুড়ির ভবিষ্যৎ অচিরেই আরও খারাপের দিকে যে যাবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

**সমীরকুমার বিশ্বাস**
**পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।**

# শিশুদের কল্পনার জগৎ মিলছে না বাস্তবে

ইদানীং প্রচুর শিশু খবরের কাগজের শিরোনামে আসছে। সেই খবর মন ভালো করা নয়। সব মন খারাপ করা খবর।

অজিত ঘোষ

রাজস্থানের একটি পরিবার যমজ ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে আহমেদাবাদ থেকে লন্ডনগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে চড়েছিলেন। তাঁদের বিমানের ভিতরে বসে থাকা অবস্থার সেলফি ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেলফি তোলার কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেঙে পড়ে বিমানটি। ওরা হয়তো সেলফি তোলার আগে জানলা দিয়ে পাখি দেখছিল। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস। নিয়তি কখন কী লিখে রাখে, তা কেউ জানে?

দুর্ঘটনার দায় কী সব ক্ষেত্রে নিয়তির উপর বর্তানো যায়? কালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনের ফলাফলে দশ বছর বয়সি শিশু তামান্না খাতুন কি জানত জয়োল্লাসে মত্ত মানুষের ছোড়া বোমায় প্রাণ যাবে তার? সে তো নিজের উঠোনে দাঁড়িয়ে বিজয় তখনও সম্পূর্ণ না হওয়া বিজয় মিছিল দেখছিল।

ফড়িং ধরার মতো আম কুড়োনোর খেলায় মালদা মোথাবাড়ির সুমন মণ্ডল কি জানত বাগানের মালিক কৃষ্ণ মণ্ডলের ছোড়া বল্লম ভেদ করবে ওর পেট? মেঘুটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র সে। মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে করতে সে যাত্রায় প্রাণে বাঁচে।

প্রাণে বাঁচেনি বালুরঘাটের কিশোরী। পাশের বাড়ির কাকু পারিবারিক বিবাদের প্রতিশোধ নিতে তাকে খুন করে বস্তায় পুরে রেখেছিল টিনের চালে। যে সরল বিশ্বাসে শিশুটি বিশ্বাস করেছিল পাশের বাড়ির কাকুকে। পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার সপ্তম শ্রেণির ছাত্র কৃষ্ণেন্দুকে সামান্য চিপসের প্যাকেট চুরির অপবাদে কানধরে ওঠবস করতে হয়। নির্দোষ কৃষ্ণেন্দু বাধ্য হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। লিখে রেখে যায় বয়ান, 'মা, আমি চুরি করিনি।'

সরলতাই শিশুদের প্রাথমিক পরিচয়। সেই পরিচয়েই বীরভূমের লাভপুর শীতলগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির খুদে রিক বাগদি শিক্ষকের 'বড় হয়ে কী হতে চাও?' প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল, 'বড় হয়ে আমি বোকা হতে চাই।'

রিকের বোকা হতে চাওয়ার মতো রোদ্দুর হতে চেয়েছিল কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর, 'অমলকান্তি' কবিতার অমল। এক সাক্ষাৎকারে কবি বলেন, 'অমল বাস্তবে ছিল আমার সহপাঠী। যে একজন দুর্বল এবং অসাবধান ছাত্র। প্রায়শই স্কুলে দেরিতে যেত এবং অবাক হয়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকত।'

মনে পড়ে 'টিউটোরিয়াল' কবিতার শিশুটির কথা। যে সংসারের হিসেব নয় মেঘ-রোদ্দুরের খেলায় মাততে চেয়েছিল। পারেনি পারিবারিক চাপে। বাবা এবং মা অসম্পূর্ণ জীবনের পাঠ চাপিয়ে পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার দাবি তোলে। প্রথম সে হয়েছিল খবরের কাগজের প্রথম পাতায় ভিন্ন ছবিতে।

বর্তমান বিশ্বে যুদ্ধ পরিস্থিতি তুঙ্গে। গাজায় নিহত শিশুদের করুণ মুখচ্ছবি বা ইজরায়েলে ভাইরাল শিশুটির মাটি খেয়ে পেট ভরানোর আর্তনাদে কেঁপে উঠছে না বিশ্বের তাবড় তাবড় রাষ্ট্রনায়কের মন।

উত্তরোত্তর হিংস্র হয়ে উঠছে পারিপার্শ্বিক। কত শিশু হারিয়ে যাচ্ছে, কে খোঁজ রাখে তার। বুকে হাত রেখে বলা মুশকিল, শিশুরা বর্তমানে কার কাছে সুরক্ষিত? শিশুদের রয়েছে এক কল্পনার জগৎ। যেখানে প্রজাপতি ডানা মেলে, বৃষ্টি ভিজিয়ে দেয়, রামধনু গোমড়া মেঘের মুখে হাসি ফোটায়। সে জগৎ মিলছে না বাস্তবে! চাপ পড়ছে শিশুমনে।

শিশুরা হারাচ্ছে শৈশব। হিতোপদেশের গল্প, ঠাকুমার ঝুলি কেড়ে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে প্রথম হবার পাঠ। সবই যেন উদ্দেশ্যমুখী। যে উদ্দেশ্যে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর, 'উলঙ্গ রাজা' কবিতার শিশুটি হারিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের গোপন গুহায়। আসলে তাকে হারিয়ে ফেলা হয়েছে। কারণ, প্রতিটি অসফল মানুষের মধ্যে একটি শিশুর অবস্থান। সফল মানুষজনের ভিড়ে তাকে তো হারাতেই হবে।

*(লেখক গঙ্গারামপুরের বাসিন্দা। সাহিত্যিক)*

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com**

## শব্দরঙ্গ ■ ৪১৭৭

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ১ | | ২ | ★ | ৩ | ৪ | ★ |
| ★ | | ★ | ৫ | | ★ | | ★ |
| ★ | | ★ | | ★ | ৬ | | ৭ |
| ★ | ৮ | | | ★ | ★ | ★ | |
| ৯ | ★ | ★ | ★ | ১০ | | ১১ | ★ |
| ১২ | ১৩ | | ★ | | ★ | | ★ |
| ★ | | ★ | ১৪ | | ★ | | ★ |
| ★ | ১৫ | | ★ | ১৬ | | | ★ |

**পাশাপাশি** : ১। অগ্রদূত পরিচালিত উত্তম-সুচিত্রা জুটির সিনেমা ৩। শারীরিক যন্ত্রণা ৫। বর্ণের ঊর্ধ্বরেখা ৬। বাগে আনা বা খপ্পরে পড়া ৮। আচার-ব্যবহারে ভালো মানুষ ১০। তরুণ মজুমদার পরিচালিত রহস্য ছায়াছবি ১২। মৌমাছির মতো পতঙ্গ ১৪। তামাকের সঙ্গে সম্পর্ক আছে ১৫। মাটির আধার ১৬। পুজোয় দেবতাকে বাতাস করতে লাগে।

**উপর-নীচ** : ১। যিনি আলো বিকিরণ করেন ২। প্রদীপ রাখার আধার ৪। প্রতিবিধান করা ৭। কারবারে অর্থ বিনিয়োগ ৯। ধবধবে সাদা রং ১০। বাচ্চাকাচ্চা বা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ১১। যিনি দেওয়াল ও সাইনবোর্ড লেখেন ১৩। বইয়ের ওপরের আবরণ।

**সমাধান ■ ৪১৭৬**

**পাশাপাশি** : ১। অম্লান ৩। বিষ্ণুপ্রিয়া ৪। গৌরব ৫। সত্যভামা ৭। কত ১০। নানা ১২। বরবাদ ১৪। বেতালা ১৫। বুনুয়েল ১৬। নলক।

**উপর-নীচ** : ১। অযান্ত্রিক ২। নগৌকা ৩। বিবসতা ৬। ভাগিনা ৮। তস্কর ৯। কদবেল ১১। নাগরিক ১৩। বোলান।

## বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

**Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar**
**Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

## দিঘার বাস

ঝাড়গ্রাম থেকে দিঘা বাস পরিষেবা চালু করল দক্ষিণবঙ্গ পরিবহণ নিগম। সকাল ৬.৩০ ঝাড়গ্রাম থেকে ছাড়বে। দুপুর ১.৩০ টায় ফের দিঘা থেকে রওনা দেবে।

## কলেজে আগুন

বৃহস্পতিবার পূর্ব মেদিনীপুরের এগরার সারদা শশীভূষণ কলেজে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। দমকলের একটি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বিধায়ক তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

## বৃষ্টির পূর্বাভাস

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা হয়েছে। এর ফলে আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী সপ্তাহে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

## নৌকাডুবি

হুগলির খানাকুলে স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে একটি নৌকা নদীতে ডুবে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের চেষ্টায় ১২ জন পড়ুয়াকে উদ্ধার করা হয়। প্রতিদিনই ওই নৌকা করেই ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যেত।

# রথযাত্রায় রাজনীতির ছোঁয়া

দুয়ারে প্রস্তুত রথ। দিঘার জগন্নাথ ধামে। বৃহস্পতিবার।

## কুম্ভের পুনরাবৃত্তি এড়াতে সতর্ক দিঘা

**দিঘা, ২৬ জুন :** উদ্বোধনের পর এই প্রথম দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের রথযাত্রা। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। বুধবারই পৌঁছে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার সকাল ৯টায় মূল পুজো শুরু হবে। চলবে বেলা ২টো পর্যন্ত। ইতিমধ্যেই দিঘায় প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ জড়ো হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালেই ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধামোহন দাসের সঙ্গে একপ্রস্থ বৈঠক সারেন মুখ্যমন্ত্রী। ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার প্রমুখ। এদিন মুখ্যমন্ত্রী রথযাত্রা নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'বেলা ২টো ৩০ মিনিটে রথের রশিতে টান পড়বে। কিন্তু রাস্তা যেহেতু অপরিসর, তাই দু-ধারে ব্যারিকেড করে দেওয়া হচ্ছে। ব্যারিকেডে রথের রশি লাগানো থাকবে। দু-দিকে সাধারণ মানুষ থাকবেন। প্রত্যেকেই রশিতে টান দিতে পারবেন। এবার প্রথম দিঘার রথযাত্রা হচ্ছে। কুম্ভের মতো যেন কোনও অঘটন না ঘটে, আমাদের লক্ষ্য সেদিকেই।'

এদিন সকালেই জগন্নাথ মন্দিরে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী। পুলিশকর্তাদের সঙ্গে সেখানেই বৈঠক হয়। রথে থাকবে নিম কাঠের বিগ্রহ। পাথরের বিগ্রহ থাকবে মন্দিরে। দিঘার নতুন জগন্নাথ মন্দির থেকে পুরোনো জগন্নাথ মন্দির ১ কিলোমিটার রাস্তা। এই রাস্তায় কড়া নিরাপত্তা রাখা হচ্ছে। এদিনই পুলিশ, দমকল ও দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আধিকারিকরা বৈঠক করেন। তিনটি রথ থাকবে। প্রথমটি জগন্নাথদেবের, দ্বিতীয়টি বলরাম ও শেষেরটি সুভদ্রার। রাত পর্যন্ত ফুল দিয়ে সাজানোর কাজ চলছে। তিনটি রথই ১৬ চাকার। মঙ্গলারতির পরে নিম কাঠের বিগ্রহে জগন্নাথ দেবের রথ বেরোবে।

দিঘার হোটেলগুলিতে ঘর পাওয়া কঠিন হয়ে গিয়েছে। এক ধাক্কায় হোটেলের ভাড়াও বেড়ে গিয়েছে অনেকটা। দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান তথা পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তম বারিক বলেন, 'ইতিমধ্যেই দেড় লক্ষ লোক পৌঁছে গিয়েছেন। রথের দিন আরও মানুষ দিঘায় আসবেন। দিঘা এখন আর শুধু সমুদ্রসৈকত নয়, দিঘা এখন তীর্থক্ষেত্র।' দিঘা-শংকরপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিপ্রদাস চক্রবর্তী বলেন, 'হোটেলে যাতে কেউ অতিরিক্ত ভাড়া না নেন, আমরা তার চেষ্টা করছি।' এদিন রাতে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীকে তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

## মমতার মোকাবিলায় শুভেন্দুর প্রসাদ বিলি

অরূপ দত্ত

**কলকাতা, ২৬ জুন :** হিন্দু ভোটই টার্গেট জেনেও রথে মমতার সঙ্গে টক্করে যেতে চান না শুভেন্দু অধিকারী ও বঙ্গ বিজেপি। তবে হিন্দু ভোটকে নিশানা করেই মুখ্যমন্ত্রী দিঘায় জগন্নাথ মন্দির তৈরি ও রথযাত্রার পরিকল্পনা করেছেন বলে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে শুভেন্দু বলেন, '৩৩ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের ইউনূসের মতো এখানেও হিন্দুদের ওপর বুলডোজার চালাচ্ছেন মমতা। এর সঙ্গে মোয়াজ্জেম ভাতা, ওবিসি বিল করে তুষ্টিকরণ করে চলেছেন। ভোটে জিততে তাই তাঁর ১২ থেকে ১৪ শতাংশ হিন্দু ভোট দরকার। ডোল পলিটিক্স আর এই প্যাঁড়া, গজা খাইয়ে তা হাসিল করাই ওর লক্ষ্য। বগটুইয়ের সংখ্যালঘুরা বা তামান্নার মতো নাবালিকারা খুন হলেও ভোটের সময় ওরা তৃণমূলকেই ভোট দেবে।'

শুক্রবার দিঘায় নব নির্মিত জগন্নাথ মন্দির থেকে রথযাত্রা নিয়ে সাজোসাজো রব। ইতিমধ্যেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিঘায় ঘাঁটি গেড়ে কোন রাস্তা দিয়ে যাবে রথ তা থেকে শুরু করে রথযাত্রার প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় নিজে খতিয়ে দেখছেন মমতা। দিঘার রথযাত্রায় মানুষের ঢল নামাতে রথে শামিল হতে মানুষকে আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রচার চলেছে সরকারি ভাবে। এই আবহে এদিন রথ নিয়ে তাঁর পরিকল্পনা জানিয়েছেন শুভেন্দু। এদিন সকালেই তিনি বলেছেন, 'আমি যেখানে থাকব সেখানেই রথযাত্রায় শামিল হব।' তিনি আরও জানান, 'শুক্রবার বেলা ১২টায় উত্তর কলকাতার চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ে পশ্চিমবঙ্গ লোকশিল্পী সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত রথের রশি টেনে উদ্বোধন করার পর বিকেল ৩টেয় তমলুকের গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মন্দিরে পুরীধাম থেকে আনা

বৃহস্পতিবার শুভেন্দুর সাংবাদিক সম্মেলন। -সংবাদচিত্র।

জগন্নাথের প্রসাদ বিলির সূচনা করে সন্ধ্যা ৬টায় মেচেদায় রথযাত্রায় অংশ নেব।' দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের প্রসাদ রাজ্যের হিন্দুদের মধ্যে বিলি করার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। র‍্যাশন ডিলারদের মাধ্যমে ঘরে ঘরে সেই প্রসাদ পাঠানো ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। শুভেন্দু জানিয়েছেন, তমলুকের গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মন্দির থেকে মহাপ্রসাদ বিলি শুরু হবে। শুক্রবার তমলুক ও কলকাতার মোট ৫টি জায়গা থেকে এই প্রসাদ বিলি করা হবে। আগামী ৯ দিন ধরে চলবে মোট ৫ লাখ প্রসাদের প্যাকেট বিলি। শুভেন্দুর ঘোষণার পরেই জগন্নাথের প্রসাদ বিলি নিয়ে তুল্যমূল্য চর্চা শুরু হয়েছে। শুভেন্দু বলেন, 'পুরীধাম থেকে প্রকৃত প্রসাদ এনে আমরা সাধ্য মতো বিলি করার চেষ্টা করছি। কিন্তু, সরকারি ব্যবস্থাপনায় যা করা সম্ভব তার সঙ্গে ব্যক্তিগত উদ্যোগ এক হতে পারে না।' কিছুদিন আগে খোলা হাওয়া নামে একটি সংস্থার উদ্যোগে রাজ্যের বেশকিছু রথকমিটির সঙ্গে বৈঠক হয়। যে বৈঠকে শুভেন্দু নিজেও হাজির ছিলেন। এদিন প্রসাদ বিলি প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, 'বেশকিছু রথ কমিটিকে দিয়ে বড় বড় রথের মেলায় এই প্রসাদ বিলির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ির রথের মেলাতেও এই প্রসাদ পাঠানো হবে।'

জগন্নাথ মন্দিরের পর রথযাত্রার জেরে মুখ্যমন্ত্রীকে হিন্দু বিদ্বেষী বলে তাদের প্রচার যে ধাক্কা খেতে পারে সেই আশঙ্কা করছে বিজেপিও। সেই কারণে এদিন মালদার জালালপুরে রথের মেলা বন্ধ করা নিয়ে সরকারি নির্দেশকে সামনে এনেছেন শুভেন্দু। তাঁর মতে শুধু জালালপুর নয়, হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় রথযাত্রা করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। উলটোরথের দিন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনও অনুষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দিতে উলটোরথের রাস্তা বদলের কথা বলা হচ্ছে। এসবই হিন্দুদের ধর্মাচরণে বাধা। হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'আমি জালালপুর ও উলটোডাঙার উদ্যোক্তাদের বলছি কোথাও রথ, মেলা বন্ধ করবেন না। গ্রেপ্তার হলে সমস্ত রকম আইনি সহায়তা দেব আমরা।'

মমতাময়ী...

বৃহস্পতিবার দিঘায় মুখ্যমন্ত্রী। ছবি-পিটিআই।

## শেষ পর্যন্ত ঘোষণা হল না বকেয়া ডিএ'র

**কলকাতা, ২৬ জুন :** ২৭ জুনের মধ্যে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতার(ডিএ) ২৫ শতাংশ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু বৃহস্পতিবারও রাজ্য সরকারের তরফে বকেয়া মহার্ঘভাতা নিয়ে কোনও ঘোষণা করা হল না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার সহ রাজ্য প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা দিঘায় রথযাত্রায় ব্যস্ত। এদিন মুখ্যমন্ত্রী দিঘায় সাংবাদিক বৈঠক করলেও বকেয়া মহার্ঘভাতা নিয়ে একটি কথাও উচ্চারণ করলেন না। ফলে রাজ্য সরকার আদৌ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে বকেয়া মহার্ঘভাতার ২৫ শতাংশ দেবে কি না, তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ না মেনে শুক্রবারের মধ্যে বকেয়া মহার্ঘভাতার ২৫ শতাংশ রাজ্য সরকারি

**চিন্তা বাড়ছে সরকারি কর্মীদের**

কর্মচারীদের না দেওয়া হলে আদালত অবমাননা হবে বলেও মনে করছেন আইনজীবীরা। সেক্ষেত্রে মুখ্যসচিব ও অর্থসচিবকে আদালতের মুখোমুখি হতে হবে।

গত সপ্তাহেই বকেয়া মহার্ঘভাতা নিয়ে নবান্নে বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই ঠিক হয়েছিল, বকেয়া মহার্ঘভাতার ২৫ শতাংশের ২০ শতাংশ পেনশন ফান্ডে জমা করে বাকি টাকা দেওয়া হবে। চলতি মাসেই তিন দফায় ঋণ ও ঋণপত্র মিলিয়ে ৭৫০০ কোটি টাকা রিজার্ভ ব্যাংকের কাছ থেকে নিয়েছে রাজ্য সরকার। বকেয়া মহার্ঘভাতার সম্পূর্ণ দিতে হলে রাজ্য সরকারকে এই মুহূর্তে ৪০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করতে হত। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমতো ২৫ শতাংশ দিতে হলেও রাজ্য সরকারকে ১০ হাজার কোটি টাকা এই মুহূর্তে ব্যয় করতে হবে।

সেই কারণেই রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, বকেয়া মহার্ঘভাতার ২৫ শতাংশের ২০ শতাংশ পেনশন ফান্ডে জমা দিলে আপাতত ৭৫০০ কোটি টাকা খরচ করলেই হবে। সেই টাকা জোগাড়ও হয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকার কেন শেষদিন পর্যন্ত বকেয়া মহার্ঘভাতা নিয়ে কোনও ঘোষণা করল না, তা নিয়েই ধন্দে রয়েছেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা।

## কলেজে ভর্তিতে ওবিসি জট নেই

### হস্তক্ষেপ করল না হাইকোর্ট

রিমি শীল

**কলকাতা, ২৬ জুন :** ওবিসি জটে রাজ্যের কলেজে ভর্তির পোর্টালে আবেদন প্রক্রিয়ায় কোনও হস্তক্ষেপ করল না কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, ভর্তির আবেদন নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। ওবিসির নতুন তালিকায় অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ সংক্রান্ত মামলায় শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য। তাই সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের ওপর পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ভর করছে। ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'প্রাথমিক পর্যায়ে শুধু ভর্তির জন্য আবেদন নিচ্ছে রাজ্য। ভর্তির চূড়ান্ত প্রক্রিয়া এখনও শুরু হয়নি। তাই এই পরিস্থিতিতে ওবিসির নতুন বিজ্ঞপ্তি বাতিল সংক্রান্ত নির্দেশ অবমাননার বিষয়টি এখনই বিচার্য নয়।'

ওবিসির নতুন তালিকা সংক্রান্ত নির্দেশ অমান্য করে কলেজে ভর্তির পোর্টালে ওবিসি এ ও ওবিসি বি শ্রেণি বিন্যাস আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই অভিযোগে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হয়। এদিন আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী বাঁশুরি স্বরাজ আদালতে জানান, ৩১ জুলাই পর্যন্ত অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ বহাল রয়েছে। আদালতের নির্দেশের ফলে ওবিসি এ ও ওবিসি বি তালিকার বৈধতা নেই। ২০১০ সালের আগে যে ৬৬টি জনগোষ্ঠী ওবিসি তালিকাভুক্ত সেটি বৈধ। ইতিমধ্যেই ৭১ হাজার আবেদন জমা পড়েছে। রাজ্য নিজস্ব বৃত্ত অনুযায়ী পদক্ষেপ করছে। তবে আবেদন চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে মত দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ।

আদালতের বক্তব্য, 'ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে ১২ জুন। আদালতের নির্দেশের পরে শ্রেণিবিন্যাস স্থগিত রাখা হয়েছে। শীর্ষ আদালত যদি হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায় খারিজ করে তখন অসুবিধা হবে। এখনই আবেদন প্রক্রিয়া নিয়ে কী অসুবিধা রয়েছে। তা চলুক।' আবেদনে প্রশ্ন তুলে বিচারপতি মান্থা বলেন, 'এখনও মেধাতালিকা তৈরি হয়নি। রাজ্য বলেছে, এখন সকলকে ভর্তি নিতে পারবে, পরে শ্রেণি বিন্যাস করা হবে। সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ না করলে তখন আবেদন করবেন।'

তবে আবেদনকারীর দাবি, ক্যাটেগোরি উল্লেখ করলে আসন নিয়ে সমস্যা তৈরি হবে। বিচারপতি মান্থার বক্তব্য, 'শ্রেণি বিন্যাস করা না হলে আপনার অধিকার কীভাবে বঞ্চিত হবে? শ্রেণি বিন্যাস করার পর অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে আবেদন করবেন।' সমস্ত পক্ষের সওয়াল জবাবের পর ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, সুপ্রিম কোর্টের কোনও স্থগিতাদেশ ছাড়া কলেজগুলিতে ভর্তি বা চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের ১৭ জুনের নির্দেশ পুঙ্খানুপুঙ্খ পালন করা হবে বলে হলফনামা দিয়ে জানাবে রাজ্য। ২০১০ সালের আগে যাঁরা ওবিসি তালিকায় নথিভুক্ত ছিলেন তাঁদের অধিকারও ক্ষুণ্ণ হবে না বলে জানাতে হবে। ভর্তির পোর্টালে ওবিসির শ্রেণি বিন্যাস সংক্রান্ত রাজ্যের নির্দেশিকা নিয়েও সন্তুষ্ট আদালত। রাজ্যের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলায় তাই আপাতত হস্তক্ষেপ নয় ডিভিশন বেঞ্চের।

আদালতের নির্দেশের পর শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'আজ মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট ভর্তির বিষয় নিয়ে হস্তক্ষেপ করেনি। এই সিদ্ধান্তে আমরা কৃতজ্ঞ।'

**পর্যবেক্ষণ**

- প্রাথমিক পর্যায়ে কলেজে আবেদন প্রক্রিয়া চালু থাকুক
- রাজ্যের বিরুদ্ধে অবমাননার মামলায় হস্তক্ষেপ নয়
- আদালতের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন নিয়ে হলফনামা দেবে রাজ্য
- হাইকোর্টকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ব্রাত্য বসু

## শোকজ হুমায়ুনকে, দোষ কবুল ধৃতের

স্বরূপ বিশ্বাস ও রিমি শীল

**কলকাতা, ২৬ জুন :** দলকে না জানিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর আগ বাড়িয়ে কালীগঞ্জের নিহত নাবালিকার মাকে টাকা দিতে যাওয়ায় তাঁকে শোকজ করল তৃণমূল। হুমায়ুনের এই আচরণের পর বিস্তর বিতর্ক তৈরি হয়। তারপরই এই পদক্ষেপ করেছে রাজ্যের শাসক দল। বৃহস্পতিবার তৃণমূলের রাজ্য সহসভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার তাঁকে শোকজের বিষয়টি প্রকাশ্যে আনেন। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে চিঠির জবাব দিতে বলা হয়েছে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই ধৃত কালু শেখ পুলিশি জেরায় স্বীকার করেছে, ওই পরিবারকে লক্ষ্য করে বোমা ছোড়া হয়েছিল। পুরোনো রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব থেকেই এই হামলা। তার সঙ্গে আরও কয়েকজন যুক্ত ছিল।

সিপিএম করার অভিযোগে এই পরিবারের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক আক্রমণের অভিযোগ ওঠে। এবার কালীগঞ্জের ঘটনায় সিপিএম পথে নামছে। ২৮ জুন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ও মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও ২৯ জুন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল যাওয়ার কথা রয়েছে।

কালীগঞ্জের উপনির্বাচনের ফল প্রকাশের দিনই তৃণমূলের ছোড়া বোমায় নাবালিকার মৃত্যু হয় বলে বুধবার তার পরিবারকে টাকা দিতে যান প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন কবীর। কিন্তু তা নিতে অস্বীকার করেন মৃতার মা। তা নিয়ে চরম বিতর্কের সূত্রপাত

এই ছবি ঘিরে শুরু হয়েছে সমালোচনা। ফাইলচিত্র।

হয়। এই পরিস্থিতিতে তাঁকে দলের শোকজের মুখে পড়তে হয়েছে। এই নিয়ে বিধায়কের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে তিনি অরাজনৈতিক একটি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। সেই সূত্রে তিনি দেখা করতে এসেছিলেন বলে আগে দাবি করেছিলেন। এই প্রেক্ষিতে শাসক দলের বক্তব্য, হুমায়ুনের এই কাজ সমর্থন করে না দল। তাই কেন তিনি এই কাজ করেছেন তা জানতে চাওয়া হয়েছে। ঘটনার প্রথম থেকেই পুলিশ ও স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন নাবালিকার মা। তাঁর দাবি, পুলিশ সব জানার পরেও পদক্ষেপ করেনি। তিনি মেয়ের মৃত্যুর বিচার চান। এই ঘটনায় ধৃত পাঁচজনই তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত বলে পুলিশ সূত্রে খবর। মূল অভিযুক্ত আনোয়ার শেখ এলাকায় প্রভাবশালী ছিল বলেও তদন্তে উঠে এসেছে। এলাকায় দাদাগিরি ও পুলিশি তোয়াক্কার ঊর্ধ্বে থাকতেন আনোয়ার।

ওই পরিবার সিপিএমের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তারপরেও কেন ঘটনার পর থেকে দল পাশে দাঁড়ায়নি তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে বিরোধীরা। এই পরিস্থিতিতে কালীগঞ্জ নিয়ে কর্মসূচি নেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে সিপিএম। স্থানভিত্তিক প্রতিবাদ কর্মসূচি করছে প্রদেশ কংগ্রেসও।

গড়িয়াহাটে রথযাত্রার শেষ মুহূর্তের কেনাকাটা। ছবি-আবির চৌধুরী।

## আপাতত বন্ধ 'দুয়ারে সরকার'

**কলকাতা, ২৬ জুন :** লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যশ্রী, কন্যাশ্রী সহ বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের অর্থবরাদ্দে এবার বাধ্য হয়ে রাশ টানতে চলেছে রাজ্য সরকার। বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দে লাগাম টানতে চায় সরকার। তা করতে হলে সবচেয়ে আগে দরকার সামাজিক প্রকল্পে প্রকৃত উপভোক্তার সংখ্যা যাচাই করে তাঁদের এককাট্টা করা। ঢালাওভাবে সবাইকে সরকারি সুবিধার আওতায় নিয়ে আসা যে মোটেই সরকারের গঠনমূলক পদক্ষেপের পর্যায়ে পড়ে না। এটা এখন চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়ে সরকারকে রীতিমতো গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হচ্ছে বলেই বৃহস্পতিবার নবান্নে অর্থ দপ্তর সূত্রের খবর। যদিও ঢালাওভাবে উপভোক্তা ছাঁটাইয়ের মোটেই পক্ষপাতী নন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পিছনে রয়েছে ভোট। ২০২৬-এ বিধানসভা ভোটের আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে শুরু করে কল্যাণমূলক সামাজিক প্রকল্পগুলি সমানতালে চালু রাখতে চান তিনি। তবে 'অক্টোপাসের' মতো আর্থিক চাহিদা সরকারকে সাম্প্রতিককালে ঘিরে ধরায় সামাজিক প্রকল্পের রাশ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখার বিষয়ে একরকম সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

নবান্নে ওপর মহলের খবর, এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী একান্তে মুখ্যসচিব ও অর্থসচিবের সঙ্গেও কথা বলেছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো সামাজিক প্রকল্পগুলিতে খরচে রাশ টানা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রেরও কয়েক দফা কথা হয়েছে। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর পরামর্শ ও সহায়তায় অতীতে 'ভোটের তাগিদে'-ই মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সরকারের পক্ষ থেকে প্রকল্পগুলি চালু করেন। তার ফলও মিলেছিল হাতেনাতে। প্রকল্পগুলি জনপ্রিয় হওয়ার পাশাপাশি রাজ্যের বিগত প্রায় ভোটেই 'মাইলেজ' এনে দেয় শাসকদল তৃণমূলকে। একমাত্র সে কারণেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো জনপ্রিয় সামাজিক প্রকল্পগুলি মোটেই পুরোপুরি বন্ধ করতে চান না মুখ্যমন্ত্রী। উপভোক্তার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখে সম্ভব হলে আরও উপভোক্তার অর্থের পরিমাণ বাড়াতে চান মুখ্যমন্ত্রী। তা নিয়ে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে কথা চলছে তাঁর। এতে রাজ্যের অর্থপ্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের সঙ্গে অমিতবাবুর শলাপরামর্শও থাকছে।

উপভোক্তা যাচাইয়ের বিষয়টি এখন প্রাথমিকভাবে দপ্তরে কাজও শুরু করেছে। সামাজিক প্রকল্পগুলিতে উপভোক্তার সংখ্যা যাতে না বাড়ে তার জন্য রাজ্যে 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সহ বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে মোট উপভোক্তার সংখ্যা কত বা তা যাচাই শুরু করা হলে কী সম্ভাবনা আসতে পারে, তার ওপর একটা বিস্তারিত রিপোর্ট অর্থ দপ্তরের কাছে চাওয়া হয়েছে। যার ওপর ভিত্তি করে অমিতবাবুর মতো অন্যদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন মুখ্যমন্ত্রী।

## কেষ্ট-ঘনিষ্ঠকেও কড়া বার্তা বক্সীর

**কলকাতা, ২৬ জুন :** বীরভূম জেলার তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে আগেই সেন্সর করেছে দল। এবার তাঁর অনুগামী সুদীপ্ত ঘোষকে সতর্ক করে দিলেন শীর্ষ নেতৃত্ব। কয়েকদিন আগে কোর কমিটিকে না জানিয়ে দুবরাজপুরে সাংগঠনিক বৈঠক ডেকেছিলেন সুদীপ্ত। অথচ তাঁর বৈঠক ডাকার অধিকার নেই। দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, বীরভূমে বৈঠক ডাকতে পারেন একমাত্র দলের জেলা চেয়ারম্যান আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।

দুবরাজপুরের ওই বৈঠকের খবর আশিসবাবুর কাছেও ছিল না। বৈঠকে তৃণমূল নেতা পীযূষ পাণ্ডে উপস্থিত ছিলেন। দলীয় রাজনীতিতে তিনি কেষ্ট অনুগামী বলেই পরিচিত। বিধানসভার অধিবেশন চলাকালীন এই বৈঠক ডাকায় সুদীপ্তর কাছে কৈফিয়ত তলব করেছেন দলের রাজ্য সভাপতি।

দলের জেলা চেয়ারম্যান আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'দুবরাজপুরের বৈঠকের কথা আমার জানা ছিল না। পরে শুনেছি। দলের রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ মতো বৈঠক ডাকার অধিকার একমাত্র আমার। কেন ওই বৈঠক আমাকে না জানিয়ে হয়েছে, তা বলতে পারব না।' বীরভূম জেলা কোর কমিটির সদস্য তথা জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ বলেন, 'দলের জেলা চেয়ারম্যানই একমাত্র বৈঠক ডাকতে পারেন। কে কোথায় বৈঠক ডাকছে, তা আমার জানা নেই। তবে এটা দলীয় শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে।' দুবরাজপুরের প্রাক্তন বিধায়ক নরেশচন্দ্র বাউড়ি বলেন, 'দলের শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। কেউ শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে তাঁর বিরুদ্ধে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব নিশ্চিত পদক্ষেপ করবে।' কেষ্ট বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। তবে দলের স্বার্থে ছোট ছোট বৈঠক হতেই পারে।' সুদীপ্ত ঘোষকে এই নিয়ে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

তৃণমূল সূত্রের খবর, গত শুক্রবার এই বৈঠক হয়েছে দুবরাজপুরে। ওইদিনই দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর কাছে অভিযোগ জমা পড়ে। তারপরই এই নিয়ে আশিসবাবুর কাছে জানতে চান বক্সী। এই বৈঠক নিয়ে তাঁর কিছু জানা নেই বলে আশিসবাবু জানিয়ে দেন। এরপরই সুদীপ্তকে চরম সতর্কবার্তা দেওয়া হয়। দলের জেলা চেয়ারম্যানকে না জানিয়ে কোনও বৈঠক করা যাবে না বলে তাঁকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন বক্সী। এমনকি কোর কমিটির সদস্য হওয়া সত্ত্বেও অনুব্রত মণ্ডল যে কোনও বৈঠক ডাকতে পারবেন না, সেই কথাও তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। আগামীদিনে এই ধরনের কোনও দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের কাজ করলে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বক্সী।

## বাড়ি ছাড়ার নির্দেশ

**কলকাতা, ২৬ জুন :** ক্যানসার আক্রান্ত বৃদ্ধ বাবা ও অসুস্থ মা-কে দেখভাল না করে অত্যাচার করে ছেলে ও বৌমা। এই অভিযোগে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের বাসিন্দা বৃদ্ধ দম্পতি। বৃহস্পতিবার এই মামলায় বিচারপতি অমৃতা সিনহা ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে ছেলে ও বৌমাকে বাড়ি ছাড়ার নির্দেশ দেন। তাঁরা বাড়ি খালি না করলে পুলিশ ব্যবস্থা নেবে বলে জানায় আদালত। বিচারপতির মন্তব্য, 'বৃদ্ধ বাবা-মায়ের চিকিৎসা ও জীবনযাপনে অর্থ সাহায্য করেন না তাঁরা। তাই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে বৃদ্ধ দম্পতিকে শান্তিপূর্ণ, সুরক্ষিতভাবে থাকতে দিতে হবে।' ছেলে ও বৌমা পেশায় আইনজীবী। কিন্তু উত্তর দিনাজপুর জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনকে জানিয়ে লাভ হয়নি।

## সিদ্ধান্ত নেবে নিম্ন আদালত

**কলকাতা, ২৬ জুন :** আরজি কর কাণ্ডের ঘটনাস্থল দেখতে যাওয়া নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে নিম্ন আদালত। এই বিষয়ে এখনই সিদ্ধান্ত নিল না কলকাতা হাইকোর্ট। নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবীর তরফে ঘটনাস্থল দেখতে যেতে চেয়ে আবেদন জানানো হয়েছিল হাইকোর্টে। বৃহস্পতিবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ জানিয়ে দেন, মূল মামলার বিচার প্রক্রিয়া নিম্ন আদালতে চলছে। তাই ঘটনাস্থল দেখতে যাওয়ার অনুমতির জন্য সেখানেই আবেদন করতে হবে। আবেদনের ভিত্তিতে নিম্ন আদালতকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি। আরজি করের ঘটনায় পুনরায় তদন্ত মামলা দায়ের হয়েছিল। এদিন সেই মামলায় সিবিআইকে বিচারপতি বলেন, 'অনেকটা সময় পাচ্ছেন। বিস্তারিত জানান তদন্ত কীভাবে এগোচ্ছে। ২৪ জুলাইয়ের রাজ্য ও সিবিআই হলফনামা জমা দেবে। ১১ অগাস্টের মধ্যে হলফনামা দেবে পরিবার।

**আরজি কর কাণ্ড**

## বিধানসভায় আধা সেনায় না

**কলকাতা, ২৬ জুন :** শুভেন্দু অধিকারীর নিরাপত্তারক্ষী সিআরপিএফ জওয়ানদের প্রবেশাধিকার চেয়ে দায়ের হওয়া মামলায় বৃহস্পতিবার সওয়াল শেষ করলেন তাঁর আইনজীবী। তবে এখনই তাঁর অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষার আবেদনে সম্মতি দেয়নি আদালত। তাঁর আইনজীবী আদালতে জানান, বিধানসভার নির্দেশিকায় উল্লেখ রয়েছে অস্ত্র ছাড়া নিরাপত্তারক্ষীরা বিধানসভার ভিতরে ঢুকতে পারেন। শাসক দলের মন্ত্রী-বিধায়করা নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে পারলে বিরোধী রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে তা ব্যতিক্রম কেন? এটা ভারতীয় সংবিধানের ১৪ ও ২১ নম্বর ধারার পরিপন্থী।

# কোচবিহারে পথেই মুখ থুবড়ে পথশ্রী

## ঠিকাদারদের গড়িমসি, নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও বাকি ২৭টি রাস্তার কাজ

**গৌরহরি দাস**

**কোচবিহার, ২৬ জুন :** নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার প্রায় তিন মাস পরও কোচবিহার জেলা পরিষদ পথশ্রী-৩ প্রকল্পের সমস্ত রাস্তার কাজ করতে পারেনি। জেলা পরিষদ সূত্রে খবর, ২৭টি রাস্তার কাজ এখনও বাকি রয়েছে। অপরদিকে, বছর পেরিয়ে গেলেও টেন্ডারে কেউ অংশ না নেওয়ায় পরিষদ পাঁচ রাস্তার কাজ শুরুই করতে পারেনি। নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ না হওয়ার পেছনে ঠিকাদারদের গড়িমসি, সময়ে টাকা না আসা ও বৃষ্টির মতো নানা কারণ উঠে এসেছে। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন বললেন, 'কাজ করা নিয়ে কিছু এজেন্সির গড়িমসি ও বর্ষা শুরু হয়ে যাওয়ার কারণে এই সমস্যা দেখা দিয়েছে।' পরিষদের ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার দেবপ্রিয় নিয়োগী বলেন, 'পথশ্রী-৩ প্রকল্পে ১০১টি রাস্তার মধ্যে ৭৪টি রাস্তার কাজ শেষ হয়েছে। ২৭টির কাজ চলছে। খুব শীঘ্রই ওই কাজ শেষ হবে।'

পথশ্রী-৩ প্রকল্পে ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে কোচবিহার জেলায় ১৫৬ কিলোমিটার ৪০০ মিটার রাস্তা তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। এর জন্য ৪৬ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ধরা হয়। জেলা পরিষদ এরজন্য ১০৭টি রাস্তার টেন্ডার করে। যদিও পরে একটি রাস্তার টেন্ডার এসআরডিএ-র সঙ্গে মিলে যাওয়ায় সেটি বাতিল হয়। ফলে ১০৬টি রাস্তার টেন্ডার হয়। এর মধ্যে ১০১টি রাস্তার কাজ শুরু হয়। বাকি পাঁচটি রাস্তার জন্য টেন্ডারে কেউ অংশ না নেওয়ায় সেই রাস্তাগুলির কাজ এখনও শুরু হয়নি। এই রাস্তাগুলির কাজ ২০২৫ সালের মার্চ মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ করার কথা ছিল। কিন্তু এখন জুন মাস শেষ হতে চললেও শুরু হওয়া ১০১টি রাস্তার মধ্যে মাত্র ৭৪টি রাস্তার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকিগুলির কাজ এখনও চলছে। জেলার ১২টি ব্লকের মধ্যে শুধুমাত্র সিতাই, হলদিবাড়ি, মেখলিগঞ্জ ও কোচবিহার-২ এই চারটি ব্লকে রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। শীতলকুচি ব্লকে দুটি রাস্তার কাজ বাকি রয়েছে। কোচবিহার-১ ব্লক সহ বাকি ব্লকগুলিতেও বেশকিছু রাস্তার কাজ বাকি রয়েছে। এর মধ্যে তুফানগঞ্জ-১ ব্লকে সবচেয়ে বেশি রাস্তার কাজ বাকি। বর্ষা শুরু হওয়ায় সেই কাজ কবে শেষ হবে সে বিষয়ে কেউই পরিষ্কার করে কিছু বলতে পারছে না।

কী কারণে এই সমস্যা বলে প্রশ্ন জোরালো হয়েছে। এর পিছনে ঠিকাদারদের একাংশের গড়িমসির বিষয়টি মূলত উঠে এসেছে। জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের তরফে এর জন্য বেশকিছু ঠিকাদারকে শোকজও করা হয়েছে। যদিও বিশেষ সূত্রে খবর, সময়মতো টাকা না আসার কারণেই মূলত এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। এক ঠিকাদার বললেন, 'সবাই তো আমাদের দোষ দিয়েই খালাস! কিন্তু কাজ করে যদি তাঁরা সময়মতো টাকা না পান তবে কীভাবে কাজ করবেন?'

### বাড়বে ভোগান্তি

- ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে কোচবিহার জেলায় ১৫৬ কিলোমিটার ৪০০ মিটার রাস্তা তৈরির সিদ্ধান্ত হয়
- ১০৬টি রাস্তার টেন্ডার হয়, এর মধ্যে ১০১টি রাস্তার কাজ শুরু হয়
- এই রাস্তাগুলির কাজ মার্চ মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ করার কথা ছিল
- জুন মাস শেষ হতে চললেও মাত্র ৭৪টি রাস্তার কাজ সম্পন্ন হয়েছে, বর্ষায় ভোগান্তির আশঙ্কা

## ১৯ বছর পর বাড়ি ফিরলেন রবিউল

**কালিয়াচক, ২৬ জুন :** ১৯ বছর নিখোঁজ থাকার পর অবশেষে বাড়ি ফিরলেন এক ব্যক্তি। কালিয়াচকের সিলামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাহাদুরপুরের ঘটনা। ওই ব্যক্তির নাম রবিউল ইসলাম (৪৫)। মানসিক ভারসাম্যহীন রবিউল কোনওভাবে পৌঁছে গিয়েছিলেন মুম্বইয়ে। স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। পরবর্তীতে মুম্বইয়ের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে ওঠেন। সম্প্রতি তাঁর স্মৃতি ফিরে আসে। মুম্বইয়ের এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে তাঁর বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করা হয়। বুধবার বাড়ি ফেরেন রবিউল। নিখোঁজ হওয়ার সময় বেঁচে ছিলেন তাঁর বাবা-মা। বছর দশেক আগে দুজনেই মারা যান। রবিউল নিখোঁজ হওয়ার পর স্ত্রী রুলি বিবি একমাত্র সন্তান নাজমা খাতুনকে নিয়ে চলে আসেন তাঁর বাবার বাড়িতে কালিয়াচকের কাশিমনগরে। খবর পেয়ে রুলি ও তাঁর মেয়ে ছুটে আসেন রবিউলকে দেখতে। পঞ্চায়েত সমিতির স্থানীয় সদস্য মরতুজ শেখ বলেন, 'রবিউল বাড়ি ফিরে আসায় আমরা খুশি। আপাতত তাঁর থাকা, খাওয়ার ব্যবস্থা করছেন গ্রামবাসী।'

## বিপাকে পরিযায়ী শ্রমিকরা

# ওড়িশায় আটক বঙ্গের ২০

**সৌরভকুমার মিশ্র ও পরাগ মজুমদার**

**হরিশ্চন্দ্রপুর ও বহরমপুর, ২৬ জুন :** বাংলাদেশি সন্দেহে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার মশালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের তালগাছি গ্রামের ১৯ জন ও মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার ১ জন পরিযায়ী শ্রমিককে আটক করা হয়েছে। বুধবার ওড়িশায় কটক জেলার মাহঙ্গা এলাকা থেকে স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসন তাঁদের আটক করে। তাঁরা সবাই কটকের নানা এলাকায় নানা সামগ্রী ফেরির কাজ করেন। সেখানে এক ক্যাম্পে তাঁদের রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ। গত বছরই এই তালগাছি এলাকার কয়েকজনকে বাংলাদেশি সন্দেহে ওই এলাকায় নিগ্রহ করা হয়েছিল। বুধবার দুপুরে তালগাছি এলাকার পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের সদস্যরা সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিজিয়া সুলতানার কাছে অভিযোগ জানান। বিডিও তাপসকুমার পাল জেলা শাসককে এ বিষয়ে অবগত করেন। ওই শ্রমিকদের উদ্ধার করতে প্রশাসন উদ্যোগী হয়েছে।

হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিজিয়া সুলতানা বললেন, 'তালগাছি গ্রামের যে ১৯ জনকে আটক করা হয়েছে তাঁরা সবাই ফেরিওয়ালা হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে ওড়িশায় কাজ করেন। বাংলা ভাষায় কথা বললেই কেউ তো আর বাংলাদেশি হয়ে যায় না। ওঁদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।' স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী তাজমুল হোসেনের আশ্বাস, 'এবিষয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্য পরিযায়ী শ্রমিক উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মহম্মদ সামিরুল ইসলামের সঙ্গে কথা হয়েছে। ওই শ্রমিকরা ওড়িশার ক্যাম্পে রয়েছেন। সেখানকার সরকারের সঙ্গে কথা চলছে। অবিলম্বে ওই শ্রমিকদের ঘরে ফেরানো হবে।' এবিষয়ে সরকারিভাবে সমস্ত রকম উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন।

*হরিশ্চন্দ্রপুরে তালগাছি গ্রামে উদ্বিগ্ন শ্রমিকদের পরিবার।*

### ক্যাম্পে ঠাঁই

- কটক জেলার মাহঙ্গা এলাকায় বহু পরিযায়ী শ্রমিক আটক
- তাঁদের সেখানকার এক ক্যাম্পে আটকে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ
- খবর পাওয়ার পর ওই শ্রমিকদের পরিবারগুলিতে দুশ্চিন্তা ছড়িয়েছে
- আটক শ্রমিকদের বাড়ি ফেরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলে প্রশাসন জানিয়েছে

জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ওই এলাকায় থাকা ৫০-৬০ জন পরিযায়ী শ্রমিককে বুধবার সকালে ওড়িশার মাহাঙ্গা থানায় ডেকে পাঠানো হয়। তারপর তাঁদের আটক করা হয়। আটক শ্রমিকদের মধ্যে ১৯ জন মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুরের তালগাছি এলাকার বাসিন্দা। আটক শ্রমিক মজিবুর রহমানের বাবা মোহাম্মদ ইয়াসিন বলেন, 'যাঁরা কাজের জন্য ওড়িশায় গিয়েছেন তাঁদের সবার কাছে ভারতীয় পরিচয়পত্র রয়েছে। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশি বলে অভিযোগ তুলে তাঁদের আটকে রাখা হয়েছে। এর জেরে আমরা খুবই চিন্তায় পড়েছি। যতক্ষণ না ওঁদের ঘরে ফেরানো হচ্ছে ততক্ষণ আমাদের স্বস্তি নেই।' ওড়িশায় গিয়ে বহরমপুর মহকুমার অন্তর্গত হরিহরপাড়ার হতদরিদ্র পরিবারের সদস্য পেশায় দিনমজুর জালিম শেখও আটক হয়েছেন। পরিবারের সদস্যরা বিপাকে পড়েছেন। স্বামীকে ঘরে ফেরাতে জালিমের স্ত্রী ময়না বিবি প্রশাসনের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি সোহেল রানা এভাবে শ্রমিকদের আটক করার ঘটনার নিন্দা করেছেন।

শ্রমিক ঐকমত্য সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক আসিফ ফারুক বললেন, 'শুধু মালদাই নয়, এরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের শ্রমিকরা ওড়িশার নানা জায়গায় হেনস্তার শিকার হচ্ছেন। বাংলাদেশি বলে অপবাদ দিয়ে তাঁদের আটক করা হচ্ছে। সমস্যা মেটাতে পুলিশ ও প্রশাসনকে যাবতীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।'

### মহাকালীর সাজে

*আষাঢ় যাত্রা-বোনালু উৎসবে। হায়দরাবাদের গোলকোন্ডা ফোর্টে। বৃহস্পতিবার।*

## শিশুকন্যাকে খুন মায়ের

*প্রথম পাতার পর*

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন প্রতিবেশী ফাঁস খুলে নীচে নামায়। নাতি জানায়, মা তার বোনকে খুন করে বিছানায় ঢেকে রেখেছে। বিছানায় নজর দিতেই দেখি নাতনির নিথর দেহ ঢাকা দেওয়া রয়েছে। মমিনা নিজেও জানায়, তার মেয়েকে শ্বাসরোধ করে খুন করেছে। আমরা আর অপেক্ষা না করে পুলিশকে খবর দিই।'

কী এমন ঘটেছিল যে মমিনা নিজেই নিজের সন্তানকে খুন করতে গেলেন? গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মোজাম্মেল মিয়াঁ জানান, পরিবারের লোকের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি, সকালে কলপাড়ে বাসি ভাত ফেলা নিয়ে শাশুড়ি ও বৌমার মধ্যে ঝগড়া হয়। তখন কাজে যাওয়ার সময় ঝগড়া দেখে রেগে গিয়ে মমিনার স্বামী মিজানুর শেখ খাওয়াদাওয়া না করেই কাজে চলে যান। এরপরেই মমিনা তাঁর দুই সন্তানকে নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন। মোজাম্মেল বলেন, 'এর মাঝে এই কাণ্ড করেছে বলে মনে হচ্ছে।' প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, মমিনা বরাবরই বদরাগি। এর আগেও স্বামী, সন্তানদের ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। পঞ্চায়েতের তরফে আলোচনার করে তাঁকে ফিরিয়ে আনা হয়। কিন্তু এদিন সামান্য ঝগড়াকে কেন্দ্র করে যা ঘটালেন তা কোনওভাবেই মানতে পারছেন না গ্রামবাসী। মমিনার স্বামী মিজানুর শ্রমিকের কাজে বাইরে চলে যাওয়ায় ঘটনার বিন্দুমাত্র আঁচ করতে পারেননি। এদিন মোবাইল ফোনে ঘটনার খবর জেনে বাড়িতে ফিরে আসেন। ঘটনা শোনার পর থেকে ঘনঘন জ্ঞান হারাচ্ছেন মিজানুর।

স্থানীয় বাসিন্দা সফিনা বিবি জানান, এদিন তিনিও মমিনাদের বাড়ির কাছেই ছিলেন। মমিনার ছেলের কথামতো তিনিও ঘরে গিয়ে মমিনাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। তড়িঘড়ি দড়ি কেটে তাঁকে নামানো হয়। আর তখনই বিছানায় শিশুকন্যার নিথর দেহ লক্ষ করেন তাঁরা। এরপরেই মমিনাকে ঘিরে রাখেন গ্রামের মহিলারা। পুলিশ এসে পরবর্তীতে মমিনাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

## জলঢাকায় নিষেধাজ্ঞা

**ধূপগুড়ি, ২৬ জুন :** বৃষ্টির জেরে জলঢাকা নদীতে জলস্তর বেড়ে গিয়েছে। নদীতে নামা নিয়ে সতর্ক করল গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার ধূপগুড়ি ও ময়নাগুড়ি ব্লকে মাগুরমারি-২ ও আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত জলঢাকা নদীতে নামার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করল। দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে নদীর পাশে একটি সতর্কীকরণ পোস্টারও বসানো হয়েছে।

কয়েকদিন আগে জলঢাকা নদীতে এক তরুণের তলিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে। টানা বৃষ্টিতে নদীতে জলস্ফীতি ঘটেছে। বর্ষায় জেলা ও মহকুমা স্তরে যেমন সিভিল ডিফেন্স বাহিনীকে সতর্ক রাখা হয়, তেমনই নদীতেও কড়া নজরদারি চালানো হয়। গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েত মাইকিং করে নদীর জলস্ফীতির বিষয়টি প্রচার করেছিল। নিষেধাজ্ঞা নিয়েও আগামীতে মাইকিং করা হবে। জলঢাকায় জলস্ফীতি হলে ধূপগুড়ি ব্লকের কুর্শামারি ও ময়নাগুড়ি ব্লকের কিছু অংশ প্লাবিত হয়।

# মেখলিগঞ্জে তিনবিঘা শহিদ স্মরণ

**দীপেন রায়**

**মেখলিগঞ্জ, ২৬ জুন :** তিনবিঘা আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে বৃহস্পতিবার মেখলিগঞ্জে পালিত হল তিনবিঘা শহিদ দিবস। ১৯৯২ সালের ২৬ জুন তিনবিঘা করিডর হস্তান্তরের দিন আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন মেখলিগঞ্জ ব্লকের ফুলকাডাবরির ক্ষীতেন অধিকারী ও কুচলিবাড়ির জীতেন রায়। তার আগে ১৯৮৬ সালে তিনবিঘা জমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে শহিদ হন সুধীর রায়। তাঁদের স্মরণে প্রতিবছর ২৬ জুন শহিদ দিবস পালিত হয়।

এদিন শহিদ বেদিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান তৃণমূল, বিজেপি, ফরওয়ার্ড ব্লক, এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) সহ বিভিন্ন দলের নেতা-কর্মী ও সমাজসেবী সংগঠনের সদস্যরা।

তিনবিঘা সংগ্রাম কমিটির সম্পাদক তথা তৃণমূল বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী বলেন, 'তিনবিঘা আন্দোলন এখনও শেষ হয়নি। ছিটমহল বিনিময় হলেও বাংলাদেশের দহগ্রাম-অঙ্গারপোঁতা সহ বেশ কয়েকটি ছিট এখনও ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়নি। যতদিন না এসব ছিট ভারতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, ততদিন আন্দোলন চলবে।'

একই কথা শোনা গেল বিজেপি নেতাদের মুখেও। দলের জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি শ্যামল রায়, প্রাক্তন সভাপতি বাপি গোস্বামী, সাধারণ সম্পাদক দধিরাম রায়, মণ্ডল সভাপতি বিমল রায় সহ অন্য নেতারা বেদিতে মালা দেন। তারপর দধিরাম রায় বলেন, 'দহগ্রাম-অঙ্গারপোঁতাকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে করিডর তুলে দেওয়ার দাবি আমরা কেন্দ্রের কাছে জানাব।'

তবে সরকারি অবহেলায় ক্ষুব্ধ শহিদদের পরিবার। ক্ষীতেনের স্ত্রী আরতি অধিকারী বলেন, 'শহিদদের সন্তানদের চাকরির আশ্বাস দেওয়া হলেও তা আজও পূরণ করেনি।' সুধীরের ছেলে ভূপেনের কথায়, 'মা খুব কষ্ট করে বড় করেছেন, কিন্তু প্রশাসন বা রাজনৈতিক নেতারা আমাদের খোঁজ রাখেননি।' যদিও এ নিয়ে রাজনৈতিক নেতারা মুখ খোলেননি।

এদিন কাংড়াতলি কালচারাল ক্লাবের সদস্যরা শহিদ পরিবারের হাতে নতুন বস্ত্র ও গাছের চারা তুলে দেন। শহিদ বেদিও পরিষ্কার করা হয় ক্লাবের উদ্যোগে। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, সারাবছর বেদি পড়ে থাকে অবহেলায়। বছরের বাকি সময় কেউ খোঁজ রাখেন না।

## হিলকার্ট রোডের দায়িত্বে কেন্দ্রীয় সংস্থা

**শিলিগুড়ি, ২৬ জুন :** দার্জিলিংগামী হিলকার্ট রোড বা ১১০ নম্বর জাতীয় সড়কের দায়িত্ব নিল ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল)। চলতি সপ্তাহেই সংস্থার আধিকারিকরা সুকনা থেকে শুরু করে কার্সিয়াং হয়ে দার্জিলিং পর্যন্ত রাস্তার পুরোটাই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখেছেন। পাশাপাশি এতদিন রাস্তার দায়িত্বে থাকা পূর্ত দপ্তরের জাতীয় সড়ক বিভাগের (ডিভিশন-৯) বাস্তুকারদের সঙ্গে আলোচনাও করেছেন। সূত্রের খবর অনুযায়ী, এই রাস্তায় বর্তমানে বেশ কিছু জায়গায় পূর্ত দপ্তর সংস্কার এবং ধস মোকাবিলার কাজ করছে। সেই কাজগুলি পূর্ত দপ্তরই আপাতত করবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সংস্থা রাস্তাটির সম্প্রসারণ, ধস মোকালিবায় গার্ডওয়াল তৈরি সহ অন্যান্য কাজের জন্য ডিটেইলস প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পূর্ত দপ্তরের জাতীয় সড়ক-৯ বিভাগের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দেবব্রত ঠাকুর অবশ্য এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি।

বহু বছর ধরে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিংগামী জাতীয় সড়ক হিলকার্ট রোড রাজ্যের পূর্ত দপ্তরের জাতীয় সড়ক-৯ ডিভিশন দেখছে। কিন্তু দার্জিলিংয়ের পথে নিত্য যানজট, মাঝেমধ্যেই ধস নেমে যানবাহন চলাচলে বিপত্তি লেগেই রয়েছে।

# বিধানসভার আভিজাত্য

*প্রথম পাতার পর*

স্যর হয়েছেন। তিনি বেঁচে থাকলে এখনকার বাঙালি নেতাদের খেলা বুঝতেন, অঙ্কও বুঝতেন। নজরে শুধু ক্ষমতা যে!

বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির সদস্যদের কথাবার্তা, কাজকর্ম, অঙ্গভঙ্গি বাঙালির পক্ষে পীড়াদায়ক লজ্জা। এটাই কি বাঙালির স্বরূপ? দিনকয়েক আগে ধাক্কাধাক্কিতে চশমা ভাঙল কারও, ভাঙল হাতঘড়ি, মহিলা নিরাপত্তারক্ষীদের গায়ে হাত পড়ল সেখানে। কী উদাহরণ রাখছি আমরা? ভোটে জেতা বিধায়ক নেতারাই যদি এরকম করেন, তাহলে তো জেতার পর গ্রামের কর্মীরা বোমাটোমা ছোড়ার সাহস পাবেনই!

বিজেপির বিধায়কদের মারে জখম হলেন বিধানসভার মহিলা কর্মীরা। ওদিকে তৃণমূল কর্মীরা জয়ের আনন্দে বোমা ছুড়ে মেরেই ফেলল এক নিষ্পাপ নাবালিকাকে।

রাজ্যের যা পরিস্থিতি, তাতে আগামী নির্বাচনে এই দুটো পার্টিরই কেউ রাজ করবে। তাহলে আমরা মানুষ কাদের ওপর ভরসা করব? দুটো পার্টির অধিকাংশ বিধায়কের মুখের ভাষা আপনার পছন্দ নয়। শারীরিক অঙ্গভঙ্গিতে অনেকে আবার মনে করিয়ে দেন পাড়ার নগা-জগা-খগাকে। এরা কী শিক্ষা দেবেন স্থানীয় মাস্তানকুলকে? পরিবেশ তো সেই একই থেকে যাবে! দাদাগিরি তো সেই একই থেকে যাবে!

বাঙালির ভদ্রতা বোধের সংজ্ঞা নতুন করে লিখতে হচ্ছে এই নেতাকুলের জন্যই। এঁরা পালটে দিচ্ছেন রুচি, পালটে দিচ্ছেন ভাষা। সবচেয়ে আতঙ্কের, বাংলার বাইরে অবাঙালিদের কাছে বাংলার ভাবমূর্তির তেরোটা বেজে গিয়েছে। আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতার চিন্তাধারা ও ভাবনা পথে লুটোপুটি খাচ্ছে এখন। বোমায় নাবালিকার মৃত্যুও আমরা অতি সহজে মেনে নিচ্ছি।

ঘুমায়, ঘুমায় সেই বালিকা। আর আমাদের অনেকে সেখানেও খুঁজতে থাকে ধর্ম। যে মারা গিয়েছে সে কোন ধর্মের যেন? হিন্দু হলে এক প্রতিক্রিয়া, মুসলিম হলে আরেকরকম। এ এক অদ্ভুত পরিবেশ, এখানে এক উচ্চশিক্ষিত অতীব সৎ ভদ্রলোক রাজনীতিতে ঢুকলে দু'বছরের মধ্যে আমূল পালটে বেরোন। ডক্টরেটদের মুখের ভাষা, অঙ্গভঙ্গিতেও বাসা বাঁধে উগ্রতা। যে কাউকে জুতো ছুড়ে মেরে দিতে পারেন তাঁরা। তাহলে রাজনীতিতে এসে আমার মনুষ্যত্বের অবনতিই হল।

মনে করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাই, বিধানসভায় গত চার বছরে কোনও ভালো বক্তৃতা হয়েছে? তথ্য, তত্ত্ব, রসিকতা বোধ ও গভীরতার বিচারে যা মনে রেখে দেব আজীবন। বাংলার স্বার্থে সৌজন্য দেখিয়ে দু'পক্ষ এক হয়েছে কখনও? সংসদে হীরেন মুখোপাধ্যায়, ভূপেশ গুপ্ত, জ্যোতির্ময় বসু, সোমনাথ লাহিড়ি, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির মতো বাঙালি বাগ্মীরা মুগ্ধ করেছেন গোটা ভারতকে। বিধানসভাও দেখেছে এমনই কিছু অসাধারণ মুখ। তেমন ঈর্ষণীয় ভাষণ আর শোনা যায় না কেন? শুধু পারস্পরিক হিংস্র ঠোকাঠুকি। এর জন্য তো বিধানসভার দরকার পড়ে না। ময়দানে শহিদ মিনারের পাশে চাঁদোয়া টাঙিয়ে এসব করলেই হয়।

বোমায় মৃত বালিকা মুসলিম হলে শুভেন্দু ও বিজেপির এক রকম প্রতিক্রিয়া, হিন্দু হলে আরেকরকম। বিজেপি কর্মী নিহত হলে তৃণমূলও চলে যায় বিজেপিসুলভ দ্বিচারিতায়। এসব কি বাংলার ভাবমূর্তির সঙ্গে মেলে? হয়তো আজকের হরেকরকমবার বাংলার সঙ্গে মেলে। আজকের বিধানসভায় অশোক লাহিড়ি বা মানস ভুঁইয়াদের কোনও তথ্যনিষ্ঠ, যুক্তিপূর্ণ ভাষণ আর গুরুত্ব পায় না। মিডিয়ার কাছেও নয়, শাসক বা বিরোধীর কাছেও নয়। এখানে বাজার গরম করা উদ্ধৃতিই গুরুত্ব পায়। পেছনে চলে যায় বাংলার ভবিষ্যৎ।

আসলে বিধানসভার আভিজাত্য, মর্যাদাই নষ্ট করে দিয়েছে রাজ্যের প্রধান দুটো পার্টি। রাজ্যের সামগ্রিক উন্নতিতে গভীর আন্তরিক আলোচনা কোনও পক্ষকেই করতে দেখা যায়নি। অন্য দুটো দলের পাত্তা নেই। সিপিএম বেঁচে আছে স্রেফ সোশ্যাল মিডিয়ায়। কংগ্রেস বেঁচে শুধু মালদা-মুর্শিদাবাদের কিছু অংশে। মানুষ অবশ্যই ধাঁধায় পড়তে বাধ্য, ভোট কাকে দেবে।

মমতার দাদা-ভাইদের দাদাগিরি, শুভেন্দুর তিলক কাটা হিন্দুত্বের পাটিসাপটা দেখে দেখে বহু মানুষ ক্লান্ত। বিজেপি বিধায়করা সভা করছেন হিন্দিতে পোস্টার লিখে। হিন্দি শব্দ এনে। শাসক নেতারা নিত্যনতুন নিয়ম বানাচ্ছেন নিজেদের স্বার্থে। সেদিন হতভম্ব হয়ে দেখলাম, ক্রীড়ামন্ত্রী নিজেই যাবতীয় নিয়ম ভেঙে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দিলেন, সন্তোষ ট্রফিতে বাংলার কোচ কে হবেন। মুখ্যমন্ত্রী যেমন ঠিক করে দিচ্ছেন সিএবি, মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলে কে ক্ষমতায় বসবেন। এসব কি এঁদের কাজ? এখনই বলে দেওয়া যায়, ছাব্বিশের নির্বাচনে নোটায় ভোটের সংখ্যা বাড়বে অনেক।

সোজা বাংলায় বাংলার পরিস্থিতি কী দাঁড়াল, আর একবার ভাবি। হিন্দু-মুসলিম, জয় শ্রীরাম, জয় জগন্নাথ, রাজ্যপাল ও কেন্দ্রের বঞ্চনা ছাড়া কোনও দৃষ্টান্তমূলক মনকাড়া আলোচনা শুনি না বিধায়কদের মুখে। ওঁরা আমাদের শোনাতে পারেননি। আমরা বুঝে গেছি, বিধানসভায় ভাষণ দিতে গেলে আর বিশেষ হোমওয়ার্কের দরকার হয় না। দলনেতা বা দলনেত্রী যে তারে বেঁধে দেবেন, সেই রুটিন কথাগুলো বললেই কাম খতম। শুধু অপরপক্ষকে ঠুকে যাও।

বিধানসভায় হাতাহাতি, গালাগালি, কুৎসার উৎসব হলেই এখন বেশি প্রচার ও প্রসার। সৌজন্যবোধের জায়গা নেই। ৩৩ বিঘার ওপর দু'বছর সাত মাস ধরে তৈরি হয় বিধানসভা ভবন। প্রধান স্থপতি জে গ্রিভস সাহেব বেঁচে থাকলে ভাবতেন, দরকার কী ছিল বাড়িটা এত রাজকীয়ভাবে বানানোর?

গণতন্ত্রের মন্দির এই রাজকীয় ভবনে গুন্ডাগিরি, দাদাগিরি মানায় না।

# বিহার বাহানা, বাংলা নিশানা

*প্রথম পাতার পর*

১৯৮৭-র ১ জুলাই থেকে ২০০৪-এর ১২ ডিসেম্বরের মধ্যে জন্ম হয়ে থাকলে শুধু নিজের নয়, বাবা-মায়ের মধ্যে যে কোনও একজনের ওইসব প্রামাণ্য নথি জমা দিতে হবে। কিন্তু ২০০৪-এর ১২ ডিসেম্বরের পর জন্ম হয়ে থাকলে বাবা ও মা, দুজনেরই ওই দুই নথি পেশ করা বাধ্যতামূলক। না পারলে ভোটার তালিকায় নাম উঠবে না। আগে উঠে থাকলে নাম বাদ যেতেও পারে।

মমতার অভিযোগ, ভোটার তালিকার সার্বিক সংশোধনের নামে নাগরিকদের ন্যাশনাল রেজিস্টার (এনআরসি) করাতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। তিনি বলেন, 'আমি ওদের খেলা বুঝতে পারছি না। গরিব মানুষ কোথা থেকে বাবা-মায়ের সার্টিফিকেট দেবে? আজকের প্রজন্ম কি ভোটাধিকার পাবে না? এটা তো এনআরসি'র চেয়েও বিপজ্জনক।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৮৭ সালের নভেম্বর মাসে। ওঁর বাবা-মায়ের জন্ম সার্টিফিকেট কীভাবে পাবে? এটা নাকি কমিশনের ডিক্লারেশন ফর্ম। গোটা বিষয়টিতে বিরাট ঘাপলা রয়েছে। আরও ঘাপলা বের হবে। এরা বাংলাকে নিশানা করেছে। তালিকা থেকে প্রকৃত ভোটারদের বাদ দিয়ে বাইরে থেকে নাম ঢোকাবে। ২ জুন ওরা এটা বাজারে ছেড়েছে। আসলে যেখানে ওরা দুর্বল, সেখানে এই স্ক্যাম করে জয়ের চেষ্টা করছে।'

এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী পালটা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বুঝে গিয়েছেন, রোহিঙ্গাদের নাম তালিকা থেকে বাদ যাচ্ছে। নির্বাচন কমিশন যে সংস্কার শুরু করেছে, তাকে আমরা স্বাগত জানাই। আমাদের দাবি, সচিত্র পরিচয়পত্রের সঙ্গে বায়োমেট্রিক, আধার ইত্যাদির লিংক করা হোক। কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করানো হোক। ভোটগ্রহণ থেকে শুরু করে ভোটগণনা পর্যন্ত প্রতি ধাপে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সমন্বয় করে ভোট হোক।'

মহারাষ্ট্রের ভোটে কারচুপি করেছিল বলে অভিযোগ করেছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। বিহারে কমিশনের ভূমিকা নিয়ে এখন সরব আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। মমতা বৃহস্পতিবার সমস্ত রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচন কমিশনের এই বিজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধাচরণ করার ডাক দিলেন দিঘা থেকে। তিনি বলেন, 'এর আগে হরিয়ানার ভোটারদের দিয়ে এই রাজ্যের তালিকা ভরিয়ে দিয়েছিল। এর পিছনে বিজেপি রয়েছে।' সার্বিক ভোটার তালিকা সংশোধনে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা করবেন বুথ লেভেল অফিসাররা। তাঁরা একটি ফর্ম দেবেন, যে ফর্মে ভোটারদের সমস্ত তথ্য, ঠিকানা, সচিত্র পরিচয়পত্রের নম্বর ইত্যাদি ও প্রামাণ্য নথি দেওয়া বাধ্যতামূলক। বুথ লেভেল অফিসাররা সেই ফর্ম সংগ্রহ করবেন। পরে সেই ফর্মের তথ্য যাচাই করবে নির্বাচন কমিশন। কোনও ভোটার চাইলে অনলাইনে ওই ফর্ম পূরণ করে নথি আপলোড করতে পারবেন।

মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন করেন, 'যাঁরা প্রান্তিক মানুষ, তাঁরা বাবা-মায়ের জন্ম সার্টিফিকেট কোথা থেকে পাবেন? যাঁরা হকার, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, তাঁরা কীভাবে এই সার্টিফিকেট পাবেন?' বিজেপির নাম না করে তিনি বলেন, 'আপনি হেরে যাচ্ছেন। তাই কি এসব করা হচ্ছে? জনগণকে বলব, আপনার নাম ভোটার তালিকায় রয়েছে কি না, ভালো করে দেখে নিন। অনেক বড় ষড়যন্ত্র হচ্ছে।'

বুথ স্তরের দলীয় কর্মীদের তথ্য ইতিমধ্যে রাজনৈতিক দলের কাছে চেয়েছে নির্বাচন কমিশন। তাতেও আপত্তি তৃণমূল নেত্রীর। তাঁর বক্তব্য, 'আমি কেন বুথ স্তরের এজেন্টদের তথ্য দিয়ে দলের গোপনীয়তা জানিয়ে দেব? এটা মারাত্মক।'

## ছোট্ট তারা

সন্দীপ্তা মোদক দিনহাটা সারদা শিশুতীর্থের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী। ছবি আঁকতে সে ভালোবাসে। আবৃত্তি ও নাচে তার একাধিক পুরস্কার রয়েছে।

## জলের ব্যবস্থা

**কোচবিহার, ২৬ জুন :** কোচবিহার স্টেডিয়ামে খেলোয়াড়দের জন্য ঠান্ডা পানীয় জলের মেশিন বসাল জেলা ক্রীড়া সংস্থা। বহুদিন ধরেই স্টেডিয়ামে পানীয় জলের ব্যবস্থা ঠিকমতো ছিল না বলে অভিযোগ। সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত বলেছেন, 'অনেকদিন ধরেই পানীয় জলের ব্যবস্থা করার দাবি ছিল। এই ব্যবস্থা হওয়ায় সকলেরই সুবিধা হবে।'

## রথের বাস

**কোচবিহার, ২৬ জুন :** রথযাত্রা উপলক্ষ্যে ভলভো বাসের পরিষেবার পাশাপাশি দিঘাগামী বেশ কয়েকটি বাস পরিষেবা চালু করল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। বৃহস্পতিবার কলকাতা থেকে দিঘার উদ্দেশ্যে ২টি বাস চলবে। পাশাপাশি, শুক্রবার কলকাতা থেকে দিঘাগামী ৩টি এবং শিলিগুড়ি থেকে দিঘাগামী ১টি বাস চলবে। এছাড়া, শনিবার এবং রবিবার রায়গঞ্জ, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার থেকে দিঘাগামী কিছু বাস ছাড়বে।

## অভিযান

**মাথাভাঙ্গা, ২৬ জুন :** বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গা মহকুমা শাসকের দপ্তরের পক্ষ থেকে মহকুমা হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় বিভিন্ন ওষুধের দোকানে অভিযান চালানো হয়। দপ্তরের আধিকারিকরা ওষুধের দোকানের নথি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি সরকারি নিয়ম মেনে দোকানগুলি চলছে কি না তা খতিয়ে দেখেন। মহকুমা প্রশাসন জানিয়েছে, অভিযানে বেশ কিছু দোকানে অনিয়ম ধরা পড়েছে। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

## জরুরি তথ্য

### ব্লাড ব্যাংক

(বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

| | | |
|---|---|---|
| **■ এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল** | | |
| এ পজিটিভ | - | ২ |
| এ নেগেটিভ | - | ১ |
| বি পজিটিভ | - | ১ |
| বি নেগেটিভ | - | ০ |
| এবি পজিটিভ | - | ০ |
| এবি নেগেটিভ | - | ২ |
| ও পজিটিভ | - | ১ |
| ও নেগেটিভ | - | ০ |
| **■ মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল** | | |
| এ পজিটিভ | - | ৭ |
| এ নেগেটিভ | - | ১ |
| বি পজিটিভ | - | ১০ |
| বি নেগেটিভ | - | ১ |
| এবি পজিটিভ | - | ৫ |
| এবি নেগেটিভ | - | ২ |
| ও পজিটিভ | - | ২০ |
| ও নেগেটিভ | - | ১ |
| **■ দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল** | | |
| এ পজিটিভ | - | ৯ |
| এ নেগেটিভ | - | ২ |
| বি পজিটিভ | - | ৩ |
| বি নেগেটিভ | - | ০ |
| এবি পজিটিভ | - | ১৮ |
| এবি নেগেটিভ | - | ০ |
| ও পজিটিভ | - | ৩ |
| ও নেগেটিভ | - | ২ |

*রথযাত্রার আগে পরিবারের ছোটদের জন্য কেনাকাটা। গুঞ্জবাড়ি মোড়ে। ছবি : জয়দেব দাস*

## দিনহাটা হাসপাতালে নেই বিশ্রামাগার

# পরিজনের রাত কাটে গাছতলায়

অমৃতা দে

**দিনহাটা, ২৬ জুন :** সিতাইয়ের চামটা এলাকা থেকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে স্ত্রীকে চিকিৎসা করাতে এসেছেন হাসানোর রহমান। হাসপাতাল থেকে বাড়ির দূরত্ব প্রায় ২৫ কিলোমিটার। তিনি সিদ্ধান্ত নেন হাসপাতালেই থেকে যাবেন। হাসপাতালে কোনও বিশ্রামাগার না থাকায় হাসপাতালের সামনেই গাছতলায় রাত কাটিয়ে দিচ্ছেন।

শুধু হাসানোরই নন, রতন, রিমা ইকবালরাও হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে রোগীর সঙ্গে এসে এভাবেই দিনের পর দিন কাটিয়ে দিচ্ছেন বট গাছের তলায়। হাসানোর বলেন, 'বসার কোনও জায়গা না থাকায় এখানে বসেই সময় কাটাতে হচ্ছে। অসুবিধা হলেও কোনও উপায় নেই।'

আগে একটি বিশ্রামাগার ছিল। সেটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে সেখানে হাসপাতালের রক্ষণাবেক্ষণে থাকা পুলিশের আউটপোস্ট তৈরি করা হয়েছে। এখন আর কোনও বিশ্রামাগার নেই হাসপাতাল চত্বরে।

৩০০ সজ্জাবিশিষ্ট দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে প্রতিনিয়ত রোগীর ভিড় লেগেই থাকে। দূরদূরান্ত থেকে রোগীর যেসব আত্মীয় আসেন তাঁদের বসার জন্য কোনও ব্যবস্থা সুপারস্পেশালিটি এই হাসপাতালে নেই। বট গাছের তলায় বসে রোগীর এক আত্মীয় রুমনা খাতুন বললেন, 'রাতবিরেতে আমাদের অপেক্ষা করতে অসুবিধা হয়। সেই কারণে অসুবিধা থাকলেও গভীর রাতে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে নয়ারহাটের বাড়িতেই ফিরে যেতে হয়।'

সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল হওয়া সত্ত্বেও এখানে কেন বিশ্রামাগার নেই, সেই প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। বিশ্রামাগার না থাকার কারণেই হাসপাতালে ঢোকার মুখেই বটতলায় দেখা যায় রোগীর আত্মীয়পরিজনদের ভিড়। কেউবা শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন গাছতলায়, আবার কেউ বসে গল্প করছেন। বহির্বিভাগে বসার জায়গা থাকলেও দিনের বেলা রোগীদের ভিড় থাকায় সেখানে বসা যায় না। রাতে আত্মীয়পরিজন সেখানে বিশ্রাম নেন।

ওকরাবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা পুলকিত রায় জানান, 'অনেক দূরে বাড়ি হওয়ার কারণে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে হাসপাতালে রাত কাটাতে হয়। থাকার জায়গা না থাকায় রাতে ঘোরাঘুরি করে অথবা বটতলায় বসেই কাটাতে হয়।'

পুরো বিষয়টি শোনার পর দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডাঃ রণজিৎ মণ্ডল বলেন, 'বিশ্রামাগারের জন্য আবেদন করা হয়েছে। এখনও অ্যাপ্রুভাল আসেনি। তবে খুব শীঘ্রই বিশ্রামাগার তৈরি হবে হাসপাতাল চত্বরে।'

*দিনহাটা হাসপাতালে পরিজনদের আশ্রয়স্থল বটতলা। -সংবাদচিত্র*

### বটতলায় প্রতীক্ষা

- ■ ৩০০ সজ্জার দিনহাটা হাসপাতালে প্রতিনিয়ত রোগীর ভিড় লেগেই থাকে
- ■ দূরদূরান্ত থেকে আসা পরিজনদের বিশ্রামের ব্যবস্থা এই হাসপাতালে নেই
- ■ হাসপাতালে ঢোকার মুখেই বটতলায় দেখা যায় রোগীর পরিজনদের ভিড়
- ■ পরিজনদের কেউ শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন গাছতলায়, আবার কেউ বসে গল্প করছেন

# জলমগ্ন হওয়ার শঙ্কায় কলেজপাড়া

অমিতকুমার রায়

**হলদিবাড়ি, ২৬ জুন :** অপরিকল্পিত ও অপর্যাপ্ত নিকাশিনালার জেরে চলতি বর্ষায় ফের জলমগ্ন হওয়ার আশঙ্কা করছে হলদিবাড়ি পুরসভার কলেজপাড়া। ফি বছর বর্ষায় এলাকাটি প্লাবিত হওয়াতেই এই আশঙ্কা। প্রতি বছর বর্ষার দিনগুলিতে তাঁদের চরম ভোগান্তিতে পড়তে হলেও এই সমস্যা সমাধানে কেউ এগিয়ে আসেনি বলে বাসিন্দাদের অভিযোগ। খোদ পুর চেয়ারম্যান এই এলাকার কাউন্সিলার। কিন্তু তাতেও পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি বলে অভিযোগ। তবে শহরের অন্য জায়গার তুলনায় এলাকাটি নীচু হওয়ার জন্য এমন পরিস্থিতি, সাফাই পুর কর্তৃপক্ষের।

বর্ষা শুরু হতেই জলমগ্ন হওয়ার আশঙ্কা কলেজপাড়ায়। নাগরিকদের অভিযোগ, বর্ষায় সামান্য বৃষ্টি হলেই বসতি এলাকায় জলে জমে যায়। বৃষ্টির জল ঘরের ভিতরে ঢুকে যায়। জলে ডুবে যায় পানীয় জলের উৎস। নালার নোংরা দূষিত জলে জেরবার হতে হয় তাঁদের। হাঁটুপর্যন্ত জল মাড়িয়ে এলাকায় প্রবেশ করতে হয়। যদিও এখানে জল দাঁড়িয়ে যাওয়ার ঘটনা নতুন নয়। ১০ নম্বর ওয়ার্ডের এই সমস্যা মেটানোর আশ্বাস মিলছে বাম আমল থেকে। সে সময় থেকে মাস্টার প্ল্যানের কথা শোনা গেলেও, আজও তা ফাইলবন্দি হয়ে রয়েছে। যা নিয়েও ক্ষোভ রয়েছে বাসিন্দাদের মধ্যে। তৃণমূল বোর্ডের আমলেও এ বিষয়ে কোনও সদর্থক পদক্ষেপ চোখে পড়ছে না বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

কলেজপাড়ার বাসিন্দা দিলীপ রায়ের অভিযোগ, 'এলাকার কাউন্সিলার পুরসভার চেয়ারম্যান। অথচ এলাকায় নেই সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থা। ফলে ফি বছর বর্ষায় এলাকায় জল আটকে থাকার ঘটনা ঘটছে। রাস্তা সহ বাড়িতে হাঁটুসমান কোনও ক্ষেত্রে কোমরজল জমে থাকে। একবার জল জমলে তা বের হওয়ার উপায় থাকে না।' এলাকার তরুণ বাবুন ঘোষ বলেন, 'আবর্জনা মিশ্রিত জলে এলাকার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। বিষাক্ত পোকামাকড়ের উপদ্রব বৃদ্ধি পায়। জলের উৎস নোংরা জলের তলায় ডুবে যায়।' স্থানীয় রাহুল রায়ের কথায়, 'এই এলাকার জমা জল কালীবাড়ির বড় নালা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু সেই নালায় পৌঁছানোর সংযোগকারী নালা ভেঙে রয়েছে। সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তাছাড়াও জল নির্গমনের ঢালু জায়গায় প্রাক্তন কাউন্সিলারের তরফে সীমানা প্রাচীর তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। ফলে এবছরও সমস্যা হবে।'

এমন পরিস্থিতির জন্য অবশ্য কংগ্রেসের বোর্ডকেই দুষছেন ভাইস চেয়ারম্যান অমিতাভ বিশ্বাস। তিনি বলছেন, 'কংগ্রেস বোর্ডের আমলে শহরের যত্রতত্র অপরিকল্পিতভাবে নিকাশিনালা তৈরি করা হয়েছিল। তার জেরেই ভুক্তে হচ্ছে শহরবাসীদের। তবে হলদিবাড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান শংকরকুমার দাসের বক্তব্য, 'ওই এলাকার ভূমিঢাল অত্যন্ত নীচু। তাই বর্ষায় জল জমে। তবে সমস্যা সমাধানে ওই এলাকায় হাইড্রেন তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।'

### ফাইলবন্দি

- ■ পরিকল্পিত নিকাশিনালার অভাবে ফি বছর জল জমে কলেজপাড়ায়
- ■ খোদ পুর চেয়ারম্যানের ওয়ার্ডের এমন দুর্ভোগে উঠছে পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন
- ■ বাম আমলের মাস্টার প্ল্যান তৃণমূলের জমানাতেও ফাইলবন্দি

## পরিদর্শন

**কোচবিহার, ২৬ জুন :** বৃহস্পতিবার পুলিশ ও প্রশাসনের একটি দল মদনমোহনবাড়ি ও গুঞ্জবাড়ি এলাকা পরিদর্শন করে। সেখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হয়। সদর মহকুমা শাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'শুক্রবার ৪টা ১৫ নাগাদ মদনমোহনের পুজো ও অঞ্জলি হবে। ৪টা ৩০-এ রথে চেপে গুঞ্জবাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন মদনমোহন।'

## ছাত্রীদের র‍্যালি

**তুফানগঞ্জ, ২৬ জুন :** আন্তর্জাতিক অলিম্পিক দিবস উপলক্ষ্যে কোচবিহার জেলা উশু অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ইলাদেবী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীদের নিয়ে বৃহস্পতিবার একটি র‍্যালি হয়। উপস্থিত ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সত্যেন বর্মন, সম্পাদক অপূর্ব মণ্ডল সহ শিক্ষিকারা।

# আইসিইউয়ের দাবি

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

**মেখলিগঞ্জ, ২৬ জুন :** সংকটজনক অবস্থায় কোনও রোগীকে মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে এলে তাঁদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল বা জলপাইগুড়ির সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করে দেওয়া হয়। মূলত হাসপাতালে আইসিইউ না থাকায় রোগীদের প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর আর কোনও পরিষেবা দেওয়া যায় না। এর ফলে একদিকে রোগীর আত্মীয়পরিজনদের চরম হয়রানির শিকার হতে হয়। অন্যদিকে, অনেক সময় রোগীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার সময় পথেই মৃত্যু ঘটে। তাই মেখলিগঞ্জবাসী মহকুমা হাসপাতালে আইসিইউ চালু করার দাবি জানিয়েছেন।

এবিষয়ে মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের সুপার তাপস দাস বলেন, 'হাসপাতালে আইসিইউ চালু হলে সাধারণ মানুষকে আরও উন্নত পরিষেবা দেওয়া যাবে। তাই আইসিইউ চালু করার প্রস্তাব আমাদের হাসপাতালের পক্ষ থেকে জেলা মারফত কলকাতায় পাঠানো হয়েছে।' হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র অধিকারী বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের ডিরেক্টর ও মন্ত্রীর কাছে ফাইল দেওয়া হয়েছে। বিষয়টির ওপর আমরা নজর রেখেছি।'

মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ১২০টি শয্যা রয়েছে। এই মহকুমার লক্ষাধিক মানুষ চিকিৎসার জন্য এই হাসপাতালের ওপরে ভরসা করেন। কেউ দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়ে কেউ আবার হার্টের গুরুতর সমস্যার মতো বিভিন্ন রোগ নিয়ে বহু মানুষ মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে আসেন।

মেখলিগঞ্জ মূলত কৃষিপ্রধান এলাকা হওয়ায় অধিকাংশ পরিবারের কাছে রোগীকে সঙ্গে সঙ্গে জলপাইগুড়ি নিয়ে যাওয়ার মতো টাকা থাকে না। মেখলিগঞ্জের ব্লকের বাসিন্দা শ্যামলচন্দ্র বর্মন বলেন, 'মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে যে হারে রোগীর চাপ বাড়ছে তাতে প্রায়ই সংকটজনক পরিস্থিতিতে অনেক রোগী হাসপাতালে আসেন। কিন্তু বেশিরভাগ সময় তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর ভালো চিকিৎসার জন্য অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে হয়। এক্ষেত্রে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত রোগীর পরিবারকে আরও হয়রান হতে হয়।'

# এই পথ যদি না শেষ হয়...

বিশ্বজিৎ সাহা

**মাথাভাঙ্গা, ২৬ জুন :** মাথাভাঙ্গা শহরের রাস্তাঘাটের বেহাল দশায় নাজেহাল শহরবাসী। দীর্ঘদিন ধরে শহরের নানা গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে থাকলেও পুরসভার কোনও সক্রিয়তা নেই। মানুষ কবে এই দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পাবেন, তা নিয়ে চিন্তিত। যদিও পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ সাহা আশা করছেন, 'দুর্গাপুজোর আগে রাস্তার সংস্কার শুরু হবে।'

মাথাভাঙ্গা শহরের বাসিন্দা সুমন সাহা বলেন, 'দীর্ঘদিন শহরের রাস্তাঘাট সংস্কার না হওয়ায় মাথাভাঙ্গা শহরকে মনে হচ্ছে যেন অভিভাবকহীন।'

ভাঙা ও গর্তে ভরা রাস্তাগুলি দিয়ে প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা, স্কুল-কলেজ পড়ুয়া থেকে শুরু করে রোগী ও প্রবীণরাও। দুর্ঘটনার আশঙ্কাও ক্রমশ বেড়ে চলেছে। শহরের বাসিন্দা চিকিৎসক বিশ্বজিৎ সাহা বলেন, 'বাড়ির সামনের রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে। সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেই।'

সিপিএম মাথাভাঙ্গা শহর এরিয়া কমিটির সম্পাদক অসিত দাস বলেন, 'রাস্তাঘাট সহ বেশ কিছু সমস্যা নিয়ে পুরসভার চেয়ারম্যানের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছিল। সে সময় চেয়ারম্যানকে ৩ মাস সময় দেওয়া হয়েছিল সমস্যা সমাধানের জন্য। অথচ সমস্যার সমাধান হয়নি। সেজন্য জুলাই মাসে ফের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে কেন সমস্যার সমাধান হল না তা জানতে চাওয়া হবে।' বিজেপি নেতা মনোজ ঘোষ বলেন, 'পুরসভা নাগরিক পরিষেবা দিতে ব্যর্থ। এবার সমস্যা সমাধানে পুরসভার সামনে ধর্নায় বসা হবে।'

ভাইস চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ সাহা জানান, শহরের মূল রাস্তাগুলির সংস্কার সংক্রান্ত পরিকল্পনা মিউনিসিপ্যাল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টে পাঠানো হয়েছে অর্থ অনুমোদনের জন্য। প্রায় ২ কোটি টাকার প্রকল্প অর্থ অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। অর্থ বরাদ্দ পেলেই রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হবে।

তবে কবে সেই অর্থ বরাদ্দ হবে, আর কবে শহরবাসী স্বস্তি পাবেন তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ চাইছেন, সমস্যা নিয়ে বাস্তবিক সমাধানের পথে এগোক পুরসভা।

*সংস্কারের অভাবে মাথাভাঙ্গার বেহাল রাস্তা।*

> দীর্ঘদিন শহরের রাস্তাঘাট সংস্কার না হওয়ায় মাথাভাঙ্গা শহরকে মনে হচ্ছে যেন অভিভাবকহীন।
> - সুমন সাহা

# জগৎসভায় ভারত

## আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে শুভাংশু

**ফ্লোরিডা, ২৬ জুন :** শুভাংশু শুক্লার হাত ধরে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে প্রথম পা পড়ল ভারতের। ইতিহাসে প্রথমবার! ৪১ বছর পর মহাকাশে ফের ধ্বনিত হল 'জয় হিন্দ'। ২৮ ঘণ্টার দীর্ঘ সফরের পর বৃহস্পতিবার বিকালে শুভাংশু শুক্লা সহ চার নভশ্চরকে নিয়ে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছোল ড্রাগন মহাকাশযান। ভারতীয় সময় বিকাল ৪টে ৩ মিনিটে ড্রাগন যানটি আইএসএস-এর সঙ্গে 'সফট ডকিং' করে। এরপর ৪টে ১৫ মিনিটে 'হার্ড ডকিং' সম্পূর্ণ হয়।

২৮ ঘণ্টা লম্বা সফর শেষে বিকাল সাড়ে ৪টে নাগাদ (৪:২০-৪:৩০) আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পা দেন শুভাংশুরা।

বৃহস্পতিবার দুপুর থেকেই শুভাংশুদের যান 'ড্রাগন'-কে আইএসএস-এর সঙ্গে 'ডকিং' (জুড়ে দেওয়া) করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। দুপুর ৩টের পর আইএসএস থেকে ড্রাগন যানটিকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। গোটা সফরে ড্রাগনে কোনও গোলমাল দেখা দেয়নি। থ্রাস্টারও ঠিকঠাক কাজ করেছে। নাসার নির্ধারিত সময় মতো বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টে নাগাদ (ভারতীয় সময় অনুযায়ী) আইএসএসের হারমনি পোর্টে ড্রাগনের ডকিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সংযোগটি দু'টি পর্যায়ে ঘটে। প্রথমে চৌম্বকীয় 'সফট ক্যাপচার' এবং দ্বিতীয় ধাপে যান্ত্রিক 'হার্ড ক্যাপচার'-এর মাধ্যমে ডকিংয়ের জটিল প্রক্রিয়া শেষ হয়।

এই মহাকাশ অভিযানের সরাসরি সম্প্রচার করে নাসা ও অ্যাক্সিয়ম স্পেস। টিভির পর্দায় শুভাংশুদের ডকিং প্রক্রিয়া শেষ হতেই আনন্দে ভেসে যায় তাঁর পরিবার। ড্রাগনের পাইলট ছিলেন ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু। মহাকাশযানটি চালিয়েছেন তিনিই। সঙ্গে ছিলেন নাসার প্রাক্তন নভশ্চর তথা অ্যাক্সিয়ম স্পেসের মানব মহাকাশযানের ডিরেক্টর পেগি হুইটসন। গোটা একটা দিন মহাকাশে কাটানোর অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন শুভাংশু। মহাকাশ থেকে জীবনের প্রথম কল করে তিনি জানিয়েছেন, 'এটা এমন একটা অনুভূতি, যা ভাষায় বোঝানো যায় না। মহাকাশে শূন্য মাধ্যাকর্ষণে এখন শিশুর মতো করে হাঁটাচলা শিখতে হচ্ছে।' ভিডিও কলে 'নমস্কার' জানিয়েই বক্তব্য শুরু করেন ড্রাগনের পাইলট। তিনি বলেন, 'আমি এখন মাধ্যাকর্ষণহীন অবস্থায় চলাফেরা করা শিখছি। যেভাবে শিশুরা শেখে, সেভাবেই। কীভাবে শরীর সামলাব, কোন দিকে সরে যাব—তা নিয়ে বিস্তর অনুশীলন করছি।' এরপর হাসতে হাসতে যোগ করেন, 'পড়ে পড়ে খুব ঘুমোচ্ছি!'

*মহাকাশ স্টেশনে অন্য মহাকাশচারীদের সঙ্গে শুভাংশু।*

### ডকিং প্রক্রিয়া

**অ্যাপ্রোচ পর্যায়**

ড্রাগন ক্যাপসুল মহাকাশ স্টেশনের কাছে পৌঁছে ধীরে ধীরে তার গতি কমায়। আইএসএস-এর সঙ্গে একই কক্ষপথে এবং একই গতিতে এর সিঙ্ক্রোনাইজ হয়।

**সফট ক্যাপচার**

ড্রাগন ক্যাপসুলের নোজ কন (নাকের ঢাকনা) খুলে গিয়ে ডকিং পোর্ট উন্মুক্ত হয়। ক্যাপসুলটি আইএসএস-এর নির্ধারিত ডকিং পোর্টের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। দু'টি যান একে অপরকে স্পর্শ করলে ডকিং গাইড পিন ও হুকের মাধ্যমে একটি সাময়িক সংযোগ তৈরি হয়। এই অবস্থায় দু'টি যান সামান্য আলগা থাকে।

**হার্ড ক্যাপচার**

দু'টি যানকে সম্পূর্ণ শক্তভাবে একত্রে বেঁধে ফেলা হয়। যাতে নিরাপদে হ্যাচ খোলা যায়।

**হ্যাচ খোলা**

প্রযুক্তিগত নিরাপত্তা পরীক্ষা শেষে হ্যাচ খোলা হয়। এরপর নভশ্চরেরা মহাকাশ স্টেশনে প্রবেশ করেন। পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে ২০ থেকে ৪৫ মিনিট সময় নেয়।

আমরা খুব খুশি। ঈশ্বরের কাছে অনেক প্রার্থনা করেছিলাম। ঈশ্বর শুভাংশুকে আশীর্বাদ করেছেন। ও সফলভাবে ডকিং করেছে-এটাই আমাদের জীবনের গর্বের মুহূর্ত।
**শম্ভু দয়াল (বাবা)**

ডকিং সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এটা শুধু আমাদের নয়, পুরো দেশের গর্বের মুহূর্ত। আমি চাই ওরা (নভশ্চররা) সফলভাবে দায়িত্ব পালন করে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসুক।
**আশা শুক্লা (মা)**

এই দিনটার জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষায় ছিলাম আমরা। আজ তা বাস্তব হল। অনেক পরিশ্রম, সময় এবং ত্যাগ লাগে এখানে পৌঁছোতে। ও সবকিছু উজাড় করে দিয়েছে, তাই আজ ও এই জায়গায় পৌঁছেছে।
**সূচি মিশ্র (বোন)**

# এসসিও সইয়ে নারাজ রাজনাথ

**বেজিং, ২৬ জুন :** ভারত-পাক দ্বন্দ্ব ছায়া ফেলল সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন বা এসসিও-র প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের বৈঠকেও। পহলগামে পর্যটকদের ওপর সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রসঙ্গ না থাকায় বৃহস্পতিবার এসসিও-র নথিতে সই করা থেকে বিরত থাকলেন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তাঁর এহেন অনড় অবস্থানের জেরে শেষমেশ যৌথ বিবৃতি জারি না করার সিদ্ধান্ত নেয় এসসিও। এই বৈঠকে হাজির ছিলেন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফও। সূত্রের খবর, এসসিও প্রধান চিন এবং তাদের বন্ধুরাষ্ট্র পাকিস্তান এসসিও নথিতে সন্ত্রাসবাদের প্রসঙ্গটাই উহ্য রাখার চেষ্টা করেছিল। পহলগাম হামলার কথা না থাকলেও বালোচিস্তানের প্রসঙ্গ রাখা হয়েছিল তাতে। পাকিস্তানের ওই প্রদেশে হামলার নেপথ্যে ভারতের হাত থাকার অভিযোগ প্রায়ই তোলে ইসলামাবাদ। কিন্তু রাজনাথের অনড় অবস্থানের কারণে সেই চেষ্টা বিফলে গিয়েছে।

এসসিও বৈঠকে নাম না করে পাকিস্তানকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন রাজনাথ। তিনি বলেন, 'সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য কিছু দেশ সীমান্তপার সন্ত্রাসকে লালন করে। এই ধরনের দ্বিচারিতার কোনও জায়গা নেই। এই ধরনের দেশগুলির নিন্দায় সংকোচ করা উচিত নয় এসসিও-র।' সন্ত্রাসবাদ ও আলোচনা যে একসঙ্গে চলবে না, সেটাও পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে বুঝিয়ে দেন রাজনাথ। পহলগাম হামলা এবং অপারেশন সিঁদুরের পর এই প্রথম দুই দেশের নেতারা পরস্পরের মুখোমুখি হলেন। কিন্তু তাঁরা একে অন্যের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেননি। রাজনাথ এদিন বলেন, 'সন্ত্রাসবাদের মতো চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রয়োজন। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারত জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে চলে।' বুধবার থেকে চিনের কিংদাও শহরে এসসিও বৈঠক শুরু হয়েছে। গত ২২ এপ্রিল লস্কর-ই-তৈবার ছায়া সংগঠন টিআরএফ পহলগামে হামলার দায় স্বীকার করেছিল। কিন্তু পাকিস্তান আগাগোড়া ওই দাবি খারিজ করেছে।

### উল্লেখ নেই পহলগামের

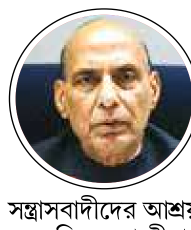

সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য কিছু দেশ সীমান্তপার সন্ত্রাসকে লালন করে। এই ধরনের দ্বিচারিতার কোনও জায়গা নেই। এই ধরনের দেশগুলির নিন্দায় সংকোচ করা উচিত নয় এসসিও-র।

**রাজনাথ সিং**

এসসিও বৈঠকে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর অবস্থান নিয়ে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক সাফাই দিয়েছে। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'ভারত ওই নথিতে নিজেদের উদ্বেগ এবং সন্ত্রাসবাদের বিষয়টি তুলে ধরতে চেয়েছিল। কিন্তু একটি দেশ সেটা মেনে নিতে পারেনি। প্রতিরক্ষামন্ত্রী তাঁর ভাষণে ১১টি দেশকে সর্বপ্রকারের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামার ডাক দিয়েছেন।' জয়সওয়াল জানান, এসসিও প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের বৈঠকে যৌথ বিবৃতি জারি করা হয়নি। কিছু সদস্য রাষ্ট্র কয়েকটি বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছোতে পারেনি। তাই ওই বিবৃতি চূড়ান্ত করা যায়নি।

এদিকে পাকিস্তানের পাশাপাশি চিনও যে ভারতের মাথাব্যথার কারণ সেটা বুঝিয়ে দিয়েছেন পাক-প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ। তিনি জানিয়েছেন, অপারেশন সিঁদুরের পর ভারত সম্পর্কে একাধিক গোয়েন্দা তথ্য ইসলামাবাদকে দিয়েছিল চিন। তাঁর সাফ কথা, 'বন্ধুরাষ্ট্র যে উপগ্রহ বা অন্য কোন মাধ্যম মারফত গোয়েন্দা তথ্য জানাবে সেটা তো স্বাভাবিক। আর ভারতের সঙ্গে চিনেরও তো একাধিক সমস্যা আছে।' অপারেশন সিঁদুরের পর থেকে পাকিস্তান আরও সতর্ক হয়ে গিয়েছে সেই কথাও জানিয়েছেন আসিফ।

# অনলাইন গেমের আসক্তি থেকে চরবৃত্তি

**জয়পুর ও নয়াদিল্লি, ২৬ জুন :** পাকিস্তানি গুপ্তচরদের কাছে তথ্যপাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল ভারতীয় নৌসেনার সদর দপ্তরে কর্মরত এক অসামরিক কেরানিকে। বিশাল যাদব নামে ওই অভিযুক্তকে বুধবার দিল্লি থেকে গ্রেপ্তার করে রাজস্থান পুলিশের গোয়েন্দা শাখা।

অভিযোগ, বিশাল সম্প্রতি 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সময় গোপন প্রতিরক্ষা তথ্য পাকিস্তানে পাচার করেছিলেন। হরিয়ানার রেওয়াড়ি জেলার পুনসিকা গ্রামের বাসিন্দা ৩৬ বছরের বিশাল দিল্লির নৌসেনা ভবনে ডকইয়ার্ড ডিরেক্টরেটের আপার ডিভিশন ক্লার্ক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পুলিশ সূত্রে খবর, তিনি 'প্রিয়া শর্মা' নামে ছদ্মনামে পরিচিত এক পাকিস্তানি মহিলা হ্যান্ডলারের সঙ্গে সমাজমাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন।

তদন্তে উঠে এসেছে, তিনি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক নথি, পরিকল্পনা ও নৌসেনা সংক্রান্ত তথ্য তাঁর পাকিস্তানি হ্যান্ডলারকে পাঠাতেন। গোপন তথ্য পাচারের বিনিময়ে ৫০ হাজার টাকা করে তিনি পেতেন। সব মিলিয়ে প্রায় ২ লাখ টাকা তিনি পেয়েছেন।

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, অনলাইন গেমে আসক্ত ছিলেন বিশাল। এই নেশার জন্যই সম্ভবত তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন ঋণের ফাঁদে। ঋণের বোঝা হালকা করতেই তিনি ঝুঁকে পড়েন বেআইনি আয়ের পথে। শুরু করেন গোপন নথি পাচার। বেশিরভাগ তথ্য তিনি পাঠিয়েছিলেন অপারেশন সিঁদুরের সময়। ক্রিপ্টোকারেন্সি (ইউএসডিটি) ও সাধারণ ব্যাংক লেনদেনের মাধ্যমে বিশালের কাছে অর্থ আসত। তাঁর মোবাইল ফোনে চ্যাট এবং নথি পাচারের প্রমাণ মিলেছে বলে দাবি গোয়েন্দাদের।

# আমেরিকাকে সপাটে থাপ্পড় ইরানের, দাবি খামেনেইয়ের

**তেহরান, ২৬ জুন :** ইজরায়েল ও ইরানের যুদ্ধ একটানা ১২ দিন চলার পর মার্কিন মধ্যস্থতায় সংঘর্ষ বিরতির ফলে আপাতত যুযুধান দুই পক্ষ বিরতি নিয়েছে বটে, কিন্তু এর মধ্যেই আমেরিকা ইরানকে আত্মসমর্পণের বার্তা দেওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উষ্মা উগরে দিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় প্রধান আয়াতোল্লা আলি খামেনেই। বুধবার রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিভিশনে তিনি বললেন, 'ইরান আমেরিকার মুখে সজোরে থাপ্পড় মেরেছে। ইজরায়েল-ইরান যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অংশ না নিলে ইহুদি রাষ্ট্রটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যেত'।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ইরান জয়ী হয়েছে বলে তেল আভিভ প্রসঙ্গে খামেনেইয়ের দাবি, ইজরায়েল প্রায় হাঁটু গেড়ে বসেছে। তিনি এও বলেছেন, 'ইরানের শব্দভাণ্ডারে আত্মসমর্পণ বলে কোনও কথা নেই।' সংঘর্ষ বিরতির পর তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়ায় ফের হামলার হুমকি দিয়েছেন তিনি। খামেনেইয়ের বক্তব্য সমাজমাধ্যমেও প্রকাশিত হয়েছে।

খামেনেই বলেছেন, 'ইরান আত্মসমর্পণকে অপমান হিসেবে দেখে।' ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ইরানের জয়ে তিনি ইরানি জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। ইজরায়েলের সঙ্গে ইরানের সংঘাত শুরু হওয়ার পর খামেনেইকে জনসমক্ষে দেখা যায়নি। ইরান উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন ঘাঁটিগুলিতে সরাসরি আঘাত হেনেছিল। খামেনেইয়ের দাবি, তাতে আমেরিকার সামরিক পরিকাঠামো ধাক্কা খেয়েছে। তাঁর সাফ কথা, ইরানকে আক্রমণ করলে উচিত মূল্য দিতে হবে।

# কমিউনিস্ট মামদানি পাগল, ব্যঙ্গ ট্রাম্পের

## নিউ ইয়র্কের মেয়র পদে এগিয়ে মীরা নায়ারের ছেলে

**ওয়াশিংটন, ২৬ জুন :** ইতিহাস গড়লেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত চলচ্চিত্রকার মীরা নায়ার ও গুজরাটি মুসলিম মাহমুদ মামদানির ছেলে জোহরান মামদানি।

নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র পদে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করেছেন মামদানি। নভেম্বরে নির্বাচন। ডেমোক্র্যাটিক পার্টি থেকে ২৪ জুনের বাছাই পর্বে প্রাক্তন গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমো সহ প্রায় একডজন প্রার্থীকে হারিয়েছেন রাজনীতিতে আনকোরা উগান্ডার কাম্পালায় শৈশব কাটানো মামদানি। সরকারি ফল পেতে আরও কয়েক দিন সময় লাগবে। কিন্তু তাঁর বিজয় নিয়ে কারও সন্দেহ নেই।

মামদানি কী করে পারলেন? সোশ্যালিস্ট ডেমোক্র্যাটিক ও চরম বামঘেঁষা জোহরান শহরের প্রথাগত রাজনীতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রচারে নিশানা করেছিলেন নিউ ইয়র্ক সিটির তরুণ প্রজন্ম ও নিম্ন আয়ের মানুষদের। অশ্বেতাঙ্গ মামদানি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে 'ফ্যাসিস্ট' বলতে দ্বিধা করেননি। ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু নিউ ইয়র্কে এলে তাঁর গ্রেপ্তারির হুমকি পর্যন্ত দিয়েছেন। গাজা প্রশ্নে তাঁর ইজরায়েলের সমালোচনা নবীন প্রজন্ম ও শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করেছে।

এহেন মামদানির উত্থানে বিরক্ত ট্রাম্প। ভয়ও পেয়েছেন। দু'য়ের চাপে মামদানিকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে তাঁর চেহারা নিয়ে কটাক্ষ করেছেন। বলেছেন, 'ওঁকে ভয়ানক দেখতে। স্মার্ট নয়। গলার স্বরও খারাপ। একেবারে অপদার্থ।' ট্রুথ সোশ্যালে মামদানিকে 'পাগল' বলে অভিহিত করে লিখেছেন, 'উনি ১০০ শতাংশ পাগল কমিউনিস্ট।'

শুধু ট্রাম্পই নন, রিপাবলিকানদের পাশাপাশি বহু ডেমোক্র্যাট নেতাও মামদানির জয়ে উদ্বিগ্ন। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার তহবিল সচিব লরেন্স সুমার্স বলেছেন, 'নিউ ইয়র্ক সিটির ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রাইমারির ফলাফল দেখে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।' মধ্যপন্থী ডেমোক্র্যাটিক পার্টি থার্ড ওয়ের সহ প্রতিষ্ঠাতা ম্যাট বেনেটের কথায়, 'মামদানির নীতিপদ্ধতি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির রাজনৈতিক সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। ওঁর ভাবনাচিন্তা ঠিক নয়।'

সমালোচনা করেছেন রাজ্যসভা সাংসদ অভিষেক সিংভিও। সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'মামদানি মুখ খুললে পাকিস্তানের জনসংযোগকারী টিম ছুটি নিয়ে নেয়। ভারতের এমন শত্রুর দরকার নেই, যাদের মিত্র নিউ ইয়র্ক থেকে কল্পিত কাহিনী বলে চিৎকার করছেন।' বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াতের কথায়, 'মীরা নায়ার ওঁর মা। বাবার শিকড় গুজরাটে। ওঁকে কিন্তু ভারতীয়র চেয়ে পাকিস্তানি বলে মনে হচ্ছে।'

*জয়ের পর স্ত্রীর সঙ্গে জোহরান মামদানি।*

উনি ১০০ শতাংশ পাগল কমিউনিস্ট। ওঁকে ভয়ানক দেখতে। স্মার্ট নয়। গলার স্বরও খারাপ। একেবারে অপদার্থ।

**ডোনাল্ড ট্রাম্প**

# কবুল নাতির

**মুম্বই, ২৬ জুন :** ত্বক ক্যানসারে আক্রান্ত মুমূর্ষু ঠাকুমা যশোদা গায়কোয়াড়কে মুম্বইয়ের আরে কলোনির এক জঞ্জালের স্তূপে ফেলে রেখে এসেছিলেন নাতি। পুলিশি জেরায় তা স্বীকার করলেন নাতি সাগর শেওয়াল। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার নির্দিষ্ট ধারায় অবহেলার মামলা রুজু হয়েছে। বয়স হয়ে গেলে মা-বাবার ভরণপোষণ সন্তানকে করতে হবে, এই মর্মে আইনও হয়েছে। এই মামলায় ভরণপোষণ আইনের ধারাটিও যুক্ত করা হয়েছে।

যশোদা গায়কোয়াড়কে গত সপ্তাহে কান্দিভলি পুলিশ উদ্ধার করে হাসপাতালে দেয়। আস্তাকুঁড়ে তাঁকে ফেলে রাখার ছবি অনলাইনে ভাইরাল হয়ে হইচই ফেলে। পুলিশ তাঁর পরিজনদের সন্ধান পায়। পরিজনদের দাবি, ইদানীং তাঁর মধ্যে আক্রোশ এসে গিয়েছিল। নিজের গলা নিজে টিপতে গিয়েছিলেন। একসময়ে নিজেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। পরিজনদের এই দাবি নাকচ করে দিয়েছে সিসিটিভি ফুটেজ। তাতে দেখা যায়, সাগর ও তাঁর কাকা বাবাসাহেব গায়কোয়াড় বৃদ্ধাকে নিয়ে হাসপাতালে যেতে চাইলে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। শেষে ভোর ৩.৩০ মিনিট নাগাদ রিকশা ডেকে নাতি ঠাকুমাকে তাতে তুলে আবর্জনা স্তূপে ফেলে আসেন।

# মৃত ৩

**দেরাদুন, ২৬ জুন :** উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগ জেলার অলকানন্দা নদীতে একটি গাড়ি পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। আরও অন্তত ৮ জন নিখোঁজ। তাঁদেরও বাঁচার আশা ক্ষীণ বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার সকালে রাজস্থানের উদয়পুর থেকে আসা চারধাম যাত্রীদের একটি গাড়ি অলকানন্দা নদীতে পড়ে যায়। ১১ জন নিখোঁজ হওয়ার পর তিনজনের দেহ উদ্ধার করা হয়। নদীর প্রবল স্রোতের কারণে উদ্ধারকাজে বিঘ্ন ঘটে। এসডিআরএফের কমান্ড্যান্ট অর্জন যদুবংশী জানান, 'দুর্ঘটনায় পড়া গোটা পরিবার উদয়পুরের বাসিন্দা। গাড়িটি নদীতে পড়ে সম্পূর্ণ জলে ডুবে যায়। উদ্ধারকাজে ডুবুরি নামিয়ে নিখোঁজদের সন্ধান চলছে।'

# রক্তাক্ত মেক্সিকো

**মেক্সিকো সিটি, ২৬ জুন :** মেক্সিকোর ইরাপুয়াটো শহরে ধর্মীয় উৎসবের ভিড়ে বন্দুকবাজের হামলা। এলোপাতাড়ি গুলিতে হত অন্তত ১২। আহত ২০। বুধবার ঘটনারকথাজানিয়েছেনইরাপুয়াটো প্রশাসন। হামলাকারীকে এখনও গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। ঘটনার তদন্ত চলছে।কড়া ভাষায় ঘটনার নিন্দা করেছেন মেক্সিকান প্রেসিডেন্ট ক্লডিয়া শেইনবাউম।

# ব্ল্যাকবক্স থেকে দুর্ঘটনার তথ্য উদ্ধার

**নবনীতা মণ্ডল**

**নয়াদিল্লি, ২৬ জুন :** দু-সপ্তাহ কেটে গেল। অথচ এখনও আহমেদাবাদে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করতে পারল না তদন্তকারী দল। তদন্তে কে নেতৃত্ব দেবেন সেটাও ঠিক করে উঠতে পারেনি এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি)। দেশের বিমান দুর্ঘটনার ইতিহাসে এত বড় বিপর্যয়ের পরও সরকারি তদন্তের ঢিলেমিতে প্রশ্ন উঠেছে। এই অবস্থায় অভিশপ্ত এআই-১৭১-এর ব্ল্যাকবক্স থেকে তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে দাবি করেছে কেন্দ্র। দুর্ঘটনার জেরে প্রায় ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়া ওই যন্ত্র থেকে মিলেছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রক বৃহস্পতিবার দাবি করেছে, এয়ার ইন্ডিয়ার দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানের ব্ল্যাকবক্স থেকে ককপিট ভয়েস রেকর্ডার ও ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। এই ডিভাইসগুলোর মেমোরি থেকে ডেটা সফলভাবে ডাউনলোড করা হয়েছে এবং এখন তার বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে। বিমান দুর্ঘটনার তদন্তে এই দুই রেকর্ডার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১২ জুন আহমেদাবাদে টেক-অফের কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ভেঙে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট এআই-১৭১। বিমানে থাকা ২৪১ জন যাত্রী সহ প্রাণ হারান ২৭৫ জনেরও বেশি জন। অবিশ্বাস্যভাবে বেঁচে ফিরেছেন মাত্র একজন, বিশ্বাস কুমার রমেশ।

চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিমানের ধ্বংসাবশেষের ভেতর থেকে উদ্ধার হয় দুটি ব্ল্যাকবক্স। তবে ব্ল্যাক-বক্সের অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে অনেকেই আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। প্রথমে ধরে নেওয়া হয়েছিল, সেই দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্ল্যাকবক্সটি আমেরিকায় তদন্তের জন্য পাঠানো হতে পারে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাতে জল ঢেলে দেয়। এদিন সরকারিভাবে জানানো হয়েছে, ককপিট ভয়েস রেকর্ডার (সিভিআর) এবং ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার (এফডিআর) উদ্ধার করা হয়েছে। দিল্লিতে আনার পর আমেরিকার এনটিএসবির প্রযুক্তিবিদদের দলকে সঙ্গে নিয়ে এএআইবি-র ডিজি সেগুলি থেকে তথ্য উদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু করেন। ব্ল্যাকবক্স থেকে ক্র্যাশ প্রোটেকশন মডিউল (সিপিএম) সফলভাবে বের করে নেওয়া হয় এবং ২৫ জুন মেমোরি মডিউল অ্যাক্সেস করে সফলভাবে তথ্য ডাউনলোড করা হয় এএআইবির পরীক্ষাগারে। বর্তমানে সিভিআর ও এফডিআর-এর তথ্য বিশ্লেষণের কাজ চলছে। এই দুই ডিভাইস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে দুর্ঘটনার আগের সম্পূর্ণ ঘটনার পুনর্গঠন করা সম্ভব হবে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে বোঝা যাবে দুর্ঘটনার পিছনে কারিগরি ত্রুটি, পাইলটের ভুল নাকি অন্য কোনও কারণ ছিল। এই বিশ্লেষণের মূল লক্ষ্য হল ভারতের বিমান নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা রোধ করা।

কিন্তু গত ১৪ দিনে কোনও প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট না থাকায় এবং তদন্তকারী দল গঠনে বিলম্ব ঘিরে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ এই বিলম্বের জন্য কেন্দ্রের সমালোচনা করেছেন। তিনি এক্সে লিখেছেন, 'আহমেদাবাদে বীভৎস বিমান দুর্ঘটনার একপক্ষকাল পরও তদন্তের জন্য প্রধান তদন্তকারীকেই নিয়োগ করে উঠতে পারেনি এএআইবি। এই বিলম্ব ব্যাখ্যাতীত এবং অমার্জনীয়।'

### তদন্তের ঢিলেমিতে প্রশ্ন

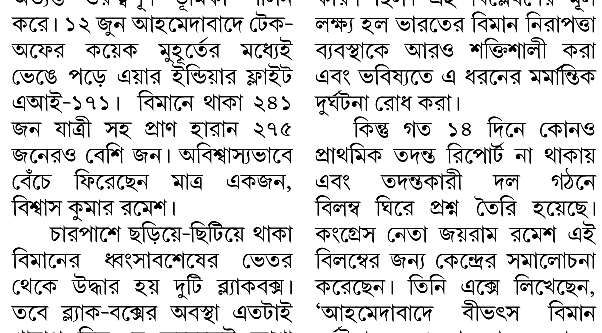

# অনুপ্রবেশ তর্জা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৬ জুন :** বিজেপির বিরুদ্ধে সংসদীয় কমিটিকে রাজনৈতিক হাতিয়ার করে বিরোধী-শাসিত রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার চালানোর অভিযোগ উঠল। বৃহস্পতিবার নিশিকান্ত দুবের নেতৃত্বাধীন সংসদের তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির বৈঠকে ওই অভিযোগ তোলেন বিরোধীরা। সূত্রের খবর, এদিন কমিটিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগে দুবে অভিযোগ তোলেন, পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্তে অনুপ্রবেশের জেরেই ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী জনসংখ্যায় বড় রকমের প্রভাব পড়ছে। এর ফলে রাজ্যের আদিবাসী সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে এবং বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এই কথায় আপত্তি জানান তৃণমূলের এক সাংসদ। তিনি সাফ বলেন, এই বিষয়টির সঙ্গে বাংলার কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই, কারণ সীমান্ত নিরাপত্তা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনস্থ।

বৈঠকে উপস্থিত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব গোবিন্দ মোহন পালটা অভিযোগ তোলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জমি দিচ্ছে না। জবাবে ওই সাংসদ জানান, এই দাবি অসত্য এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে বিএসএফ-কে জমি দিয়েছে সেটা তিনি তথ্যপ্রমাণ সহ দেখিয়ে দেবেন। এই বিতর্ককে সামনে রেখে বিরোধীরা অভিযোগ করেন, আগামী বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সংসদীয় কমিটিগুলিকে রাজনৈতিক প্রচারের মঞ্চে পরিণত করছে বিজেপি। বিরোধী শিবিরের এক নেতার কথায়, 'কাশ্মীরে 'সম্পূর্ণ শান্তি' রয়েছে বলে বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টাতেও কেন্দ্রীয় কমিটিগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছিল। অথচ তার পরেই ঘটে যায় পহলগামে জঙ্গি হামলা।'

# মুক্ত বিহঙ্গ কথা

**নয়াদিল্লি, ২৬ জুন :** তিরুবনন্তপুরমের সাংসদ শশী থারুরের সঙ্গে দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছে কংগ্রেসের। বৃহস্পতিবার দলের সাংসদ মণিকম টেগোর এক্সে পাখির একটি ছবি পোস্ট করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'ওড়ার জন্য অনুমতি চেয়ো না। ওড়ার জন্য পাখিদের কোনও ছাড়পত্রের প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু আজ একটি মুক্ত বিহঙ্গকেও আকাশের দিকে নজর রাখতে হয়। চিল, শকুন এবং ঈগল সবসময় শিকার করছে।' মণিকম টেগোরের সাফ কথা, 'শিকারীরা যখন দেশপ্রেমের পালক গায়ে দেয় তখন স্বাধীনতাও স্বাধীন থাকে না।' বুধবার খাড়গে খোঁচা দিয়েছিলেন, 'কংগ্রেসের কাছে দেশই প্রথম। কিন্তু কারও কারও কাছে মোদিই প্রথম।'

# মন্দির থেকে ফেরার পথে গণধর্ষিতা তরুণী

## দশদিনে ৫ ধর্ষণ ওডিশায়, ক্ষোভ কংগ্রেসের

**ভুবনেশ্বর, ২৬ জুন :** ওডিশার তিনটি জেলায় পাঁচটি পৃথক ধর্ষণের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ক্ষোভ তৈরি হয়েছে পুলিশ-প্রশাসনের বিরুদ্ধেও। ধর্ষণের ঘটনাগুলি ঘটেছে গঞ্জাম (২), ময়ূরভঞ্জ (২) এবং কেন্দুঝর (১) জেলায়। মাত্র ১০ দিনের মধ্যে ধর্ষণের ঘটনাগুলি ঘটেছে। যার সর্বশেষটি ঘটেছে গত ২৫ জুন, ময়ূরভঞ্জ জেলার করঞ্জাই গ্রামে।

পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার করঞ্জাই গ্রামের এক তরুণী স্থানীয় মন্দির থেকে বাড়ি ফেরার সময় তিনজন ব্যক্তি তাঁকে জোর করে পাশের জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। দুষ্কৃতীদের বাধা দেওয়ায় তরুণীকে বেধড়ক মারধরও করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার পর একজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের নাম বিকাশ পাত্র। সে মলারপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। বাকি দুই অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

গত ১৯ জুন ময়ূরভঞ্জেই একটি গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে। বারিপদায় এক মহিলার বাড়িতে ঢুকে তাঁকে চারজন মিলে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। সেই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মাত্র একজনকে ধরতে পেরেছে পুলিশ।

১৭ জুন গঞ্জাম জেলার গোপালপুর সমুদ্রসৈকতে এক তরুণী তাঁর পুরুষবন্ধুর সঙ্গে গিয়েছিলেন বেড়াতে। অভিযোগ, কিছু দুষ্কৃতী ওই বন্ধুকে বেঁধে রেখে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করে তরুণীকে। এই ঘটনায় পুলিশ ১০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ১৮ জুন কেন্দুঝর জেলার তেঁতলাপাশি গ্রামে এক কিশোরীর (১৭) ঝুলন্ত মৃতদেহ মেলে তার বাড়ির কাছেই একটি ধানখেতে। পরিবারের অভিযোগ, তাকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। মৃতদেহে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। তদন্ত চলছে।

২৫ জুন গঞ্জাম জেলার বেরহামপুর এলাকায় এক ক্লিনিক মালিকের বিরুদ্ধে ১৭ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। ওই ব্যক্তি বিএসসি নার্সিং পড়ার সুযোগ ও থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণ করে মেয়েটিকে। ওই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত একটি মামলা দায়ের করতে পেরেছে পুলিশ।

একের পর এক ধর্ষণের ঘটনায় রাজ্যজুড়ে উদ্বেগ ও ক্ষোভ বেড়েছে। কটকের কংগ্রেস বিধায়ক সোফিয়া ফিরদৌস বলেন, 'লজ্জার ব্যাপার। এক বছরের মধ্যেই রাজ্যে মহিলাদের ওপর অপরাধের হার বেড়েছে। পুলিশ গোপালপুর আর করঞ্জাইয়ে অভিযুক্তদের একাংশকে ধরতে পারলেও অন্য এলাকাগুলির দুষ্কৃতীরা অধরা। তারপরেও সরকার কী করে মুখে কুলুপ এঁটে বসে রয়েছে? বোঝাই যাচ্ছে, রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। ধর্ষকরা শাসকদলের ছত্রছায়ায় থাকার জন্যই কি তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে এত গড়িমসি সরকারের?'

# ঋষভের ভয়ডরহীন ক্রিকেটে মজে এবি

**ডারবান ও মেলবোর্ন, ২৬ জুন :** নিজে অভিনব শট খেলতে ভালোবাসতেন। তাঁর শট বৈচিত্র্য চমকে দিত বোলারদের, প্রতিপক্ষকে। বিশ্ব ক্রিকেটের প্রথম 'মিস্টার ৩৬০ ডিগ্রি' এবি ডিভিলিয়ার্স আবার মজেছেন ঋষভ পন্থকে নিয়ে। পঞ্চমুখ ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটারের ভয়ডরহীন আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে।

হেডিংলে টেস্টের দুই ইনিংসে শতরানকারী ঋষভকে নিয়ে এবি বলেছেন, 'সোফায় বসে ম্যাচ দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল, ঋষভ এসব কী শট নিচ্ছে? এখন এই সব শট খেলার উপযুক্ত সময় নয়। যদিও পরিসংখ্যান দেখো। দিনের শেষে সাফল্যটাই মূল। ও যা করে দেখাচ্ছে।' ডিভিলিয়ার্সের আক্ষেপ, এত কিছুর পরও ভারতকে হারতে হয়েছে। নাহলে দুই ইনিংসের শতরানের সুবাদে ম্যাচের সেরার পুরস্কার উঠত ঋষভের মাথাতেই। ভারতীয় দলের হার নিয়ে চলতি ময়নাতদন্ত নিয়ে এবি আরও বলেছেন, 'এখন অনেক প্রশ্ন উঠবে। সমালোচনা, কাটাছেঁড়া চলবে। পরিবর্তনের দাবিও শোনা যাবে। তবে আমার ধারণা এখনই এসব চিন্তা অযৌক্তিক। পাঁচ ম্যাচের দীর্ঘ সিরিজ। আরও অনেক সুযোগ মিলবে নিজেদের প্রমাণ করতে।'

দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তির ব্যাটারের মতে, ঋষভ এমন একজন খেলোয়াড় যে সবসময় প্রতিপক্ষকে চাপে রাখতে পারে। একশো বারের মধ্যে নিরানব্বই বার যা করে দেখানোর ক্ষমতা রাখে। ঋষভের সাফল্যের মূল কারণ এটাই। এবি আরও

> সোফায় বসে ম্যাচ দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল, ঋষভ এসব কী শট নিচ্ছে? এখন এই সব শট খেলার উপযুক্ত সময় নয়। যদিও পরিসংখ্যান দেখো। দিনের শেষে সাফল্যটাই মূল। ও যা করে দেখাচ্ছে।
>
> **এবি ডিভিলিয়ার্স**

### গিলির কথা মনে পড়ছিল : গ্রেগ

গ্রেগ চ্যাপেল আবার বিস্মিত, ঋষভের বাহারি শট দেখে। ১৩৪ ও ১১৮, হেডিংলে টেস্টে ঋষভের দুই ইনিংস প্রসঙ্গে ভারতীয় দলের প্রাক্তন হেডকোচ বলেছেন, 'অত্যন্ত দ্রুত রান করতে পারে। এমন সব শট খেলেছে, যা এমসিসি-র ব্যাটিং ম্যানুয়ালেও নেই। ওর ব্যাটিং দেখাটা উপভোগ্য। ও ব্যাট হাতে কখন কী করবে বলা মুশকিল। প্রতিপক্ষের জন্য যা বাড়তি চাপ।'

প্রথম দর্শনেই ঋষভের মধ্যে অ্যাডাম গিলক্রিস্টের ছায়াও দেখেছিলেন গ্রেগ। বলেছেন, 'প্রথমবার যখন ওকে দেখি, তখন গিলক্রিস্টের কথা মনে পড়ছিল। অন্য ধরনের খেলোয়াড়। ব্যাটিংয়ের সংজ্ঞা বদলে দিচ্ছে। একজন উইকেটকিপার হয়ে এরকম ব্যাটিং, দ্রুত রান করার ক্ষমতা দলের জন্য বাড়তি পাওয়া।' বলেছেন, 'অনেক ঝুঁকি নিয়ে ব্যাটিং করে ও। ওর ব্যাটিং স্টাইল বাকিদের চিন্তায় ফেলে দেবে। আমার তো মনে হয়েছিল, প্রথম ৩০ রান করার পথে কুড়িবার আউট হতে পারত দুই ইনিংসে। কিন্তু হয়নি। এটাই বড় ব্যাপার একজন ব্যাটারের কাছে।'

# মর্নির কাছে শেখো, সিরাজকে অশ্বীন

## কুলদীপকে খেলানোর পরামর্শ সানির

**চেন্নাই, ২৬ জুন :** প্রথম ইনিংসে ১২২ রান দিয়ে ২ উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে উইকেটহীন। সবচেয়ে চিন্তার জায়গা মহম্মদ সিরাজের রান বিলোনোর রোগ। অনিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে জসপ্রীত বুমরাহর তৈরি চাপ আলগা করে দিচ্ছেন। সিরাজকে নিয়ে স্বভাবতই অনাস্থা প্রকাশ করছেন অনেকে।

প্রাক্তন সতীর্থকে যে ভুল শুধরে নিতে বোলিং কোচ মর্নি মরকেলের শরণাপন্ন হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। ২ জুলাই সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। দল লিডস ছেড়ে বার্মিংহামে পৌঁছে গিয়েছে। অশ্বীনের বিশ্বাস, মাঝের কয়েকদিনে মরকেলের সাহায্যে ভুলত্রুটি শুধরে নেবে সিরাজ।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীন বলেছেন, 'বুমরাহ অসাধারণ। ছন্দ ফিরে পেলে প্রসিধ কৃষ্ণাও সফল হবে। রবীন্দ্র জাদেজাও প্রত্যাশা পূরণের চেষ্টা করছে। তবে সিরাজের কাছে আমার একটাই প্রশ্ন, তুমি কি রান কম দিতে পারো? উইকেট নিতে হবে না। কিন্তু প্রতি ওভারে টেস্টে ৪-৫ করে রান দেওয়া মানা যায় না। ফলে বুমরাহকে আক্রমণে ফেরানো ছাড়া রাস্তা থাকে না অধিনায়কের কাছে। বুমরাহর পক্ষেই বা কতটা সম্ভব। ক্লান্ত হয়ে পড়বে। বাকিরা দায়িত্ব না নিলে বিশ্রাম দিয়ে নতুন স্পেলে বুমরাহকে ফেরানোর আগেই ব্যাটাররা পার্টনারশিপ গড়ে ফেলবে।'

অশ্বীনের মতে, প্রসিধ তুলনায় অনভিজ্ঞ। প্রথমবার ইংল্যান্ড সফরে। সিনিয়ার হিসেবে সিরাজের বাড়তি ভূমিকা থেকে যায়। মর্নি মরকেল নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের জন্য পরিচিত ছিলেন। দলের বোলিং কোচকে দেখে সিরাজ শিক্ষা নিক। বর্তমান বাজবলের যুগে রানের গতি বেড়েছে। কিন্তু যেভাবে সিরাজ রান বিলোচ্ছেন, তা দৃষ্টিকটূ। সিরাজ ভুলত্রুটি শুধরে নিলে ভারতীয় বোলিংয়ের চেহারা বদলে যাবে।

*কুলদীপ যাদব ও অর্শদীপ সিংকে দ্বিতীয় টেস্টে দেখতে চাইছেন প্রাক্তনরা।*

লোয়ার অর্ডার নিয়েও কিছুটা কটাক্ষের সুরে অশ্বীন বলেছেন, 'টেস্টে জোড়া সেঞ্চুরি করে এলিট ব্যাটারদের তালিকায় নাম তুলেছে ঋষভ পন্থ। আমি যদি গৌতম গম্ভীরের জায়গায় থাকতাম, তাহলে ওকে আলাদা করে ডেকে বলতাম, তুমি ভালো খেলছ। একটাই অনুরোধ, যখন ১৩০ রানে ব্যাট করবে, দুইশো করে ফেরার চেষ্টা কোরো। কারণ আমাদের লোয়ার অর্ডার খুব খারাপ। ওরা বেশি রান করতে পারবে না।'

> সিরাজের কাছে আমার একটাই প্রশ্ন, তুমি কি রান কম দিতে পারো? উইকেট নিতে হবে না। কিন্তু প্রতি ওভারে টেস্টে ৪-৫ করে রান দেওয়া মানা যায় না।
>
> **রবিচন্দ্রন অশ্বীন**

সুনীল গাভাসকার আবার দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম একাদশে পরিবর্তনের ডাক দিলেন। কিংবদন্তির পরামর্শ, কুলদীপ যাদবকে খেলানো উচিত। শার্দূল ঠাকুরের বদলে কুলদীপের সুযোগ পাওয়া উচিত। বার্মিংহামের পিচে রিস্ট স্পিনাররা সুবিধা পায়। বি সাই সুদর্শন ও করুণ নায়ারকে এখনই বসানোর পক্ষপাতী নন। গাভাসকারের দাবি, আরও সুযোগ প্রাপ্য দুইজনের। ব্যর্থতা যদি না কাটে, তখন ওয়াশিংটন সুন্দরের কথা ভাবা যেতে পারে।

মহম্মদ কাইফ আবার যশস্বী জয়সওয়ালের ক্যাচ মিসের রহস্য ভেদ করে ফেলেছেন। নিজের সময়ে অন্যতম সেরা ফিল্ডার কাইফের যুক্তি, ডিউক বলে ফিল্ডিংয়ের সময় বাড়তি চোটআঘাতের সম্ভাবনা থাকে। যার থেকে রেহাই পেতে হাতে স্ট্র্যাপ জড়াতে হচ্ছে। স্ট্র্যাপের কারণে আঙুলের মুভমেন্ট আটকে যাচ্ছে। ক্যাচ নেওয়ার সময় যা একটা বড় সমস্যা।

## আইএসএল সূচি জুলাইয়ে যাবে ক্লাবগুলির কাছে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ জুন :** আগামী আইএসএলের সূচি নিয়ে কাজ শুরু করে দিল এফএসডিএল।

এমআরএ বা মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট নিয়ে এখনও অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ও এফএসডিএলের মধ্যে আলোচনায় কোনও সমাধানসূত্র বেরোয়নি। এরইমধ্যে জুলাইয়ের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে চলে আসার কথা ফেডারেশনের নতুন সংবিধান। দেশের সর্বোচ্চ আদালত সেই সংবিধানে কী কী নির্দেশিকা রাখছে নতুন কমিটি গঠনের জন্য, সেদিকেই এখন তাকিয়ে সব পক্ষ। মনে করা হচ্ছে এই সংবিধান দিয়ে দেওয়ার পরই ঢাকে কাঠি পড়বে ফেডারেশনের নির্বাচনের। আশা করা হচ্ছে, অগাস্টের মধ্যে নতুন কমিটি তাদের দায়িত্বভার বুঝে নিয়ে কাজ শুরু করে দিতে পারবে। আর তখনই নতুন চুক্তি নিয়ে আলোচনা এবং কাজ শুরু হবে। আপাতত ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চুক্তি ফেডারেশন ও এফএসডিএলের।

তাই আর বসে না থেকে আসন্ন আইএসএলের সূচি তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছে এফএসডিএল। এফএসডিএলের তৈরি সম্ভাব্য সূচি জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে সব ক্লাব পেয়ে যাবে বলে খবর। যে ফরম্যাটে হয়, সেভাবেই আপাতত রাখা হবে টুর্নামেন্টের সূচি। তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যদি দ্রুত শেষ করতে হয় তাহলেও যাতে কোনও পক্ষেরই সমস্যা না হয়, তাই টুর্নামেন্ট ছোট করার মতো ব্যবস্থাও হয়তো রাখা হতে পারে। যদিও অভিজ্ঞমহল মনে করছে, নতুন কমিটি দায়িত্ব নিলেই এই দোলাচল কেটে যাবে এবং এফএসডিএল ও এআইএফএফ একটা ঐকমত্যে চলে আসবে। আর তার জন্যই কিছুদিন চুপচাপ থাকার পর ফের দলগঠনের কাজ শুরু করেছে বিভিন্ন ক্লাব। বিদেশমন্ত্রক থেকে ছাড়পত্রও এসে গেছে বিদেশিদের ভিসার ক্ষেত্রে। এই ছাড়পত্র টুর্নামেন্ট আয়োজকদের নিতে হয় বিদেশিদের খেলানোর জন্য। যার ফলে বেঙ্গালুরু এফসি নতুন দুইজনকে নেওয়া এবং এফসি গোয়া পুরোনো দুই বিদেশিকে রেখে দেওয়ার কথাও জানিয়ে দিয়েছে। পরিস্থিতি আবার খানিকটা সহজ হতে শুরু করেছে বলে মনে করছে এখন সব পক্ষই।

# ফেরার লড়াইয়ে পৃথ্বীকে অক্সিজেন শচীনের

**মুম্বই, ২৬ জুন :** মাত্র উনিশেই টেস্ট অভিষেক।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে রাজকোটে প্রথম ম্যাচেই শতরান। ভারতীয় ক্রিকেটের পরবর্তী শচীন তেন্ডুলকার বলছিলেন কেউ কেউ। যদিও একুশে পা রাখতে না রাখতেই বাতিলের তালিকায়! শুধু ভারতীয় দল নয়, মুম্বই রনজি ট্রফি দলেও ব্রাত্য! আইপিএলে দল পাননি।

পৃথ্বী শ-র ক্রিকেট কেরিয়ারে গল্প এরকমই। অল্প বয়সে হাতে কোটি কোটি টাকা চলে আসা মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল। জুটে গিয়েছিল বদসঙ্গ। ক্রিকেটের মূলস্রোত থেকে ঠোক্কর খেতে খেতে আবার ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া পৃথ্বী। প্রত্যাবর্তনের যে যুদ্ধে অক্সিজেন জোগাচ্ছেন খোদ শচীন!

মাস দুয়েক আগে সরাসরি কথা বলেন পৃথ্বীর সঙ্গে। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত তরুণ ওপেনারকে সাহস জুগিয়েছেন। কঠিন সময় কাটিয়ে ওঠার মরিয়া তাগিদের মাঝে সেকথাই শোনা গেল পৃথ্বীর মুখে। পৃথ্বী বলেছেন, '৮-৯ বছর বয়স থেকে আমি আর অর্জুন (তেন্ডুলকার) বন্ধু। একসঙ্গে খেলেছি, বড় হয়েছি। স্যরও মাঝেমধ্যে থাকতেন সেখানে।'

শচীন স্যরের পরামর্শের প্রসঙ্গ টেনে জানান, মাস দুয়েক আগে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। মাস্টার লিগের জন্য শচীন প্র্যাকটিস করছিলেন এমআইজি-তে। সেখানে ছিলেন পৃথ্বীও। সেখানে পৃথ্বীকে শচীন বলেছেন, 'তোমার ওপর বিশ্বাস ছিল। আগামী দিনেও বিশ্বাস থাকবে। সঠিক ট্র্যাকে ফিরে আয়, আগে যেমনটা ছিলি। এখনও সবকিছু সম্ভব।' পৃথ্বীর কাছে যে পরামর্শ মূল্যবান।

*নতুন করে ক্রিকেট কেরিয়ার শুরু করতে চাইছেন পৃথ্বী শ।*

নিজের ভুল স্বীকার করে পৃথ্বী বলেছেন, 'বেশ কিছু ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ক্রিকেটকে সময় কম দিচ্ছিলাম। অথচ, ২০২৩ পর্যন্ত অর্ধেক দিনই মাঠে কাটাতাম। তারপর ভুল জিনিসকে গুরুত্ব দিতে শুরু করি। কিছু ভুল বন্ধুও তৈরি হয়। লক্ষ্য থেকে সরে যাই আস্তে আস্তে। প্রিয় দাদুর মৃত্যুও ধাক্কা ছিল। তবে পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, বরাবরই বাবাকে পাশে পেয়েছি।'

## 'স্যর বলেছেন, এখনও সম্ভব'

নতুন করে লক্ষ্যস্থির। মুম্বই থেকে এনওসি নিয়ে নতুন শুরুর ক্ষেত্রে অন্য রাজ্যের হয়ে রনজি খেলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। মুম্বই ক্রিকেট সংস্থাও জানিয়ে দিয়েছে, পৃথ্বীর আবেদন তাঁরা মেনে নিয়েছেন। অন্য রাজ্যের হয়ে খেলতে অসুবিধা নেই। সুযোগ কাজে লাগিয়ে পৃথ্বী মরিয়া শচীন স্যরের আস্থার মর্যাদা রাখতে। বলেছেন, 'স্যরের বিশ্বাস, খেলায় দ্রুত ফেরার পরামর্শ, আমার কাছে মূল্যবান।'

## রিয়ালের শেষ ম্যাচেও নেই এমবাপে

**ওয়াশিংটন, ২৬ জুন :** অসুস্থতার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। খেলতে পারেননি ক্লাব বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের প্রথম দুইটি ম্যাচে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর অনুশীলনে যোগ দিলেও গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচেও খেলবেন না ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে।

রিয়াল মাদ্রিদ ম্যানেজমেন্ট এমবাপেকে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না। কোচ জাভি অলন্সো বলেছেন, 'আমি এমবাপেকে অনুশীলনে দেখে খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু ও এখনও পুরোপুরি সুস্থ নয়। তাই শেষ ম্যাচের জন্য এমবাপেকে দলে রাখা হয়নি।' তিনি আরও যোগ করেন, 'আমরা যদি নকআউটে উঠি, তখন এমবাপেকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করব। ও যদি সুস্থ থাকে, তাহলে নকআউটে খেলানো হবে।'

গ্রুপ শীর্ষে থাকলেও রিয়ালের এখনও নকআউটে খেলা নিশ্চিত হয়নি। শেষ ম্যাচে সলজবার্গের বিরুদ্ধে ড্র করলেই রাউন্ড অফ সিক্সটিনের ছাড়পত্র পাবে তারা।

## ডুরান্ডে ডায়মন্ড

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ জুন :** আসন্ন ডুরান্ড কাপে খেলবে ডায়মন্ড হারবার এফসি। আগেই উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর পাঠকদের জানানো হয়েছিল, কিবু ভিকুনার দলকে এই ঐতিহ্যশালী প্রতিযোগিতায় খেলতে দেখা যেতে পারে। সেই সংবাদেই সিলমোহর পড়ল। এদিকে ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার ক্লেইটন ডা সিলভেইরা ডা সিলভাকে দলে নিচ্ছে ডায়মন্ড হারবার।

# শেষ ষোলোয় ইন্টার ও ডর্টমুন্ড

**ওয়াশিংটন, ২৬ জুন :** ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের নক আউটে উঠল ইন্টার মিলান ও বরুসিয়া ডর্টমুন্ড। বুধবার গ্রুপ 'ই'-র শেষ ম্যাচে ইন্টার মিলান ২-০ গোলে হারিয়েছে আর্জেন্টাইন ক্লাব রিভারপ্লেটকে। ইতালির ক্লাবটির হয়ে গোল করেন ফ্রান্সেসকো পিও এসপোসিতো এবং আলেহান্দ্রো বাস্তোনি। দুইটি গোলই হয়েছে দ্বিতীয়ার্ধে। ম্যাচের পর ইন্টার কোচ ক্রিশ্চিয়ান চিভু বলেছেন, 'প্রথমার্ধে রিভারপ্লেট আমাদের বেশ চাপে রেখেছিল। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে নিজেদের খেলায় বেশ উন্নতি করেছিলাম।'

এই ম্যাচে ইন্টারের কাছে পরাজিত হয়ে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছে রিভারপ্লেট। এর ফলে ক্লাব বিশ্বকাপের নক আউটে কোনও আর্জেন্টাইন দলকে দেখা যাবে না। এদিন গ্রুপের অপর ম্যাচে মেক্সিকান ক্লাব মন্তেরেই ৪-০ গোলে জাপানের উরাওয়া রেডস ডায়মন্ডসকে হারিয়েছে। মেক্সিকোর দলটির হয়ে জোড়া গোল করেন জার্মান বার্তেরামে। বাকি গোলগুলি করেন নেলসন ডেওসা ও জেসুস কোরোনা। আপাতত এই গ্রুপ থেকে ইন্টার মিলানের সঙ্গে নক আউটে উঠেছে মন্তেরেই।

*ইন্টার মিলানকে এগিয়ে দিয়ে উচ্ছ্বাস ফ্রান্সেসকো পিও এসপোসিতোর।*

> প্রথমার্ধে রিভারপ্লেট আমাদের বেশ চাপে রেখেছিল। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে নিজেদের খেলায় বেশ উন্নতি করেছিলাম।
>
> **ক্রিশ্চিয়ান চিভু**
> *ইন্টার মিলানের কোচ*

এদিকে গ্রুপ 'এফ'-এর শেষ ম্যাচে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ১-০ গোলে হারিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার উলসানকে। জার্মান দলটির হয়ে জয়সূচক গোল করেন ড্যানিয়েল সেভেনসন। গ্রুপের অপর ম্যাচে ফ্লুমিনেজ গোলশূন্য ড্র করেছে মেলোডি সানডাউনের সঙ্গে। গ্রুপ 'এফ' থেকে বরুসিয়ার সঙ্গে নক আউটে উঠেছে ফ্লুমিনেজ। আপাতত নক আউটে ইন্টারের প্রতিপক্ষ ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ফ্লুমিনেজ। অন্যদিকে বরুসিয়া মুখোমুখি হবে মন্তেরেইয়ের।

# এবারও ঘোড়া ছোটাতে তৈরি ইস্টবেঙ্গল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ জুন :** 'চ্যাম্পিয়ন' দলের মতোই আত্মবিশ্বাসী।

গতবারের কলকাতা ফুটবল লিগে অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটিয়েছিল বিনো জর্জের ইস্টবেঙ্গল। তবে আদালতের হস্তক্ষেপে এখনও খেতাব ছোঁয়া হয়ে ওঠেনি। প্রিমিয়ার ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ন দলের নাম ঘোষণা আটকে। এদিকে এবারের লিগে বল গড়িয়ে গিয়েছে। শুক্রবার অভিযান শুরু করছে লাল-হলুদ। প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ মেসারার্স।

মোটের ওপর গতবারের দলটাকেই ধরে রেখেছে ইস্টবেঙ্গল। নতুন মুখ বলতে সন্তোষ ট্রফি জয়ী দলের বিক্রম প্রধান, মনোতোষ মাঝি, উত্তরবঙ্গের সঞ্জয় ওরাওঁরা। যদিও এরমধ্যে মনোতোষ বাদে প্রথম ম্যাচে বাকিদের খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ। চোটের কবলে শ্যামল বেসরা। বৃহস্পতিবার গোটা দল যখন মেসারার্স ম্যাচের চূড়ান্ত মহড়ায় ব্যস্ত, তাঁকে তখন দেখা গেল রিহ্যাব সারতে। শুক্রবারের ম্যাচে প্রথম একাদশে ছয় বাঙালি হতে পারেন গোলের নীচে আদিত্য পাত্র, ডিফেন্সে চাকু মান্ডি, মনোতোষ চাকলাদার, সুমন দে, মাঝমাঠে তন্ময় দাস ও স্ট্রাইকারে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। শুরু থেকে দেখা যেতে পারে মনোতোষ মাঝিকেও। এর বাইরে জিজো জোসেফ, নসিব রহমান, ভানলালপেকা গুইতে, মহম্মদ রোশাল, জেসিন টিকেরা তো রয়েছেনই। সবমিলিয়ে আক্রমণাত্মক ফুটবলে ভর করে লিগের শুরু থেকেই ডানা মেলতে চাইছেন বিনো।

> গত মরশুমে কলকাতা লিগে আমরা কোনও ম্যাচ হারিনি। ডায়মন্ড হারবার এফসি-র চেয়ে দুই পয়েন্ট এগিয়েছিলাম। আমাদের জেসিন সর্বাধিক গোলদাতা। বাকিটা আইএফএ-র কোর্টে। এবারেও একইভাবে লড়াই করতে তৈরি আমরা।
>
> **বিনো জর্জ**

**কলকাতা লিগে আজ**
**ইস্টবেঙ্গল বনাম মেসারার্স**
ম্যাচ শুরু ঃ দুপুর ৩টা

ঘরোয়া লিগে অভিযান শুরুর আগে আত্মবিশ্বাস ঝরে পড়ল কোচ বিনোর গলায়। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, ইস্টবেঙ্গলকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা না করা হলেও গতবারের পারফরমেন্স আত্মবিশ্বাস জোগাবে। বলেছেন, 'গত মরশুমে কলকাতা লিগে আমরা কোনও ম্যাচ হারিনি। ডায়মন্ড হারবার এফসি-র চেয়ে দুই পয়েন্ট এগিয়েছিলাম। আমাদের জেসিন সর্বাধিক গোলদাতা। বাকিটা আইএফএ-র কোর্টে। এবারেও একইভাবে লড়াই করতে তৈরি আমরা।' ঘরোয়া লিগে প্রথম একাদশে ছয় ভূমিপুত্র খেলানো বাধ্যতামূলক করেছে আইএফএ। এব্যাপারে তাঁর মন্তব্য, 'বাংলার ফুটবলের উন্নতির স্বার্থে আইএফএ-র সিদ্ধান্ত। আমরা তা মানতে বাধ্য।' এতে কি কোথাও দলের ভারসাম্য নষ্ট হবে? তা অবশ্য সরাসরি স্বীকার করলেন না বিনো।

## মোহনবাগানের পথেই অভিষেক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ জুন :** মোহনবাগান সুপার জায়েন্টে সই করতে চলেছেন অভিষেক সিং টেকচাম। শোনা যাচ্ছে, দুই পক্ষের মধ্যে কথাবার্তা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। তিন বছরের চুক্তিতে সবুজ-মেরুন শিবিরে যোগ দিচ্ছেন তিনি।

পাঞ্জাব এফসি-র এই ডিফেন্ডারকে নেওয়ার দৌড়ে ছিল ইস্টবেঙ্গল ও এফসি গোয়া। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রেকর্ড অর্থে মোহনবাগানের জালে ধরা দিতে চলেছেন অভিষেক। সেইসঙ্গে মুম্বই সিটি এফসি-র ডিফেন্ডার মেহতাব সিংও প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেছে বাগান শিবিরকে।

এদিকে, বেঙ্গালুরু এফসি আর্জেন্টাইন মিডিও ব্রায়ান স্যাঞ্চেজ ও মরোক্কান ডিফেন্ডার সালাহেদ্দিন বাহিকে দলে নিচ্ছে। এই মরশুমে এফসি গোয়া বোরহা হেরেরা ও ইকের গুয়ারেটেক্সেনাকে রেখে দিচ্ছে। মুম্বই এফসিও জন টোরাল, তিরি ও জর্জে ওর্টিজকে ধরে রাখছে। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবে খেলা আর্জেন্টাইন মিডিও অ্যালেক্সিস স্যাঞ্চেজ ইন্দোনেশিয়ান লিগের দল পার্সিজাপ জেপারাতে যোগ দিয়েছেন।

# টেস্ট ক্রিকেটেও 'স্টপ ক্লক' সিস্টেম

**দুবাই, ২৬ জুন :** ক্রিকেটে ফের বড়সড়ো রদবদল করছে আইসিসি। বল পরিবর্তন সহ ইতিমধ্যে বেশ কিছু নিয়ম আনা হয়েছে। গত বছর সাদা বলের ফর্ম্যাটে 'স্টপ ক্লক' ব্যবহারও শুরু হয়ে গিয়েছে। পরিবর্তন ঘটেছে বাউন্ডারি লাইনে ক্যাচ নেওয়ার পদ্ধতিতেও।

এবার টেস্ট ক্রিকেটে আসছে একঝাঁক পরিবর্তন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'স্টপ ক্লক' পদ্ধতি। মন্থর ওভার রেটের সমস্যা মেটাতেই মূলত এই ভাবনা। দুই ওভারের মধ্যেকার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হবে। তিনবার এই বিধি ভঙ্গ করলে পেনাল্টি রান।

### থুতু ব্যবহারে লাগাম

লালা ব্যবহারে বল পরিবর্তনের ক্ষেত্রে লাগাম টানা হচ্ছে। থাকছে রিভিউ সিস্টেম, নো বলে ক্যাচের ক্ষেত্রে তৃতীয় আম্পায়ারের এক্তিয়ারে পরিবর্তনও। একঝাঁক পরিবর্তনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিয়মগুলি হল।

**ক্লক টাইম :** মন্থর ওভাররেট আটকাতে স্টপ ক্লক এবার টেস্টেও। ওভার শেষ হওয়ার পর পরবর্তী ওভার শুরু করতে হবে ১ মিনিটের মধ্যে। আম্পায়াররা বিধি ভাঙলে দুইবার সতর্ক করবেন। তৃতীয়বারে ৫ রান পেনাল্টি ফিল্ডিং দলের।

**বল বদল :** ইচ্ছাকৃত থুতু লাগিয়ে বল পরিবর্তনের অনৈতিক সুবিধা আদায়ে লাগাম টানা হচ্ছে। নিয়ম ভাঙলে এক্ষেত্রে ৫ রান পেনাল্টি। বল একমাত্র খেলার অযোগ্য হলে তবেই পরিবর্তনের ভাবনা।

**ডিআরএস :** ক্যাচের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ব্যাটাররা রিভিউ নিলে, ব্যাট-বলের সংযোগ দেখা হবে। বল ব্যাটে না লাগলে পাশাপাশি দেখা হবে অন্য কোনও ভাবে ওই বলে আউটের সম্ভাবনা আছে কিনা।

# এত ক্যাচ ফেলে জেতা যায় না : সামি

**নয়াদিল্লি, ২৬ জুন :** ইংল্যান্ড সফরে দলে নেই। কিন্তু মনেপ্রাণে দলের সঙ্গেই রয়েছেন মহম্মদ সামি।

লিডসে প্রথম টেস্টে পরাজয়ের পর ভারতীয় দলের বোলিং ও ফিল্ডিং নিয়ে মোটেই খুশি নন সামি। ভারতীয় দলের ক্যাচ ফেলার প্রবণতাই ম্যাচ হারিয়েছে বলে মনে করেন তিনি। সামি বলেছেন, 'আমরা প্রথম টেস্টে অনেকগুলি ক্যাচ ফেলেছি। এত ক্যাচ ফেললে ম্যাচ জেতা যায় না। আমাদের ফিল্ডিং নিয়ে আরও কাজ করতে হবে।'

বুমরাহকে দেখে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণাদের শেখার কথা বলেছেন সামি। বলেছেন, 'ভারতীয় বোলারদের বুমরাহের থেকে কিছু শেখা উচিত। ওর সঙ্গে কথা বলে বোলিংয়ের পরিকল্পনা ঠিক করা দরকার। আমাদের বোলাররা যদি বুমরাহকে একটা প্রান্ত থেকে সমর্থন দেয়, তাহলে ম্যাচ জেতা অনেক সহজ হয়ে যাবে। তাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বুমরাহকে একপ্রান্ত থেকে সমর্থন দিয়ে যাওয়া।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'সবাই বলে ইংল্যান্ডে ব্যাট করাটা কঠিন। কিন্তু আমাদের ব্যাটাররা ভালো পারফরমেন্স করেছে। ম্যাচ জিততে গেলে নতুন বলে উইকেট নেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ। ইংল্যান্ড ম্যাচ জিতেছে কারণ আমরা সহজে প্রচুর রান দিয়েছি।'

তবে প্রথম টেস্ট হেরে গেলেও আশা ছাড়ছেন না ভারতীয় পেসার। তিনি বলেছেন, 'এখনও সিরিজে অনেক কিছু বাকি আছে। আমাদের জিততে গেলে বোলিং ইউনিটকে আরও ভালো খেলতে হবে।'

## শুভেচ্ছা

অন্নপ্রাশন

☺ Karnika Das (অরবিন্দপল্লি) শুভ অন্নপ্রাশনে শুভেচ্ছা রইল। শুভ কামনায় ‘‘মাতঙ্গিনী ক্যাটারার’’ ও ‘‘চলো বাংলায় ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট’’ (Veg/N.Veg ) শিলিগুড়ি।

*বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ দেখার ফাঁকে বৃহস্পতিবার ইডেন গার্ডেন্সে স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে সারা আলি খান ও আদিত্য রয় কাপুর।*

*ম্যাচের সেরা বিশ্বজিৎ বাস্কে। ছবি : জসিমুদ্দিন আহমেদ*

## জয়ী জেএমসি

**মালদা, ২৬ জুন :** জেলা ক্রীড়া সংস্থার দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবল লিগে বৃহস্পতিবার জেএমসি ক্লাব ২-০ গোলে অগ্নিশিখা ক্লাবকে হারিয়েছে।। আল ইমরান ও পঙ্কজ কুমার গোল করেন। ম্যাচের সেরা বিশ্বজিৎ বাস্কে।

অন্য ম্যাচে রাজধানী ক্লাব ও বড়বাড়ি ফুটবল ক্লাবের ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়েছে।

## জয়ী অপূর্ব

**বীরপাড়া, ২৬ জুন :** জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগের ‘ই’ গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন বীরপাড়ার ডিটিওয়াইডিএফএ এবং ‘ডি’ গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ফালাকাটা অপূর্ব সংঘের মধ্যে বৃহস্পতিবার খেলা হয়। জুবিলি ক্লাবের মাঠে অপূর্ব সংঘ ২-১ গোলে ডিটিওয়াইডিএফএ-কে হারিয়েছে। গোল করেন অপূর্বর বিবেক কার্জি ও রাজেশ কার্জি। ডিটিওয়াইডিএফএ-র গোলস্কোরার বিট্টু খাখা।

## নেতাজির জয়

**জলপাইগুড়ি, ২৬ জুন :** জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে বৃহস্পতিবার নেতাজি মর্ডান ২-১ গোলে হারিয়েছে আরওয়াইএ-কে। নেতাজির গোল করেন বিকি জমাদার এবং বিশাল রায়। আরওয়াইএ-র গোলস্কোরার মানব দাস। ম্যাচের সেরা হয়েছেন বিকি।

### ভারতীয় ক্রিকেটের ‘অভিশাপ’ এজবাস্টন

# ২য় টেস্টে হয়তো বিশ্রামে বুমরাহ

**বার্মিংহাম, ২৬ জুন :** কেউ কফি শপে সময় কাটালেন। কেউ টিম হোটেলেই বিশ্রাম নিলেন। আবার কেউ কেউ বার্মিংহামের রাস্তায় ঘুরে বেড়ালেন।

লিডস থেকে গতকালই বার্মিংহাম পৌঁছে গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। আজ পুরো দিনই বিশ্রাম ছিল ভারতীয় ক্রিকেটারদের। হেডিংলে টেস্টে হারের ধাক্কা সামলে সামনে তাকানোর লক্ষ্যে আজ টিম ইন্ডিয়ার ছিল ‘ফ্রি’ ডে। হঠাৎ পাওয়া সেই ছুটির দিনটাকে টিম ইন্ডিয়ার সদস্যরা দারুণভাবে উপভোগ করেছেন। আর সেই উপভোগ করার নেপথ্য কারণ হল, মানসিক চাপ কাটানো। হেডিংলে টেস্টে যেভাবে ফিল্ডিং ও লোয়ার অর্ডার ব্যাটিং ডুবিয়েছে টিম ইন্ডিয়াকে, সঙ্গে জসপ্রীত বুমরাহর উপর প্রবল নির্ভরতার বিষয়টা সামনে এসেছে। তারপর ২ জুলাই থেকে এজবাস্টনে শুরু হতে চলা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে ফের শূন্য থেকে শুরু করতে হবে শুভমান গিলের ভারতকে।

এজবাস্টনের মাঠে শুক্রবার থেকে অনুশীলন শুরু করছে টিম ইন্ডিয়া। আগামীকাল ও পরশু, দুইদিনই রুদ্ধদ্বার অনুশীলন ভারতীয় দলের। সংবাদমাধ্যমের প্রবেশ নিষিদ্ধ শুভমানদের অনুশীলনে। টিম ইন্ডিয়ার তরফে আজ রাতেই স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বিষয়টি। হেডিংলে টেস্টের আগেও এমন ক্লোজডোর অনুশীলন করেছিল ভারতীয় দল। ফের সেই পথেই হাঁটতে চলেছে টিম ইন্ডিয়া। শুধু তাই নয়, ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ বাড়িয়ে আজ জানা গিয়েছে, এজবাস্টন টেস্টের প্রথম একাদশে হয়তো থাকবেন না বুমরাহ। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কারণে তাঁকে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। বুমরাহ শেষ পর্যন্ত এজবাস্টন টেস্টে না খেললে ভারতীয় বোলিংকে কে নেতৃত্ব দেবেন, কে তাঁর শূন্যস্থান পূরণ করবেন-চলছে জল্পনা। মনে করা হচ্ছে, এজবাস্টন টেস্টে খেলতে পারেন অর্শদীপ সিং। এসবের মধ্যেই হর্ষিত রানা লিডস থেকে ভারতীয় দলের সঙ্গে বার্মিংহামে পৌঁছাননি। ভারতীয় দলের অন্দরের খবর, কোচ গৌতম গম্ভীরের অতি প্রিয় হর্ষিতকে স্কোয়াড থেকে রিলিজ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেন? তার কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি টিম ইন্ডিয়ার তরফে।

চলতি সিরিজে আপাতত ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে শুভমানের ভারত। ২ জুলাই থেকে শুরু সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। বার্মিংহামের এজবাস্টনের মাঠে হবে দ্বিতীয় টেস্ট। এই মাঠ ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য ‘অভিশাপ’। ইতিহাস ও পরিসংখ্যান বলছে, অতীতে কখনও এজবাস্টনের মাঠে টেস্ট জিততে পারেনি টিম ইন্ডিয়া। ৫৮ বছর আগে এজবাস্টনের মাঠে প্রথম টেস্ট খেলেছিল ভারত। মাঝে দীর্ঘসময় পার। আর দীর্ঘ এই সময়ে মোট আটটি টেস্ট এজবাস্টনে খেলেছে ভারত। হেরেছি সাতটি ম্যাচে। ড্র একটি টেস্টে। জয় আজও অধরা। এবার কি ছবিটা বদলাতে পারে? জবাব কারও জানা নেই। হেডিংলেতে লজ্জার হারের পর শুভমানের ভারতকে নিয়ে কেউই বাজি ধরতে চাইছেন না। সঙ্গে দলের কম্বিনেশনে বদল আনার কথাও বলে চলেছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। গম্ভীর-শুভমানরা কি সেসব শুনতে পাচ্ছেন? আদৌ কি টিম ইন্ডিয়া এজবাস্টন অভিশাপ কাটিয়ে সিরিজে ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন?

*এজবাস্টনে পৌঁছে গেলেন জসপ্রীত বুমরাহ।*

জল্পনা ক্রমশ বাড়ছে। আর এই জল্পনার মধ্যেই সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমে চলতি ইংল্যান্ড সিরিজ নিয়ে মুখ খুলেছেন লোকেশ রাহুল। ভারতীয় ওপেনার হেডিংলে টেস্টের প্রথম ইনিংসে ভালো শুরু করেছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে শতরান করেছেন। এহেন রাহুল বার্মিংহামে পৌঁছানোর পর আজ বলেছেন, ‘পরিকল্পনা করেই আগে ইংল্যান্ডে হাজির হয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল সঠিক প্রস্তুতির। প্রথম টেস্টের পর বলতে পারি, প্রস্তুতির দিক থেকে সঠিক জায়গায় রয়েছি আমি।’ শেষ আইপিএলের সময় বাবা হয়েছেন রাহুল। ফলে তাঁর জন্য পরিবার ও সন্তানকে দেশে ফেলে রেখে দীর্ঘ বিলেত সফরে হাজির হওয়াটা সহজ ছিল না। কিন্তু নিজের ক্রিকেটীয় দর্শনের দিক থেকে পজিটিভ অবস্থান লোকেশের। তাঁর কথায়, ‘আমার কাছে দেশ সবকিছুর আগে। হ্যাঁ, পরিবারেরও আগে।’

এহেন রাহুল বাকি সিরিজে শুভমানের ভারতকে কতটা ভরসা দিতে পারেন, সেটাই এখন দেখার।

## ভারতে আসছেন না কার্লসেন

**নয়াদিল্লি, ২৬ জুন :** টুর্নামেন্ট হচ্ছে না। ফলে এই বছর ভারতে আসা হচ্ছে না ম্যাগনাস কার্লসেনের।

চলতি বছর সেপ্টেম্বরের ১৭ থেকে ২৪ তারিখ ফ্রি স্টাইল দাবা প্রতিযোগিতার আসর বসার কথা ছিল নয়াদিল্লিতে। তবে ফ্রি স্টাইল দাবা সংস্থার মুখ্য আধিকারিক জ্যান হেনরিক বুয়েটনার বলেছেন, ‘গত দেড় বছরে একাধিক ভারতীয় স্পনসরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তবে কোনও সংস্থাই এখনও এগিয়ে আসেনি। যে কারণে একপ্রকার বাধ্য হয়েই প্রতিযোগিতা স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।’ এই মুহূর্তে ফ্রি স্টাইল চেজ চ্যাম্পিয়নশিপের ক্রমতালিকায় শীর্ষে রয়েছেন কার্লসেন। তাঁর পিছনেই রয়েছেন ফ্যাবিয়ানো কারুয়ানা, ভিনসেন্ট কেইমার, হিকারু নাকামুরারা। কাজেই ফ্রি স্টাইল দাবার আসর বসলে আরও একবার বিশ্বের সেরা দাবাড়ুদের লড়াইয়ের সাক্ষী হয়ে থাকতে পারত ভারত। দিল্লির দাবাপ্রেমীদের সেই আশা আপাতত পূরণ হচ্ছে না।

# ‘টেনশন’ বাড়িয়ে ইংল্যান্ড দলে জোফ্রা

**বার্মিংহাম, ২৬ জুন :** হওয়ারই ছিল। শেষ পর্যন্ত জল্পনাই সত্যি হল।

ফিট হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে ম্যাচ খেলে ভারতের বিরুদ্ধে চলতি টেস্টের ইংল্যান্ড স্কোয়াডে ফিরলেন জোরে বোলার জোফ্রা আর্চার। বার্মিংহামের এজবাস্টনের মাঠে ২ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে চলেছে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় টেস্ট। সেই টেস্টের আগে বৃহস্পতিবারই বেন স্টোকসদের স্কোয়াডে যুক্ত করা হল জোফ্রাকে। ১৪ সদস্যের ইংল্যান্ড স্কোয়াডে ১৫ নম্বর হিসেবে যুক্ত হলেন জোফ্রা। কনুই ও পিঠের চোটের কারণে চার বছর ইংল্যান্ড দলের বাইরে ছিলেন জোফ্রা। চার বছর পর স্টোকসদের সংসারে আর্চার যুক্ত হতেই শুভমান গিলদের জন্য টেনশন বাড়ল।

লিডস টেস্টে হারের যন্ত্রণা এখনও কাটেনি টিম ইন্ডিয়ার। প্রথম ইনিংসে ৪৭১, দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৬৪ রান। দুই ইনিংস মিলিয়ে পাঁচটি শতরান। প্রথম ইনিংসে জসপ্রীত বুমরাহর পাঁচ উইকেট। এমন ঘটনার ঘনঘটার পরও হেডিংলে টেস্টে হেরেছে টিম ইন্ডিয়া। ইংল্যান্ডের কার্যত দ্বিতীয় সারির বোলিং আক্রমণের সামনে হেডিংলে টেস্টে হারতে হয়েছে শুভমানদের। বার্মিংহাম টেস্টের প্রথম একাদশে জোফ্রা সুযোগ পাওয়ার পরই তাই প্রশ্ন উঠেছে, ধারাবাহিকভাবে ১৪৫-১৫০ কিলোমিটার গতিতে বল করা জোফ্রাকে এজবাস্টনে সামলাতে পারবে তো ভারতীয় ব্যাটাররা? জবাব সময় দেবে।

কিন্তু তার আগে নিশ্চিতভাবেই শক্তি অনেকটাই বেড়ে গেল স্টোকসদের। ২ জুলাই বার্মিংহাম টেস্ট শুরু হলেই বোঝা যাবে টিম ইন্ডিয়ার যন্ত্রণা কতটা বাড়ল। উল্লেখ্য, ২০২১ সালে ভারত সফরে শেষবার লাল বলের টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন জোফ্রা। মাঝের সময়ে কনুই ও পিঠের চোট তাঁকে ক্রিকেট থেকে দূরে রেখেছিল। চলতি বছরে ভারতের মাটিতে আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের হয়েও খেলেছিলেন আর্চার। ভারতীয় ব্যাটারদের সম্পর্কে ভালোরকম ওয়াকিবহাল তিনি।

*মিউনিখে স্পোর্টস হার্নিয়ার অপারেশনের পর সূর্যকুমার যাদব। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখলেন, ‘অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে। আমি এখন সুস্থ হয়ে ওঠার পথে। দ্রুত মাঠে ফিরতে মুখিয়ে রয়েছি।’*

## নিসাঙ্কার শতরানে এগিয়ে শ্রীলঙ্কা

**কলম্বো, ২৬ জুন :** বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্টের প্রথম দিনে দাপট দেখিয়েছিলেন শ্রীলঙ্কার বোলাররা। দ্বিতীয় দিনে ব্যাটাররা দায়িত্ব নিলেন। নিটফল দ্বিতীয়দিনের পর চালকের আসনে লঙ্কানরা। বৃহস্পতিবার দিনের শেষে শ্রীলঙ্কার স্কোর ২৯০/২। তাদের লিড ৪৩ রানের।

এদিন শ্রীলঙ্কার নায়ক ডানহাতি ওপেনার পাথুম নিসাঙ্কা। চতুর্থ টেস্ট শতরান করে দিনের শেষে তিনি অপরাজিত রয়েছেন ১৪৬ রানে। সারাদিন তাঁকে সংগত দিয়ে যান দীনেশ চান্ডিমল (৯৩)। ওপেনিং জুটিতে ৮৮ রানের পর চান্ডিমলকে সঙ্গে নিয়ে তৃতীয় উইকেটে ১৯৪ রান জোড়েন নিসাঙ্কা।

প্রথম বলে ব্যাকফুট পাঞ্চের বাউন্ডারিতেই ছন্দ ঠিক করে দেন নিসাঙ্কা। তারপর গোটা দিনই ম্যাচের রাশ আলগা হতে দেননি লঙ্কান ব্যাটাররা। দিনের শেষের দিকে চান্ডিমলকে ফেরান নঈম হাসান (৪৫/১)। নিসাঙ্কার সঙ্গে ক্রিজে নৈশপ্রহরী প্রভাত জয়সূর্য (৫)।

*শতরানের পর পাথুম নিসাঙ্কা।*

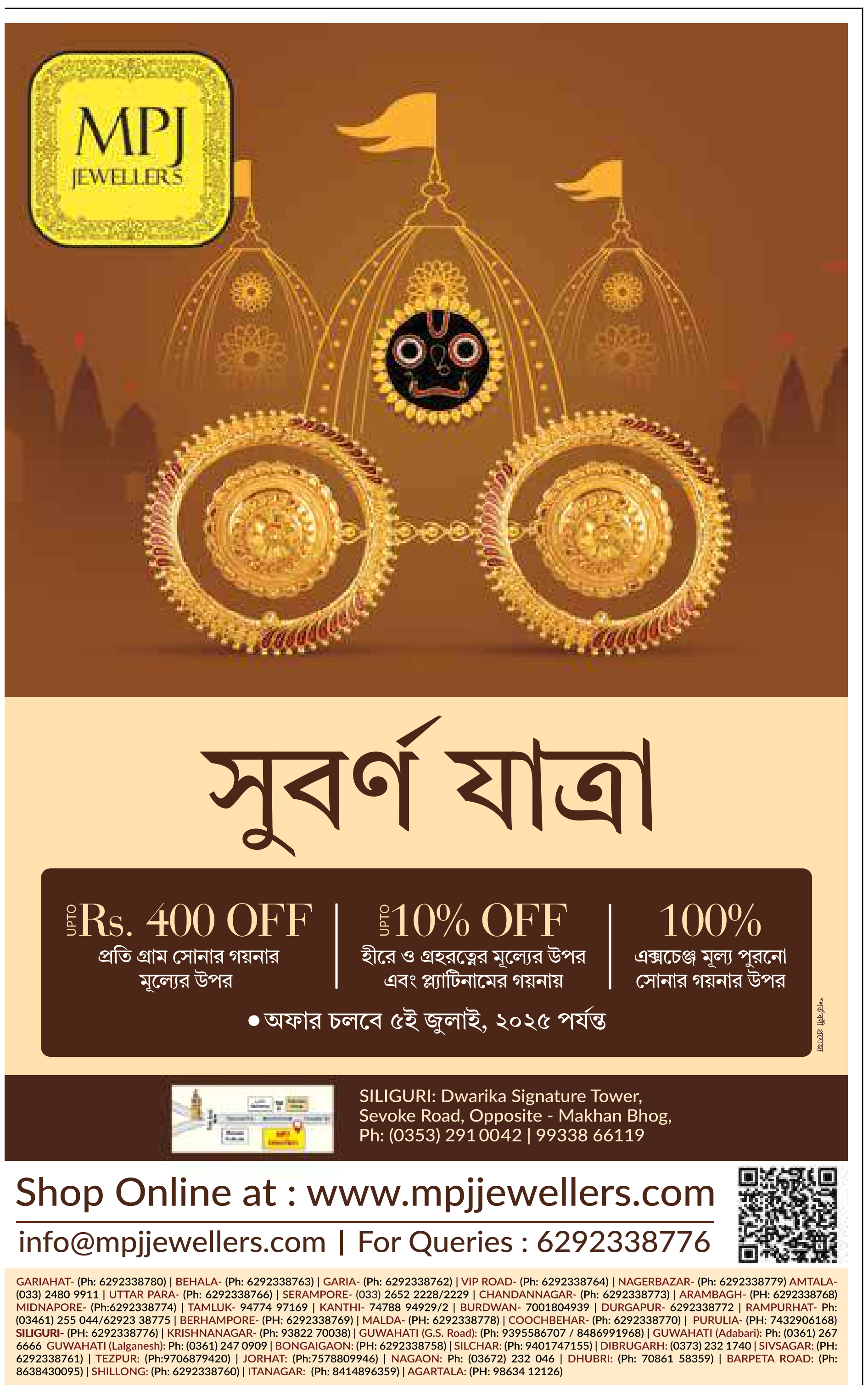

*ট্রফি নিচ্ছে শীতলকুচি হাইস্কুলের মেয়েরা। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর*

## সেরা শীতলকুচি, মেখলিগঞ্জ

**কোচবিহার, ২৬ জুন :** জেলাস্তরের অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের সুব্রত কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল শীতলকুচি হাইস্কুল। বৃহস্পতিবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-০ গোলে মেখলিগঞ্জের দেওয়ানগঞ্জ হাইস্কুলকে হারিয়েছে। এমজেএন স্টেডিয়ামে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ফাইনালের সেরা দেওয়ানগঞ্জের সাগরিকা রায়। অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের ফুটবলে মেখলিগঞ্জ হাইস্কুল ২-০ গোলে কোচবিহারের বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠকে হারায়। ফাইনালের সেরা মেখলিগঞ্জের রানা দে।

## সত্যেনের হ্যাটট্রিক

**জামালদহ, ২৬ জুন :** জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রদীপকুমার ঘোষ, তপনকুমার মিত্র ও নগেন্দ্রনাথ সরকার ট্রফি ফুটবলে বৃহস্পতিবার সাকাতির হাট ক্রীড়া সংস্থা ৫-১ গোলে জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন জুনিয়ার দলকে হারিয়েছে। হ্যাটট্রিক করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন সাকাতির হাটের সত্যেন বর্মন। পীযূষ বর্মন জোড়া গোল করেন। জামালদহের একমাত্র গোল জয়দীপ রায়ের। শনিবার খেলবে রানিরহাট প্লেয়ার্স ইউনিট ও জামালদহ লাল স্কুল স্পোর্টস অ্যাকাডেমি।

*ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন সত্যেন বর্মন। ছবি : প্রতাপ ঝা*

## জিতল যুব সংঘ

**তুফানগঞ্জ, ২৬ জুন :** মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবল লিগে বৃহস্পতিবার কামাতফুলবাড়ি যুব সংঘ ২-১ গোলে মর্নিং স্ট্রাইকার্স ফুটবল ক্লাবকে হারিয়েছে। সংস্থার মাঠে কামাতফুলবাড়ির গোল করেন সুজয় বর্মন ও ম্যাচের সেরা শিবম বাসফোর। মর্নিংয়ের গোলস্কোরার শিবনাথ পাল। শুক্রবার মুখোমুখি হবে চিলাখানা স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ও বিবেকানন্দ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন।

## জয়ী ডাঙাপাড়া

**রায়গঞ্জ, ২৬ জুন :** উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার মহিলা ফুটবল লিগের দ্বিতীয় দিনে ডাঙাপাড়া আদিবাসী মহিলা ফুটবল দল ৪-১ গোলে নন্দঝাড় ছাত্র সমাজকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে ম্যাচের সেরা প্রীতিকা বর্মন ও কারেশ্মি নাগবংশী জোড়া গোল করেন। অন্যদিকে নন্দঝাড়ের গোলস্কোরার রাখি মণ্ডল। শুক্রবার খেলবে নন্দঝাড় ছাত্র সমাজ ও ডাঙাপাড়া আদিবাসী মহিলা ফুটবল দল।

*ম্যাচের সেরার পদক গলায় প্রীতিকা বর্মন। ছবি : রাহুল দেব*

## চ্যাম্পিয়ন হাওড়া

**বালুরঘাট, ২৬ জুন :** সিএবি-র আন্তঃজেলা অনূর্ধ্ব-১৮ একদিবসীয় ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল হাওড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা। বৃহস্পতিবার ফাইনালে হাওড়া ৯৮ রানে মেদিনীপুরকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে হাওড়া ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৯২ রান তোলে। আরমান শাহ ৫৪ ও স্নেহেন্দু চন্দ্র ৫৩ রান করে। সৌগত মালের অবদান ৪১ রান। অঙ্কুশ চক্রবর্তী ৩৬ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে মেদিনীপুর ২৭.২ ওভারে ৯৪ রানে অল আউট হয়েছে। সুকৃতি জানা রেখে এসেছে ৩৭ রান। ম্যাচের সেরা বিরাট চৌহানের শিকার ২৫ রানে ৫ উইকেট। ভালো বোলিং করে কুশল গুপ্তাও (৩৭/৩)।